Zer0 to Infinity

বাংলা সাহিত্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হ্যান্ডনোট

বাংলা
সাহিত্য সম্ভার

Raisul Islam Hridoy

বিসিএস, ব্যাংক জব, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সহ সকল প্রতিযোগিতামূলক পরিক্ষার বাংলা সাহিত্য অংশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নোট।

পরিশ্রম অনুসন্ধান সাফল্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, যুগবিভাগ ও প্রাচীন যুগ

বাংলা ভাষা এবং লিপি

* বাংলার আদি অধিবাসীদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক এবং আর্যদের ভাষার নাম ছিল প্রাচীন বৈদিক ভাষা।

* অধিকাংশের মতে, খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়।

* তবে, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়।

* সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, মাগধী প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, গৌড়ী প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব।

* দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীকে বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল ধরা হয়। বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

* ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মোট শাখা দুইটি। যথা- কেন্তম এবং শতম।

* ভারতীয় লিপিমালা মোট দুইটি। যথা- ব্রাহ্মী লিপি এবং খরোষ্ঠী লিপি।

* ব্রাহ্মী লিপি হতে বাংলা লিপি এবং বর্ণমালার উদ্ভব হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলা সাহিত্যের যুগ

বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত।

১. আদিযুগ (৬৫০-১২০০ খ্রী:)

২. মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০ খ্রী:)

৩. আধুনিক যুগ (১৮০১ খ্রী: -বর্তমান)

১. প্রাচীন যুগঃ (৬৫০/৯৫০ - ১২০০ খ্রী)

ড:মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগে (৬৫০-১২০০ খ্রীঃ / সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) প্রায় ৫৫০ বছর

ড: সুনীতিকুমার চট্টোপধ্যায়ের মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (৯৫০-১২০০ খ্রীঃ / দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) প্রায় ২৫০ বছর। প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যের নিদর্শন – **চর্যাপদ।**

চর্যাপদঃ

* বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য/কাবিতা সংকলন চর্যাপদ (বাংলা সাহিত্যর একমাত্র আদি নিদর্শন)।

* এটি বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের একমাত্র লিখিত নিদর্শন।

* ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগার হতে ১৯০৭ সালে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' নামক পুথিটি আবিষ্কার করেন।

* চর্যাপদের সাথে 'ডাকার্ণব' এবং 'দোহাকোষ' নামে আরো দুটি বই নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগার হতে আবিষ্কৃত হয়। ১৯১৬ সালে সবগুলো বই একসাথে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান এবং দোহা' নামে প্রকাশ করেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ' নামক গ্রন্থে ধ্বনি তত্ত্ব ব্যাকরণ ও ছন্দ বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যে, পদসংকলনটি আদি বাংলা ভাষায় রচিত।

* এতে মোট ৫১টি পদ রয়েছে। তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদে মোট ৫০টি পদ রয়েছে। কয়েক পাতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সর্বমোট সাড়ে ৪৬টি পদ পাওয়া গেছে। ২৩নং পদটি খন্ডিত আকারে উদ্ধার করা হয়েছে। ২৪, ২৫ এবং ৪৮ নং পদগুলো পাওয়া যায়নি।

* মোট পদকর্তা ২৪ জন। তার মধ্যে লাড়ীডোম্বীপার কোন পদ পাওয়া যায়নি।

* অনেকের মতে, চর্যাপদের আদিকবি লুইপা।

* ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, প্রাচীনতম চর্যাকার শবরপা এবং আধুনিকতম চর্যাকার সরহ বা ভুসুকুপা।

* কাহ্নপা সর্বাধিক ১৩টি পদ রচনা করেন।

* শবরপাকে চর্যাপদের বাঙালি কবি মনে করা হয়।

* চর্যাপদ মাত্রাবিত্ত ছন্দে রচিত।

* চর্যাপদ মানে আচরণ / সাধনা

* চর্যাপদ হচ্ছে কবিতা / গানের সংকলন

* চর্যাপদ হচ্ছে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধনতত্ব

চর্যাপদ পাল ও সেন আমলে রচিত চর্যাপদ রচনার প্রেক্ষাপটঃ

* ১৮৮২ সালে রাজা রাজেন্দ্রলালমিত্র কিছু পুঁথি সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে

* The Sanskrit Buddhist Literature in Nepal

* এই গ্রন্থটি পাঠ করে সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত হন যার উপাধি মহামহোপাধ্যায়

* যিনি পরবর্তী কালে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান

* তিনি ১৯০৭ সালে ২য় বারের মত নেপাল গমন করেন।

* নেপালের রয়েল লাইব্রেরী থেকে একসঙ্গে ৪ টি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন।এর একটি হচ্ছে চর্যাপদ

* বাকী ৩ টি হচ্ছে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত- ১. সরহপদের দোহা, ২. কৃষ্ণপদের দোহা ও ৩. ডাকার্ণব

* উল্লেখিত ৪ টি গ্রন্থ একসঙ্গে কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়

RAISUL ISLAM HRIDOY

* ১৯১৬ সালে তখন চারটি গ্রন্থের একসংগের নাম দেওয়া হয় হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা।

* এটি প্রকাশিত হবার পর পালি সংস্কৃত সহ বিভিন্ন ভাষাবিদ রা চর্যাপদকে নিজ নিজ ভাষার আদি নিদর্শন বলে দাবী করেন।

* এসব দাবী মিথ্যা প্রমাণ করেন ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

* ১৯২৬ সালে The Origin and Development of Bengali Language গ্রন্থে চর্যাপদ এর ভাষা বিষয়ক গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন।

* ১৯২৭ সালে শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন যে চর্যাপদ বাংলাসাহিত্যের আদি নিদর্শন।

চর্যাপদের নামকরণঃ

১. আশ্চর্যচর্যচয় ২. চর্যাচর্য বিনিশ্চয় ৩. চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয় ৪. চর্যাগীতি কোষ ৫. চর্যাগীতি

চর্যাপদের পদসংখ্যাঃ মোট ৫১ টি পদ ছিল। ৪৬টি পূর্ণ পদ আবিস্কৃত হয়। আবিষ্কারের সময় উপরের পৃষ্ঠা ছেঁড়া থাকার কারনে সবগুলো পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং পরে একটি পদের অংশবিশেষ সহ মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ আবিষ্কৃত হয়।

চর্যাপদে কবির সংখ্যাঃ

চর্যাপদে মোট ২৪ জন কবি পাওয়া যায় ১ জন কবির পদ পাওয়া যায়নি তার নাম – তন্ত্রীপা / তেনতরীপা সেই হিসেবে পদ প্রাপ্ত কবির মোট সংখ্যা ২৩ জন ।

উল্লেখযোগ্যকবি

১. লুইপা ২. কাহ্নপা ৩. ভুসুকপা ৪. সরহপা ৫. শবরীপা ৬. লাড়ীডোম্বীপা ৭. বিরুপা ৮. কুম্বলাম্বরপা ৯, ঢেন্ডনপা ১০. কুক্কুরীপা ১১. কঙ্কপা

কবিদের নাম শেষে পা দেওয়ার কারণঃ

পদ > পাদ > পা।

পাদ > পদ > পা।

পদ রচনা করেন যিনি তাদেরকে পদকর্তা বলা হত যার অর্থ সিদ্ধাচার্য / সাধক [এরা বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধক ছিলেন]। ২ টি কারণে নাম শেষে পা দেওয়া হতঃ

১. পদ রচনা করতেন ।

২. সম্মান / গৌরবসূচক কারনে।

লুইপাঃ চর্যাপদের আদিকবি, রচিত পদের সংখ্যা ২ টি।

কাহ্নপাঃ কাহ্নপার রচিত মোট পদের সংখ্যা ১৩ টি। তিনি সবচেয়ে বেশী পদ রচয়ীতা। উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ১২ টি । তার রচিত ২৪ নং পদটি পাওয়া যায়নি।

ভুসুকপাঃ পদসংখ্যার রচনার দিক দিয়ে ২য় । রচিত পদের সংখ্যা ৮টি। তিনি নিজেকে বাঙ্গালী কবি বলে দাবী করেছেন। তার বিখ্যাত কাব্যঃ অপনা মাংসে হরিণা বৈরী অর্থ - হরিণ নিজেই নিজের শত্রু।

সরহপাঃ রচিত পদের সংখ্যা ৪ টি।

শবরীপাঃ রচিত পদের সংখ্যা ২ টি। গবেষকগণ তাকে বাঙ্গালী কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলার অঞ্চলে ভাগীরথী নদীর তীরে বসবাস করতেন বলে ধারণা করা হয়। যদি তিনি ভাগীরথী নদীর তীরে বসবাস না করতেন তাহলে বাঙ্গালী কবি হবেন না।)

কুক্কুরীপাঃ রচিত পদের সংখ্যা ২ টি। তার রচনায় মেয়েলী ভাব থাকার কারণে গবেষকগণ তাকে মহিলা কবি হিসেবে সনাক্ত করেন।

তন্ত্রীপাঃ উনার রচিত পদটি পাওয়া যায় নি। উনার রচিত পদটি ২৫ নং পদ।

ঢেন্ডনপাঃ চর্যাপদে আছে যে বেদে দলের কথা, ঘাঁটের কথা, মাদল বাজিয়ে বিয়ে করতে যাবার উৎসব, নব বধুর নাকের নথ ও কানের দুল চোরের চুরি করার কথা সর্বোপরি ভাতের অভাবের কথা ঢেন্ডনপা রচিত পদে তৎকালীন সমাজপদ রচিত হয়েছে। তিনি পেশায় তাঁতি ছিলেন ।

টালত মোর ঘর নাই পড়বেশী।

হাঁড়িতে ভাত নাই নিতি আবেশী

[আবেশী কথাটার ২টি অর্থ রয়েছে: ক্ল্যাসিক অর্থে – উপোস এবং রোমান্টিক অর্থে – বন্ধু]।

RAISUL ISLAM HRIDOY

চর্যাপদের ভাষাঃ

চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত- এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কতিপয় গবেষক চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা মেনে নিয়েই এ ভাষাকে সান্ধ্য ভাষা / সন্ধ্যা ভাষা / আলো আঁধারের ভাষা বলেছেন।

অধিকাংশ ছন্দাসিক একমত – চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

প্রাচীন যুগের সাহিত্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল – ব্যাক্তি

মধ্য যুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল - ধর্ম

আধুনিক যুগে সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল – মানবিকতা / মানবতাবাদ /

মানুষ সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ / সমাদৃত - ১. কাব্য (গীতিকাব্য), ২. উপন্যাস, ৩. ছোটগল্প

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

1) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীন যুগের পরিধি কত সাল পর্যন্ত স্থায়িত্ব ছিল? = ৬৫০-১২০০ সাল পর্যন্ত।

2) বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন শতাব্দীতে? = সপ্তম শতাব্দী।

3) মধ্য যুগের বাংলা ভাষার পরিধি কত সাল পর্যন্ত বিসতৃত ছিল? = ১২০১-১৮০০ সাল পর্যন্ত।

4) আধুনিক বাংলা ভাষার পরিধি কত সাল থেকে শুরু হয়েছে? = ১৮০১ সাল থেকে।

5) বাংলা গদ্যের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় কখন থেকে? = আধুনিক যুগে।

6) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে খ্রীষ্টপূর্ব কত পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষার অস্তিত্ব ছিল? = পাঁচ হাজার বছর।

7) আর্য ভারতীয় গোষ্ঠীর প্রাচীনতম সাহিত্যেক ভাষার নাম কি? = বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

8) বাংলা ভাষার মূল উৎস কোন ভাষা? = বৈদিক ভাষা।

9) বৈদিক ভাষা থেকে বাংলা ভাষা পর্যন্ত বিবর্তনের প্রধান তিনটি ধারা কি কি? = ক. প্রচীন ভারতীয় আর্য, খ) মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা গ) নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা।

10) কোন ভাষা বৈদিক ভাষা নামে স্বীকৃত? - আর্যগণ যে ভাষায় বেদ-সংহিতা রচনা করেছেন সেই ভাষাই বৈদিক ভাষা।

11) কোন ব্যাকরণবিদের কাছে সংস্কৃত ভাষা চূড়ান্তভাবে বিধিবদ্ধ হয়? = ব্যাকরণবিদ পানিনির হাতে।

12) সংস্কৃত ভাষা কত অব্দে চূড়ান্তভাবে বিধিবদ্ধ হয়? = খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ দিকে।

13) কোন ভাষাকে প্রাকৃত ভাষা বলে? = খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ শতাব্দীর দিকে বৈদিক ভাষা বির্বতনকালীণ সময়ে দেশের প্রকৃতি পঞ্জ বা জনসাধারনের যে ভাষায় নিত্য নতুন কথা বলত তাকে প্রাকৃত ভাষা বলে।

14) প্রাকৃত ভাষা বিবর্তিত হয়ে শেষ যে স্তরে উপনীত হয় তার নাম কি? = অপভ্রংশ।

15) পানিনি রচিত গ্রন্থের নাম কি? = ব্যাকরণ অষ্টাধয়ী।

16) পানিণি কোন ভাষার ব্যাকরণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন? = সংস্কৃত ভাষা।

17) বাংলা ভাষার মূল উৎস কোনটি? = বৈদিক।

18) বাংলা ভাষার আদি সাহিত্যিক নিদর্শন কি? = শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য।

19) বাংলা ভাষা কোন আদি বা মূল ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত? = ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী।

20) বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে কোন দশকে? = খ্রিষ্টিয় দশম শতকের কাছাকাছি সময়ে।

21) ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীন রূপ কোথায় পাওয়া যায়? - প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোতে।

22) কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি? = মাগধী প্রাকৃত।

23) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার স্তর কয়টি? তিনটি।

24) বৈদিক ভাষা হতে বাংলা ভাষায় বিবর্তনের প্রধান ধারা কয়টি? = তিনটি।

25) বাংলা ভাষা কোন গোষ্ঠীর বংশধর? = হিন্দ-ইউরোপী গোষ্ঠীর।

RAISUL ISLAM HRIDOY

26) বাংলা ভাষার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় কোন ভাষার? = মুন্ডা ভাষার।

27) কোন লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব ঘটেছে? = ব্রহ্মী লিপি।

28) ভারতীয় লিপিমালার প্রাচীনতম রূপ কয়টি ও কি কি? = দুইটি ক. খরোষ্ঠী, খ. বাহ্মী।

29) ভারতের মৌলিক লিপি কোন লিপিকে বলা বলে? = ব্রাহ্মী লিপি।

30) ব্রাহ্মী লিপির পূর্ববর্তী লিপি কোনটি? = খরোষ্ঠী লিপি।

31) ভারতীয় লিপিশালার প্রাচীনতম রূপ কোনটি? = দুইটি।

32) খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতকে কোন শাসকের শাসনমালা ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ন পাওয়া যায়?

= সম্রাট অশোক।

33) বাংলা লিপি ও বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছে কোন লিপি থেকে? = কুটিল লিপি।

34) ব্রাহ্মী লিপির পূর্ববর্তী লিপি কোনটি ? = খরোষ্ঠী লিপি।

35) কোন যুগে বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠনকার্য শুরু হয় ? = সেন যুগে।

36) কোন যুগে বাংলা লিপির গঠনকার্য স্থায়ীরূপ লাভ করে? - প্রাচীন যুগে।

37) বাংলার প্রথম মুদ্রন প্রতিষ্ঠানের নাম কি ? = শ্রীরামপুর মিশন।

38) কত সালে শ্রীরামপুর মিশন' প্রতিষ্ঠিত হয় ? = ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে।

39) বাংলা ছাড়া ব্রাহ্মী লিপি থেকে আর কোন লিপির উদ্ভদ ঘটেছে ? = সিংহলী, শ্যামী, নবদ্বীপি, তিব্বতী ইত্যাদি।

40) বাংলা অক্ষর বা বর্ণমালা কোন সময়ে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার লাভ করে ? = খ্রিঃ দশম একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা অক্ষর বাংলায় একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে।

41) ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তনের ধারায় কোন বর্নমালা থেকে বাংলা বর্নমালার উৎপত্তি ? = পূর্ব ভারতীয় বর্ণমালা কুটিল থেকে বাংলা বর্ণমালা উৎপত্তি।

42) কোন কোন লিপির উপর বাংলা লিপির প্রভাব বিদ্যমান ? = উড়িষ্যা মৈথিলি ও আসামী লিপির উপর।

43) বাংলা গদ্যের বিকাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে? = সাময়ীক পত্র।

44) বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন কি? = চর্যাপদ।

RAISUL ISLAM HRIDOY

45) চর্যাপদ রচনা করেন কারা ? = বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ।

46) চর্যাপদ কোন যুগের নিদর্শন? = আদি/ প্রাচীন যুগ।

47) চর্যাপদের পুঁথিকে কোথা কে এবং কখন আবিস্কার করেন? = মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭।

48) চর্যাপদের রচনা কাল কত? = সপ্তম -দ্বাদশ শতাব্দী।

49) চর্যাপদ কোন ভাষায় রচিত হয়? = বঙ্গকামরুপী ভাষায়।

50) চর্যাপদ কোথায় পাওয়া যায়? = নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগারে।

51) টীকাকার মুনিদত্তের মতানুসারে চর্যাপদের নাম কি ? = আশ্চর্য চর্যাচয়।

52) নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিতে পদগুলির কি নাম দেয়া হয়েছে ? = চর্যাচর্য বিনিশ্চয়।

53) চর্যাপদের ভাষাকে কে বাংলা ভাষা দাবি করেছেন? = অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যয়।

54) চর্যার প্রাপ্ত পুঁথিতে কোন কোন সংখ্যক পদে সম্পূর্ন পাওয়া যায় নি ? = ২৪, ২৫, ৪৮ সংখ্যক পদ।

55) চর্যার প্রাপ্ত কোন পদটির শেষাংশে পাওয়া যায় নি ? = ২৩ সংখ্যক পদ।

56) চর্যাগীতিকা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক কবে প্রকাশিত হয়েছিল ? = ১৯১৬ সালে।

57) চর্যা সংগ্রহটিতে সর্বসমেত কয়টি চর্যাগীতি ছিল? = ৫১ টি।

58) সর্বসমেত কয়টি চর্যাগীতি পাওয়া গিয়েছে? = সাড়ে ছেচল্লিশটি।

59) সবচেয়ে বেশী পদ কে রচনা করেছেন ? = কাহ্নপা-১৩ টি।

60) চর্যাপদের রচয়িতা কে কারা ? = কাহ্নপা, লুইপা, কুক্কুরীপা, ভুসুকু, সরহপাদ সহ মোট ২৪ জন পদকর্তা।

61) চর্যাপদ কোন সময়ে রচিত হয় ? = সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে।

62) চর্যাপদের পদগুলো কোন কোন ভাষায় রচিত বলে দাবি করা হয়? = চর্যাপদের পদগুলো বাংলা, হিন্দী, মেথিলী, অসমীয় ও উড়িয়া ভাষায়।

63) চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ কে আবিস্কার করেন? = ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী।

RAISUL ISLAM HRIDOY

64) চর্যাপদের ভাষায় কোন অঞ্চলের নমুনা পরিলক্ষিত হয়? = পশ্চিম বাংলার প্রাচীনতম কথ্য ভাষার।

65) ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যয় কবে চর্যাপদে ভাষা বাংলা বলে প্রমান করেন? = ১৯২৬ সালে।

66) চর্যাপদ কোন ছন্দে রচিত ? = মাত্রাবৃত্তে ছন্দে।

67) চর্যাপদের পুঁথি নেপালে যাবার কারন কি? = তুর্কী আক্রমনকারীদের ভয়ে পন্ডিতগণ তাদের পুথি নিয়ে নেপালে পালিয়ে গিয়ে শরনার্থী হয়েছিলেন।

68) কীর্তিলতা পুরুষ পরীক্ষা বিভাগসার প্রভৃতি সাহিত্যকর্মের রচয়িতা কে? = মিথিলার কবি বিদ্যাপতি।

69) রাজা লক্ষন সেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন কে কে ছিলেন? = উমাপতিধর, শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন আচার্য ও জয়দেব।

70) গীত গোবিন্দ কাব্যগ্রন্থের রচয়িতার নাম কি ? = জয়দেব।

71) ব্রজবুলী ভাষার উদ্ভব কখন হয়? = কবি বিদ্যাপতি যখন মৈথিল ভাষায় রাধাকৃষ্ণ লীলার গীতসমূহ রচনা করেন।

72) ব্রজবুলি ভাষা কোন জাতীয় ভাষা? = মৈথলী এবং বাংলা ভাষার মিশ্রনে সৃষ্টি হয়।

73) ব্রজবুলি কোন স্থানের উপভাষা ? = মিথিলার উপভাষা।

74) ব্রজবুলি ভাষার বিখ্যাত সাহিত্যিকের/শ্রেষ্ঠ কবি নাম কি? = বিদ্যাপতি এবং জয়দেব।

75) চন্ডীদাস সমস্যা কি? = বাংলা সাহিত্য একাধিক পদকর্তা নিজেকে চন্ডীদাস পরিচয় দিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি করেছেন তাই চন্ডীদাস সমস্যা ।

76) বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃত চন্ডীদাস কয়জন? তিনজন। বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, এবং দ্বীজ চণ্ডীদাস।

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রাচীন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকগণ

1) চর্যাপদ কোন প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় পুনরুদ্ধার করা হয়েছে? = বঙ্গীয় সাহিত্যে পরিষদ।

2) মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায়অগ্রণী ভূমিকা পালন করে? = পাঠান সুলতানগণ।

3) মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্ম প্রচারকের প্রভাব অপরিসীম? = শ্রী চৈতন্যদেব।

4) কার অনুপ্রেরণায় মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনূদিত হয়? = নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহের।

5) কার রাজত্বকালে বাংলার লৌকিক কাহিনী মনসামঙ্গল রচিত হয়? = হুসেন শাহের।

6) চৈতন্য ভাগবত কার সময় রচিত হয়? = গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহের।

7) কার পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস রামায়ণের অনুবাদ করেন? = জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের।

8) কবি বিদ্যাপতি ও শেখ কবির কার আদেশে বৈষ্ণবপদ কাব্য রচনা করেন? = নাসির উদ্দিন নসরৎ শাহের।

9) কবি বিজয়গুপ্ত কার আদেশে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন? = আলাউদ্দিন হুসেন শাহের।

10) বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত শাসক? = আলাউদ্দিন হুসেন শাহ।

11) গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ মুহম্মদ সগীর কোন কাব্যটি রচনা করেন? = ইউসূফ- জুলেখা।

12) নসীয়তনামা কাব্য কার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত? = শ্রীসুধর্মের।

13) কার আদেশে সয়ফুল-মূলক রচিত হয়? = সৈয়দ মুসার আদেশে।

14) কার আদেশে আলাওল সতীময়না কাব্য রচনা করেন? = লস্কর উজীর আশরাফ খানের।

15) কবি জৈনুদ্দিন কার সভাকবি ছিলেন? = গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের।

16) রসুল বিজয় কাব্য কার অনুপ্রেরণায় রচিত হয়? = শামসুদ্দীন ইউসূফ শাহের।

RAISUL ISLAM HRIDOY

17) মহা বংশাবলী নামক সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থের পৃষ্ঠপোষক কে? = সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহ-ইশাহ।

18) বাংলায় সর্বপ্রথম বিদ্যাসাগর কাহিনী কার আমলে রচিত হয়? = হুসেন শাহের আমলে।

19) কার পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন? = রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের।

20) কোন কবি গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের রাজা কর্মচারী ছিলেন? = শাহ মুহম্মদ সগীর।

21) কবি মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন? = শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ।

22) রাজা লক্ষন সেনের সভাকবি কে ছিলেন? = ভারতচন্দ্র ।

23) হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় কে কাব্য চর্চা করেন? = রূপ গোস্বামী।

24) কবীন্দ্র পরমেশ্বর কার আদেশে বাংলায় মহাভারত রচনা করেন? = পরাগল খানের।

25) ছুটি খানের সভাকবি কে ছিলেন? = শ্রীকর নন্দী।

26) আলাওল পদ্মাবতী রচনা করেন? = মাগন ঠাকুরের অনুরোধে।

27) কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কোন নৃপতি? = গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন সাহিত্য ধারা

1) বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান সাহিত্য ধারা কি কি? = উঃ গীতিকবিতা, মহাকাব্য, উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, অভিসন্দর্ভ, সমালোচনা, পত্র সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য ইত্যাদি।

2) মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য ধারা কি কি ? = উঃ বৈষ্ণব পদাবলী, জীবনী সাহিত্য, মঙ্গল কাব্য, কবিগান, পুঁথি সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, মর্সিয়া সাহিত্য ইত্যাদি।

3) আধুনিক যুগের সাহিত্য ধারা কি কি ? = উঃ মহাকাব্য, গীতিকাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রহসন,প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অভিসন্দর্ভ, সমালোচনা, আত্মজীবনীমূলক সাহিত্য, পত্র সাহিত্য, গীতিনাট্য ইত্যাদি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

মধ্যযুগ-(অন্ধকার যুগ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য, মঙ্গলকাব্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের (১২০০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)শুরুতে (১২০০-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ)সময়কে কোন কোন গবেষক বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগবলে অভিহিত করে থাকেন। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। কেউ কেউ মনে করেন এই রাজনৈতিক পরিবর্তন বাংলার শিক্ষা সমাজ এবং সাহিত্যকে ঋণাত্মক ভাবে প্রভাবিত করে, যে কারণে কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয় নি। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার আগ পর্যন্ত এসময়টাই অন্ধকার যুগ। তবে এটি একটি বিতর্কিত অভিধা।

অন্ধকার যুগঃ (১২০১-১৩৫০ খ্রী) অন্ধকার যুগ এমন একটি যুগ যে যুগে বাংলা সাহিত্যের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি অন্ধকার যুগ সৃষ্টি করার জন্য দায়ী করা হয় তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন বিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীকে। তিনি ১২০১ সালে মতান্তরে ১২০৪ সালে হিন্দু সর্বশেষ রাজা লক্ষণ সেন কে পরাজিত করে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে। অন্ধকার যুগে বাংলা সাহিত্যের কোনও নিদর্শন না মেললেও সংস্কৃত সাহিত্যের নিদর্শন মেলে। যেমনঃ ১/ রামাই পন্ডিতের "শূণ্যপুরাণ" ২/ হলায়ুধ মিশ্রের "সেক শুভোদয়া"

মধ্যযুগের বেশ কিছু কাব্যঃ

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ২. বৈষ্ণপদাবলী ৩. মঙ্গলকাব্য ৪. রোমান্টিক কাব্য ৫. আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য ৬. পুঁথি সাহিত্য ৭. অনুবাদ সাহিত্য ৮. জীবনী সাহিত্য ৯. লোকসাহিত্য ১০, মর্সিয়া সাহিত্য ১১. কবিয়ালা ও শায়ের ১২. ডাক ও খনার বচন ১৩. নথিসাহিত্য

মধ্যযুগে অন্য সাহিত্যের কিছু নমুনা পাওয়া যায়ঃ

১. পত্র ২. দলিল দস্তাবেজ, ৩. আইন গ্রন্থের অনুবাদ তবে এগুলো সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ হতে পারে নি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যঃ

* বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগে প্রবেশ করলে প্রথম কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

* বাংলা সাহিত্যের ২য় গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

* কোনো একক কবির রচনা হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য।

* শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য রচনা করেছেন একজন কবি যার নাম বড়ুচণ্ডীদাস । পক্ষান্তরে চর্যাপদের পদকর্তা ২৪ জন।

রচনাকালঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে পনের শতাব্দীর শুরুতে রচিত হয়।

বিষয়বস্তুঃ এ কাব্যে মোট ১৩টি খন্ড রয়েছে। এ কাব্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রাঁধা-কৃষ্ণ এর প্রেমলীলা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রেক্ষাপটঃ এ কাব্যটি রচনার ৫০০ বছর পর আবিষ্কার করা হয়। বর্তমানে কাব্যটির বয়স ৬০০ বছর। ১৯০৯ সালে বসন্ত রঞ্জন রায় যার উপাধী বিদ্বদ্বল্লভ। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়া জেলারকোকিলা গ্রামে এক গৃহস্থলীর গোয়াল ঘরের টিনের চালের নীচ থেকে আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ সালে কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয় শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ যা পরে নামপরিবর্তন করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য রাখা হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রধান চরিত্রঃ ১রাঁধা ২.কৃষ্ণ ৩.বড়াই।

১. রাঁধাঃ এ কাব্যে রাঁধা কেন্দ্রীয় নারী তথা নায়িকা চরিত্রে ঘোষ পরিবারে জন্ম। অপূর্ব সুন্দরীরাঁধার বিয়ে হয় বীরপুরুষ আয়েন ঘোষ / আইহেন ঘোষ এর সাথে। আয়েন ঘোষের গৃহে রাঁধারদেখাশুনার দায়িত্বভার পরে তার পিসিমা বড়াই এর উপর। পৌরাণিক কাহিনী মতে রাঁধামানবাত্মার প্রতীক। এ কাব্যে রাঁধা। রক্তমাংসে গড়া এক নারী যার মনে প্রেম আছে আবার দেহিককামনা বাসনা চরিতার্থ করার আকাংখাও আছে।

২. কৃষ্ণঃ এ কাব্যের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র। তার প্রধান গুণ বাঁশীবাদক | বংশীবাদক। তার প্রধানপরিচয় রাঁধার প্রেমিক রুপে। রাঁধা সম্পর্কে কৃষ্ণের প্রতিবেশী মামী ছিলেন। পৌরাণিককাহিনীমতে কৃষ্ণ হচ্ছে ভগবান / স্রষ্টা / পরমাত্মা। কিন্তু এ কাব্যে রক্তমাংসে গড়া এক যুবক।

৩. বড়াইঃ বড়াই এ কাব্যের ৩য় চরিত্র। রাঁধা কৃষ্ণের প্রেম সম্পর্ক সৃষ্টিতে বড়াই এর ভূমিকাসবচেয়ে বেশী। এজন বড়াইকে রাঁধা-কৃষ্ণের প্রেমের দূতী বলা হয়।

কবির পরিচয়ঃ এ কাব্যের কবি হলেন বড়ুন চন্ডীদাস। এট তার ছদ্মনাম বা উপাধি। তার প্রকৃত নাম। অনন্ত বড়ুয়া / অনন্ত বড় নাট্যপালার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন সেকারণে | অনন্ত বড়াই। তিনি যাত্রাপালা / নাটকীয় ভঙ্গিতে তিনি এই কাব্যরচনা করেন।

বড়ুচন্ডীদাসঃ

* শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা বড়ুচণ্ডীদাস। যদিও তাঁর আত্মপরিচয় বা জীবনকথা জাতীয়কিছু পাওয়া যায় না বলে তাঁর প্রকৃত পরিচয় কিছুটা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন।

* কাব্যে তাঁর তিনটি ভণিতা পাওয়া যায় — 'বড়চণ্ডীদাস', 'চণ্ডীদাস' ও 'আনন্ত বড়ুচণ্ডীদাস'। এর মধ্যে 'বড়চণ্ডীদাস বার ১০৭ ভণিতা মিলেছে '২৯৮টি স্থানে ও চণ্ডীদাস ভণিতা মিলেছে ' শব্দটি 'আনন্ত' ১৭টি পদে ব্যবহৃতপ্রক্ষিপ্ত বলেই মনে করা হয়।

* ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা মনে করেন, চণ্ডীদাস তাঁর নাম এবং বড়প্রকৃতপক্ষে তাঁর কৌলিক উপাধি বাঁড়জ্যে বা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপভ্রংশ।

* কবি চৈতন্য পূর্ববর্তীকালের মানুষ।

* সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি জীবিত ছিলেন। বাংলাসাহিত্যে চণ্ডীদাস সমস্যা এবং পদাবলির চণ্ডীদাসকে নিয়ে বাঁকুড়া ও বীরভূমের মধ্যে যতবিবাদই বিদ্যমান থাকুক না কেন, ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যপ্রমাণের সাহায্যেপ্রমাণ করেছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা বড়ুচণ্ডীদাস বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমাস্থ ছাতনার অধিবাসী ছিলেন।

* বড়চণ্ডীদাস বাসলী দেবীর উপাসক ছিলেন। এই বাসলী দেবী প্রকৃতপক্ষেশক্তিদেবী মনসার অপর নাম।

বৈষ্ণুপদাবলীঃ

* বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে একজন মহামানবের আগমন ঘটে তার নাম শ্রীচৈতন্যদেব। তার প্রচারিত ধর্মের নাম বৈষ্ণব ধর্ম। তার জীবন ও তার প্রচারিত ধর্ম মধ্যযুগের একশ্রেণী পদাবলীসাহিত্য রচিত হয় যার নাম বৈষ্ণপদাবলী হিসেবে পরিচিত। বৈষ্ণপদাবলী কে কড়চা নামেও বলাহয়ে থাকে।

* বৈষ্ণপদাবলীর আদি কবি — চন্ডীদাস

* তার বিখ্যাত বাণী — সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

* বৈষ্ণপদাবলীর আরেক কবি জ্ঞানদাস বিদ্যাপতীঃ পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি কিন্তু বাঙ্গালী ছিলেন না। আবার বাংলায় কোনও পদ রচনাকরেননি।

তার অধিকাংশ রচনা সংস্কৃত ও ব্রজবুলি ভাষায় তাকে মিথিলার কোকিল / মৈথিলীকোকিল বলা হয়ে থাকে। তাকে কণ্ঠহার নামেও ডাকা হয়।

ব্রজবুলীঃ

* এটি একটি ভাষার নাম। এর আক্ষরিক অর্থ ব্রজ অঞ্চলের বুলি / কথা / ভাষা।

* ব্রজবুলী হচ্ছে একপ্রকার কৃত্রিম মিশ্র ভাষা / কাব্যিক ভাষা।

* এটি কখনই জনসাধারণের মুখের ভাষা ছিলনা। তবে রাঁধা কৃষ্ণ এই ভাষায় প্রেমালাপ করতেন বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে কোনও প্রকার পদ রচনা না করেও পদাবলী সাহিত্যে / মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন শ্রীচৈতন্যদেব। তার জীবনকে নিয়েই যুগের সৃষ্টি হয়েছে।

১. শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব যুগ (১৪০১-১৫০০)

২. শ্রীচৈতন্যদেব যুগ (১৫০১-১৬০০)

৩. শ্রীচৈতন্যদেব পরবর্তী যুগ (১৬০১-১৭০০)

মঙ্গলকাব্যঃ

* মঙ্গল অর্থ শুভ বা কল্যাণ।

* মধ্যযুগে হিন্দু ধর্মাবল্বী দিবদেবী নির্ভর এক আখ্যান(কাহিনী) কাব্য রচনাকরেন যা মঙ্গল কাব্য নামে পরিচিত।

* মঙ্গলকাব্যের রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীপর্যন্ত প্রায় চারশত বছর)। মঙ্গলকাব্যের নামকরণ হবার কারণ ২টি।

* এক মঙ্গলবার পাঠ শুরু করে আর এক মঙ্গল বার শেষ করা হতো।

* মঙ্গল কাব্য পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে বা ঘরে রাখলে সকল মঙ্গল সাধিত হত।

মঙ্গলকাব্যের শাখা তিনটি। যথা:

১. মনসামঙ্গল

২. চন্ডীমঙ্গল

৩. ধর্মমঙ্গল।

RAISUL ISLAM HRIDOY

তিনটি শাখার আদি কবি যথাক্রমে-

১. মনসা মঙ্গল - কানা হরি দত্ত।

২. চন্ডীমঙ্গল — আদি কবি- মানিক দত্ত (চতুর্দশ শতক), প্রধান কবি- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। উপাধি- "কবি কঙ্কণ"

৩. ধর্মমঙ্গল — ময়ুর ভট্ট।

* অন্নদা মঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর।

* মনসা মঙ্গল কাব্যের অপর নামপদ্মপুরাণ(১৪৯৮ খ্রীঃ)।

* মনসা মঙ্গল কাব্যের কয়েকজন কবির নাম হল- নারায়ণ দেব ,বিজয়গুপ্ত , দ্বিজবংশীদাস। ,বিপ্রদাসপিপিলাই

* বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের নাম "মনসা বিজয়"।

*মধ্যযুগের সবচাইতে প্রতিবাদী চরিত্র মনসা মঙ্গল কাব্যের চাঁদ সওদাগর।

*মনসামঙ্গল কাব্যের ২২ জন ছোট-বড় কবিকে একত্রে বাইশা বলা হয়।

*মঙ্গল ধারার তথা মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

*ভারতচন্দ্রকে উপাধি দেন নবদ্বীপ বা নদীয়ার রাজা "গুণাকর" কৃষ্ণচন্দ্র।

* "চৈতন্যমঙ্গল" ও " গোবিন্দ মঙ্গলকাব্য দুটির শেষে মঙ্গল থাকলেও এগুলো মঙ্গল কাব্য নয় এগুলো বৈষ্ণব সাহিত্যের অংশ।

*একটি স্বার্থকমঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্য ৫ টি।

মঙ্গল কাব্য বিস্তারিত

* যেকোন মঙ্গল কাব্যের ৫টি অংশ থাকবে। যথা- ১. বন্দনা ২. আত্মপরিচয় ও গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ ৩. দেবখন্ড ৪. মর্তখন্ড ৫. ফলশ্রুতি।

* মঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য শাখা এবং ধারাগুলো হলো- মনসামঙ্গল কাব্য, চন্ডীমঙ্গল কাব্য, অন্নদামঙ্গল কাব্য, ধর্মমঙ্গল কাব্য এবং কালিকামঙ্গল কাব্য।

RAISUL ISLAM HRIDOY

মনসামঙ্গল কাব্য

* সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা দেবীর কাহিনী নিয়ে রচিত হয় মনসামঙ্গল কাব্য।

* মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কানা হরিদত্ত। মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন বিজয় গুপ্ত।

* মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো- চাদ সাদাগর, বেহুল এবং লখিন্দর। চন্ডীমঙ্গল কাব্য

* চন্ডী দেবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয় চন্ডীমঙ্গল কাব্য।

* চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি হলেন মানিক দত্ত এবং শ্রেষ্ঠ কবি হলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

* চন্ডমঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র গুলো হল- কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি, খুল্লনা, ভাড় দত্ত এবং মুবারিশীল। অন্নদামঙ্গল কাব্য

* দেবী অন্নদার গুণকীর্তন রয়েছে অন্নদামঙ্গল কাব্যে।

* অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। তিনি মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি। ভারতচন্দ্রের মাধ্যমেই মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি নবদ্বীপের মহারা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন।

* অন্নদামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র গুলো হল- মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যা, সুন্দর এবং মালিনী। ধর্মমঙ্গল কাব্য

* ডোম সমাজের দেবতা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম প্রচারের জন্য 'ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারার সূত্রপাত হয়েছে।

* ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ূরভট্ট। কালিকামঙ্গল কাব্য

* অপূর্ব রূপ গুণান্বিত রাজকুমার সুন্দর এবং বীরসিংহের অতুলনীয়া সুন্দরী কন্যা বিদ্যার গুপ্ত প্রণয়কাহিনী কালিকামঙ্গল কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়।

* কালিকামঙ্গল কাব্যের আদি কবি হলেন কবি কঙ্ক।

মধ্যযুগ-মুসলিম সাহিত্য,অনুবাদ সাহিত্য

মধ্যযুগে মুসলিম কবিগণ রচনা করেন রোমান্টিক কাব্য। পক্ষান্তরে হিন্দুধর্মাবলী কবিগণ রচনা করেন দেব দেবী নির্ভর আখ্যান / কাহিনী কাব্য। মধ্যযুগে সতের শতকে বাংলার বাইরে আরাকান রাজসভায়। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

মধ্যযুগে দুটো বিরাম চিহ্ন ছিল। (১)বিজোড় সংখ্যক লাইনের পর এক দাড়ি (২) জোড় সংখ্যক লাইনের পর দুই দাড়ি।

মুসলিম সাহিত্যঃ

* বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর (১৫ শতক)

* "ইউসুফ-জোলেখা" কাব্যগ্রন্থটি লিখেছেন শাহ মুহম্মদ সগীর, গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ এর আমলে।

* শাহ মুহম্মদ সগীর বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক কবি এবং ইউসুফ-জোলেখা বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক কাব্য।

*ইউসুফ-জোলেখা আরও লিখেন আব্দুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ, ফকির মুহম্মদ প্রমুখ।

* দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত কাব্য - লায়লী-মজনু, জঙ্গনামা।

* কোরেশী মাগন ঠাকুরের উতসাহে আলাওল কাব্য রচনা করেন।

* কোরেশী মাগন ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ - চন্দ্রাবতী

* মর্সিয়া আরবী শব্দ যার অর্থ শোক করা, বিলাপ করা।

* মর্সিয়া সাহিত্যের আদিকবি শেখ ফয়জুল্লাহের গ্রন্থের নাম জয়নাবে চৌতিশা।

* আব্দুল হাকিমের রচিত কাব্য ইউসুফ-জোলেখা, নূরনামা

* আলাওল এর রচিত কাব্যগ্রন্থ - পদ্মাবতী, সয়ফুলমূলক, বদিউজ্জামান, সিকান্দার নামা

অনুবাদ সাহিত্যঃ

* সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পৌরাণিক কাব্য মহাভারতের মূল রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস দেব।

*মহাভারত প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল শাহ'র পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচনাকরেন যা "পরাগলী মহাভারত" নামে পরিচিত।

* সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পৌরাণিক মহাকাব্য রামায়ণের মূল রচয়িতা বাল্মীকি।

* রামায়ণ প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা।

* রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদক - চন্দ্রাবতী।

* শাহনামা মৌলিক গ্রন্থের রচয়িতা - ইরানের কবি ফেরদৌসি, বাংলা অনুবাদক - মোজাম্মেল হক। মধ্যযুগে অনুবাদ হয়েছে প্রধানত সংস্কৃত থেকে (মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত), হিন্দী সাহিত্য থেকে এবং আরবি-ফারসি সাহিত্য থেকে।

রামায়ণ:

* খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বাল্মীকি (বাল্মীকির মূল নাম দস্যু রত্নাকর) সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন।

* রামায়ণ সাত খন্ডে রচিত, এতে শ্লোকসংখ্যা ২৪০০০।

* রামায়ণের প্রথম অনুবাদক পনের শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝা। তিনি হলেন প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। কৃত্তিবাসের রামায়ণের অন্য নাম শ্রীরাম পরাগলী'।

* বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী সতের শতকে রামায়ণ অনুবাদ করেন।

মহাভারত

* মহাভারতের মূল রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। বেদ এর ব্যাখ্যা করেছিলেন বলে তাঁর অপর নাম বেদব্যাস।

* মহাভারত আঠার খন্ডে রচিত এবং এর শ্লোক সংখ্যা ৮৫০০০।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* মহাভারতের প্রথম অনুবাদক ষোল শতকের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাগল খাঁন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর এর মহাভারতের নাম ছিল পরাগলী মহাভারত।

ভাগবত

* ভাগবত বার খন্ডে রচিত এবং এর শ্লোকসংখ্যা ৬২০০০। এই গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন মালাধর বসু।

* এজন্য তিনি বাদশাহ রুকনউদ্দিন বরবক শাহের কাছ থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করেন। তার ভাগবতের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান

* ইরানি কবি ফেরদৌসীর ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের বাংলায় অনুবাদ করেন শাহ্ মুহম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম, গরীবুল্লাহ।

* বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম মুসলমান কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর।

* ফারসি থেকে লায়লী-মজনু অনুবাদ করেন দৌলত উজীর বাহরাম খান, মুহম্মদ খায়ের।

* ফকীর গরীবুল্লাহ ফারসি থেকে অনুবাদ করেন জঙ্গনামা।

* ফারসি থেকে গুলেবকালী অনুবাদ করেন নওয়াজিস খান, মুহম্মদ মুকীম।

* ফারসি হাতেম তাই থেকে অনুবাদ করেন সাদতুল্লাহ, সৈয়দ হামজা।

* আলাওল ফারসি থেকে অনুবাদ করেন সপ্ত পয়কর, সিকান্দার নামা, তোহফা, সয়ফুলমুলকবদিউজ্জামান।

* হিন্দি কবি সাধন রচিত 'মৈনাসত' থেকে সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী প্রথম এবং দ্বিতীয় খন্ড রচনা করেন দৌলত কাজী। আর তৃতীয় খন্ড রচনা করেন আলাওল।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত 'পদুমাবত' থেকে পদ্মাবতী রচনা করেন আলাওল।

* মধুমালতী অনুবাদ করেন মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ হামজা, মুহম্মদ চুহর, শাকের মুহম্মদ।

* আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য।

* দৌলত কাজী: রাজসভার আদি কবি। আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙ্গালী কবি।

* আলাওল: রাজসভার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি।

* কোরেশী মাগন ঠাকুর: রোসাঙ্গরাজের প্রধানমন্ত্রী এবং আলাওলের পৃষ্ঠপোষক। চন্দ্রবতী' কোরেশী মাগন ঠাকুর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ।

নাথ সাহিত্য

* বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে নাথ ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা কাব্য নাথ সাহিত্য নামে পরিচিত।

* নাথ সাহিত্যের প্রধান কবি শেখ ফয়জুল্লাহ। শেখ ফয়জুল্লাহ রচনা করেন গোরক্ষ বিজয়।

* নাথ সাহিত্যের অন্যান্য কবি হলেন শ্যামদাস সেন, ভীমসেন রায়, দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস, শুকুর মাহমুদ।

* নাথ সাহিত্য সংগ্রহ এবং সম্পাদনা করেছেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ।

মর্সিয়া সাহিত্য

* মুসলমান সংস্কৃতির নানা বিষাদময় কাহিনী তথা শোকাবহ ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে মর্সিয়া সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি শেখ ফয়জুল্লাহকে মনে করা হয়। তিনি 'জয়নবের চৌতিশা' নাম গ্রন্থটি রচনা করেন।

* মর্সিয়া সাহিত্যের অন্যান্য কবিগণ ছিলেন দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ খান, হায়াত মামুদ, জাফর হামিদ।

বৈষ্ণব পদাবলী

* পদ বা পদাবলী মূলত বৈষ্ণবীয় ধর্মের গুঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি।

* বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি চার জন- বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, গোবিন্দ দাস এবং জ্ঞানদাস।

* বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা এবং প্রথম অবাঙ্গালী কবি।

গীতিকাঃ

* আখ্যানমূলক লোকগীতি বাংলাসাহিত্যে গীতিকা নামে পরিচিত।

* "গীতিকা" – কে ইংরেজীতে বলা হয় Ballad, যা ফারসিতে Ballet বা নৃত্য শব্দ থেকে এসেছে।

* ময়নসিংহ গীতিকা ২৩ টি ভাষায় অনূদিত হয়।

* ১৯২৩ সালে "মৈমনসিংহ গীতিকা" নামে সংকলন প্রকাশিত হয়।

* "মহুয়া" পালাটির রচয়িতা দ্বিজ কানাই এবং "দেওয়ানা মদিনা" পালাটির রচয়িতা মনসুর বয়াতি।

ময়নসিংহ গীতিকায় ১০টি গীতিকা স্থান পেয়েছে, যথা—মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা ও দেওয়ানা মদিনা। ভনিতা থেকে কিছু গীত রচয়িতার নাম জানা যায়, যেমন মহুয়া—দ্বিজ কানাই, চন্দ্রাবতী- নয়ানচাঁদ ঘোষ, কমলা- দ্বিজ ঈশান, দস্যু কেনারামের পালা- চন্দ্রাবতী, দেওয়ানা মদিনা- মনসুর বয়াতি। কঙ্ক ও লীলার রচয়িতা হিসেবে ৪ জনের নাম পাওয়া যায়- দামোদর দাস, রঘুসুত, শ্রীনাথ বিনোদ ও নয়ানচাঁদ ঘোষ। অবশিষ্ট গীতিকার রচয়িতার নাম জানা যায় না। গীতিকায় রচয়িতার নাম থাকলেও তাঁদের স্বতন্ত্র কবিত্বের চিহ্ন নেই; বরং বিষয়বস্তু, শিল্পাঙ্গিক, ভাষাভঙ্গি ও পরিবেশনা রীতি অভিন্ন বলেই প্রতিভাত হয়। আখ্যানগুলি লোকসমাজ থেকেই গৃহীত হয়েছে। ধর্ম নয়, পার্থিব জীবনকথা গীতিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মৈমনসিংহ

RAISUL ISLAM HRIDOY

গীতিকার দস্যু কেনারামের পালা ছাড়া বাকি ৯টি পালার মুখ্য বিষয় নরনারীর লৌকিক প্রেম। প্রেমের পরিণতি কোনোটির | মিলনাত্মক, কোনোটির বিয়োগান্তক। নায়িকার নামানুসারে গীতিকাগুলির নামকরণ হয়েছে। গীতিকাগুলিতে পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রের ভূমিকা উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। প্রেমের প্রতিষ্ঠায় তারাই বেশি সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছে। নারীদের একনিষ্ঠ প্রেম ও বলিষ্ঠ চরিত্র থেকে অনেকে মনে করেন, গীতিকাগুলিতে কোনো মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব থাকতে পারে।

পুঁথি সাহিত্যঃ

* অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত কাব্যকে দোভাষী পুঁথি বলে।

* "ফকির গরীবুল্লাহ" পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি।

* পুঁথি সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবিগণ হচ্ছেন- কবি কৃষ্ণরাম দাস, ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা।

* পুঁথি সাহিত্যের ভাষায় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইসলামী চেতনা সম্পৃক্ত।

* দোভাষী বাংলা রচিত পুঁথি সাহিত্যকে বলা হয় - বটতলার পুঁথি।

* অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত এক ধরনের বিশেষ ভাষারীতিতে যে সব কাব্য রচিত হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'পুথি সাহিত্য' নামে চিহ্নিত।

* পুথি সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবিগণ হচ্ছেন- কবি কৃষ্ণরাম দাস, ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা।

* পুথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক সৈয়দ হামজা।

কবিওয়ালা ও শায়েরঃ

* কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* আরবি-ফারসি-হিন্দি-উর্দু ভাষার মিশ্রণে মুসলমানের কাব্য রচয়িতাদের বলা হতো –শায়ের।

* কবিতাকে যারা জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করত তাদের বলা হতো - কবিওয়ালা।

* আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রতমার্ধে রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক . বিপর্যয়ের মুখে কলকাতার হিন্দু সমাজে 'কবিয়ালা' এবং মুসলমান সমাজে 'শায়ের' এর উদ্ভব ঘটে।

* এ কবিয়াল এবং শায়েররা যে সাহিত্য রচনা করেছে তাকে দোভাষী সাহিত্য বলে।

* গোজলা গুই হলেন কবিগানের আদিগুরু।

কবিগানঃ

* দুই পক্ষের তর্ক ও বিতর্কের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত গানকে কবিগান বলা হয়

* কবিগানের আদিগুরু গোঁজলা গুই, শ্রেষ্ঠ রচয়িতা – হরু ঠাকুর।

* কবিগান রচনা ও পরিবেশনায় বিশেষভাবে সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন এন্টনি ফিরিঙ্গি ও রামপ্রসাদ রায়।

টপ্পাগানঃ

* টপ্পাগান এর উদ্ভব- কবিগানের সমসাময়িককালে, হিন্দি টপ্পাগানএর আদর্শে।

* বাংলা টপ্পাগানের জনক-নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত।

* আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সুত্রপাত – টপ্পাগানথেকে

* টপ্পাগানের রচয়িতা – কালী মির্জা ও শ্রীধর কথক

RAISUL ISLAM HRIDOY

পাঁচালীগানঃ

* পাঁচালীগানের শক্তিশালী কবি দাশরথি রায় দাশু রায়। তার পাঁচালী পালা প্রকাশ হয়েছিল দশ খন্ডে।

মধ্যযুগ-লোকসাহিত্য,যুগসন্ধিক্ষণ ও প্রশ্নোত্তর

লোকসাহিত্যঃ

* ইংরেজীতে Folklore শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ লোকসাহিত্য"।

* জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গান, কাহিনী, গল্প, ছড়া, প্রবাদ – লোকসাহিত্য।

* লোকসাহিত্যের উপাদান জনশ্রুতিমূলক বিষয় এবং প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া।

* "হারামণি" হলো প্রাচীন লোকগীতি, এর সংকলক- মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন।

* ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোককথাকে- রূপকথা, উপকথা এবং ব্রতকথা এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

* ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠানদাদার থলে প্রভৃতি জনপ্রিয় রূপকথার সংকলক – দক্ষিণারঞ্জনমিত্র মজুমদার।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বনে রচিত কাহিনীকে বলে – উপকথা যেমনঃ ঈশপের উপকথা।

* মেয়েলী ব্রতে সঙ্গে সম্পর্কিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত লোককথাই – ব্রতকথা।

[১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র মারা যাবার পর মধ্যযুগের সমাপ্তি হয় ... প্রশ্ন উঠতে পারে ভারত চন্দ্র মারা । যাবার সাথে সাথে মধ্যযুগের পতনের কি সম্পর্ক? ভারতচন্দ্র মারা যাবার পর মধ্যযুগের সমাপ্তি হয় কারণ মঙ্গলকাব্যের চারশ বছরের কাব্যধারার সমাপ্তি ... কিন্তু এই কারনের সাথে আরও একটা কারণ জড়িত .. রাজনৈতিক ভাবেও এই এলাকার পটভূমি পরিবর্তন হতে থাকে। ১৭৫৭ সালে পলাশির প্রান্তরে সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হওয়ার মধ্যদিয়ে ইংরেজ তথা বৃটিশদের শাসন হয় তখন সাহিত্যের আবির্ভাব হয় যা আধুনিক সাহিত্য ধারার প্রবর্তন করার অন্যতম কারণ]।

যুগসন্ধিক্ষণঃ (১৭৬১-১৮৬০ খ্রী)

যুগসন্ধিক্ষণ মানে দুই যুগের মিলন যুগ সন্ধিক্ষণ এমন একটি যুগ যে যুগে মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগের মিশ্র বৈশিষ্ট পাওয়া যায়। যুগসন্ধিক্ষণের কবি ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে স্ববিরোধী কবি ও বলা হয়েছে। [স্ববিরোধী বলার কারণঃ প্রথমদিকে তিনি ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে লেখলেও শেষের দিকে তার কাব্যে ইংরেজদের শাসনের প্রশংসা করেছেন]।

1) বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন কি? = শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

2) শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনকাব্য কে রচনা করেন? = চৈতন্যপূর্ব যুগ।

3) শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য কোন যুগের নিদর্শন? = বড় চন্ডীদাস।

4) বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য কে উদ্ধার করেন? = বসন্তরঞ্জন রায়, ১৯০৯।

5) শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়? = পশ্চিম বঙ্গের বাকুড়া জেলার কাকিলা গ্রামের এক গৃহস্থ বাড়ীর গোয়ালঘর থেকে উদ্ধার করেন।

6) বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কে? = বড় চণ্ডীদাস।

7) আদি যুগে লোকজীবনের কথা বিধৃত সর্বপ্রথম সাহিত্যক নিদর্শন কোনটি? = ডাক খনার বচন।

8) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যর প্রধান দুটি ধারা কি ? =১। কাহিনীমূলক ও ২। গীতিমূলক।

9) শ্রী চৈতন্যর নামানুসারে মধ্যযুগের বিভাজন কিরূপ? = চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগ (১২০১-১৫০০ খ্রিঃ), চৈতন্য যুগ (১৫০১-১৬০০) ও চৈতন্য পরবর্তী যুগ (১৬০১-১৮০০)।

10) চৈতন্য পরবর্তী যুগ বা মধ্যযুগের শেষ কবি কে? = ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর।

11) আধুনিক যুগের উদগাতা কে? = মাইকেল মধুসুদন দত্ত।

12) কোন যুগকে অবক্ষয়ের যুগ বলা হয় ? = ১৭৬০-১৮৬০সাল পর্যন্ত।

13) বাংলা সাহিত্যর আধুনিক যুগের সময়কাল কয়পর্বে বিভক্ত ও কি কি? = চারটি পর্বে বিভক্ত। যেমন ১. প্রস্তুতি পর্ব (১৮০১-১৮০৫)খ্রিঃ, ২. বিকাশ পর্ব (১৮৫১-১৯০০) খ্রিঃ, ৩.রবীন্দ্র পর্ব (১৯০১-১৯৪০) খ্রিঃ ও ৪. অতি-আধুনিক যুগ (১৯০১ বর্তমান কালসীমা)।

14) আধুনিক যুগ কোন সময় পর্যন্ত বিস্তৃত? =১৮০১ সাল থেকে বর্তমান।

15) যুগ সন্ধিক্ষনের কবি কে ? = ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত।

16) বাংলা ভাষায় রামায়ন কে অনুবাদ করেন? = কৃত্তিবাস।

17) রামায়নের আদি রচয়িতা কে? কবি বাল্মীকি।

18) বাংলা ভাষায় মহাভারত কে অনুবাদ করেন? = কাশীরাম দাস।

19) মহাভারতের আদি রচয়িতা কে? = বেদব্যাস।

20) গীতি কাব্যের রচয়িতা কে? = গোবিন্দ্রচন্দ্র দাস।

21) পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক কবি কে? ফকির গরিবুল্লাহ।

22) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? = মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

23) বাংলা গদ্যের জনক কে? = ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।

24) আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভু কে? = বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

25) বাংলা ভাষার আদি কবি ? = কানা হরিদত্ত।

26) বাংলা গদ্যর উৎপত্তি কোথায়? = আঠার শতকে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

27) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যর প্রাচীনতম শাখা কোনটি? = কাব্য।

28) বাংলা গদ্য সাহিত্য কখন শুরু হয়? = আধুনিক যুগে।

29) আলাওল কোন যুগের কবি? = মধ্য যুগের।

30) মধ্যযুগের অবসান ঘটে কখন? = ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে।

31) উনিশ শতকের সবচেয়ে খ্যাতনামা বাউল শিল্পী কে? = লালন শাহ।

32) কাঙ্গাল হরিনাথ কখন আবির্ভূত হন? = উনিশ শতকের শেষার্ধে।

33) বিষাদসিন্ধু কোন যুগের গ্রন্থ? = আধুনিক যুগের।

34) মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য নিদর্শন কি? = পদ্মাবতী ও অন্নদামঙ্গল।

35) চন্ডীদাস কোন যুগের কবি ? = মধ্যযুগের।

36) আধুনিক বাংলা গীতি কবিতার সূত্রপাত? = টপ্পাগান।

37) টপ্পা গানের জনক কে? = নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত)।

38) মীর মশাররফ সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন? = উনিশ শতকের শেষার্ধে।

আধুনিক যুগ: রাজা রামমোহন রায়-গোলাম মোস্তফা

আধুনিক যুগ (১৮০১–বর্তমান): আধুনিক যুগকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়–

১. উন্মেষ পর্ব (১৮০১–১৮৬০ খ্রী) ও

২. বিকাশ পর্ব (১৮৬১ – বর্তমান)।

গদ্য সাহিত্য হচ্ছে আধুনিক যুগের সৃষ্টি । আধুনিক যুগের অন্যান্য বৈশিষ্ট হলো:

১.গল্প

২.উপন্যাস

৩.নাটক

৪.প্রহসন

৫.প্রবন্ধ

RAISUL ISLAM HRIDOY

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

* ১৮০০ সালের ৪ মে কলকাতার লালবাজারে লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত এটি চালু ছিল।

* ১৮০১ সালের ২৪ নবেম্বর এই কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হয়। বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন পাদ্রী উইলিয়াম কেরী। উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন' বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ। উইলিয়াম কেরী ইতিহাস মালা নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

* ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অপরাপর পন্ডিতগণ হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মা, চন্ডীচরণ মুন্সী, হরপ্রসাদ রায় এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়।

* মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচনা করেন বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, প্রবোধচন্দ্রিকা, বেদান্তচন্দ্রিকা, রাজাবলী।

* রামরাম বসু রচনা করেন রাজা প্রতাপাদিত্য রচিত্র, লিপিমালা।

* গোলকনাথ শর্মা রচনা করেন হিতোপদেশ।

* চন্ডীচরণ মুন্সী রচনা করেন তোতা ইতিহাস।

* হরপ্রসাদ রায় রচনা করেন পুরুষ পরীক্ষা।

* রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচনা করেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং।

প্রধান বাংলা সাহিত্যিক এবং তাদের কর্মের পরিচয়

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪–১৮৩৩)

* রামকান্ত রায় ও তারিণী দেবী'র ২য় পুত্র রামমোহন রায় হুগলী জেলার রাধানগরে ১৭৭৪ সালে জন্মগ্রহন করেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* তার প্রথম জীবনের ভ্রমন সম্পর্কে 'তুহফাত-উল-মুজাহিদীন' এ তিনি নিজে লিখেছেন "আমি পৃথিবীর সুদূর প্রদেশ গুলিতে, পার্বত্য ও সমতলভূমিতে পর্যটন করিয়াছি"।

* সতীদাহ প্রথা রহিতকরণে তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। রাজা রামমোহন রায়ের ছদ্মনাম ছিল শিবপ্রসাদ রায়।

* ১৮১৪ সাল থেকে স্থায়ীভাবে কলকতায় বসবাস শুরু করেন ।এ সময় থেকে তিনি ধর্ম ও সহমরণ প্রথা রোধ প্রভৃতি সমাজ সংস্কার মূলক আন্দোলন শুরু করেন এবং ব্রাহ্মন সেবধি', 'সম্বাদ কৌমুদি' ও মীরাউল আখবার পত্রিকা প্রকাশ করেন।

* রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৮ সালে।

* তার রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। এটি ইংরেজী ভাষায় লেখা হয়েছিল ১৮২৬ সালে। পরে ১৮৩৩ সালে এর বাংলা অনুবাদ হয়।

* তিনি ফারসি ভাষার পত্রিকা 'মিরাতুল আখবার' সম্পাদনা করেন।

* রামমোহনের রচিত গ্রন্থগুলো হল- বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্ত সার (১৮১৫), ভট্টাচার্যের সচিত বিচার (১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), উপনিষদের অনুবাদ (১৮১৫-১৯), সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ (১৮১৮-১৯)' এবং পথ্য প্রদান (১৯২৩)।

* ১৮৩২ সালে তিনি ফ্রান্সে যান এবং রাজা ফিলিপ লুই এর সাথে সাক্ষাত করেন।১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিল্পসম্মত বাংলা গদ্যের জনক।

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পারিবারিক পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৪০ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা নামে স্বাক্ষর করতেন।

* তিনি বাংলা গদ্যে ১৫টি বিরামচিহ্নের প্রবর্তন করেন। বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম 'ব্যাকরণ কেমুদী'।

* ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাস করানোর ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

* তিনি ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পন্ডিত হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুবাদ গ্রন্থ হল- বেতাল পবিংশতি (১৮৪৭), শকুন্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস (১৮৬০), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) ইত্যাদি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থ হল- প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৬৩), বিদ্যাসাগর রচিত (১৮৯২), সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), বিধবা বিবাহ চলিত হায়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), বিধবা বিবাহ রহিত হয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৭১), অতি অল্প হইল, (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৪), রত্ন পরীক্ষা (১৮৮৬) ইত্যাদি।

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত পাঠ্যবই হল- বর্ণপরিচয় (১৮৫৫), কথামালা, বোধোদয় (১৮৫১), আখ্যানমঞ্জরী ইত্যাদি।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২-১৮৮৬)

* তিনি বাঙালির মধ্যে প্রথম বিজ্ঞানমনস্ক লেখক। অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩)' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

* ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি মাইকেল খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

* মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ (১৮৬১)' রচনা করেন। এটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এ কাব্যে সর্গ সংখ্যা ৯ টি। এটি একটি বীররসের কাব্য।

* মাইকেলের রচিত নাটকগুলো হল- শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক, পদ্মাবতীবাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কমেডি, কৃষ্ণকুমারী- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি, মায়াকানন।

* মাইকেলের রচিত কাব্যগ্রন্থ হল- দি ক্যাপটিভ লেডি (১৮৫৯)- মাইকেলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, ভিসন অব দি পাস্ট, তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০)- মাইকেলের প্রথম বাংলা কাব্যগ্রন্থ, চতুর্দশপদী কবিতাবলী- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট সংকলন, বীরাঙ্গনা- বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র কাব্য, ব্রজাঙ্গনা- বৈষ্ণব পদাবলীর আধুনিক পরিণতি।

* মাইকেলের রচিত প্রহসন হল- বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)- এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন, একেই কি বলে সভ্যতা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

* দীনবন্ধু মিত্র নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দীনবন্ধুর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হলনীলদর্পণ (১৮৬০)- এটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী, লীলাবতী।

* দীনবন্ধু মিত্রের উল্লেখযোগ্য প্রহসনগুলো হল- সধবার একাদশী, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো।

* দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম সাল ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে।

* তাঁর রচিত জনপ্রিয় কাব্যগুলো : সুরধুনী কাব্য (১ম ভাগ ১৮৭১ ও ২য় ভাগ ১৮৭৬) ও দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২)।

* দীনবন্ধু মিত্র নাট্যকার রূপে সমাধিক খ্যাত

* নীলকর সাহেবদের বীভৎস অত্যাচারের লাঞ্ছিত নীল চাষীদের দুরবস্থা অবলম্বনে রচিত তাঁর নাটকের নাম: নীল দর্পণ (১৮৬০)।

* নীল-দর্পণকে বাংলাদেশের নাটক বলা হয় কারণ, নাটকটির কাহিনি মেহেরপুর অঞ্চলের, দীনবন্ধু ঢাকায় অবস্থানকালে তা রচনা করেন। নাটকটি প্রথম প্রকাশ হয় ঢাকার বাংলা প্রেস থেকে এবং প্রথম মঞ্চস্থও হয় ঢাকাতে।।

* নীল-দর্পণ নাটকের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত ইংরেজিতে অনুবাদের নাম: Nil Darpan or The Indigo Planting Mirror (1861).

* মধুসূদন A Native ছদ্মনামে এই অনুবাদ করেন?

* ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকদের মদ্যপান ও বারবণিতা সঙ্গকে বঙ্গ করে তাঁর রচিত প্রহসন: সধবার একাদশী (১৮৬৬)।

* সমাজের প্রাচীনপন্থীদের ব্যঙ্গ করে তাঁর রচিত প্রহসনের নাম: উত্তরঃ বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)।

* তাঁর রচিত অপরাপর নাটকগুলো হল নবীন তপস্বিনী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২), কমলে কামিনী (১৮৭৩) ইত্যাদি।

[টেকনিক: দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ও প্রহসন: নবীন জামাই কমল সধবার একাদশীতে লীলাবতীকে নিয়ে নীলদর্পণ নাটক দেখতে গেলে এক বুড়ো তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে যায়।]

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০)

* ভাই গিরিশচন্দ্র সেন সর্বপ্রথম কুরআন শরীফের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ (গ্রন্থ আকারে) করেন (১৮৮১-৮৬)।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* ৯৬ জন সূফীর জীবন কাহিনী নিয়ে ফারসী ভাষার ফরিদুদ্দিন আত্তারের 'তাজকেরাতুল আওলিয়া অবলম্বনে রচনা করেন তাপসমালা।

* ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের মৌলিক গ্রন্থ হচ্ছে মহাপুরুষচরিত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

* বাংলা সাহিত্যে তিনি সাহিত্যসম্রাট' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম গ্রাজুয়েট।

* বঙ্কিমের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ললিতা তথা মানস (১৮৫৬)

* তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে কমলা কান্তের দপ্তর, সাম্য- এই গ্রন্থটি তিনি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন, লোক রহস্য, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত, বিজ্ঞান রহস্য, ধর্মতত্ত্ব।

* বঙ্কিম অসামান্য অবদান রাখেন উপন্যাস রচনায়। তার উপন্যাসগুলো হচ্ছে- Rajmohon's wife (1835)- এটি লেখকের প্রথম উপন্যাস, দুর্গেশ নন্দিনী (১৮৬৫)- এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস, কপালকুন্ডলা- এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, বিষবৃক্ষ, রাজসিংহ, মৃণালিনী, ত্রয়ী উপন্যাস (সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী এবং আনন্দমঠ), চন্দ্রশেখর, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয় এবং ইন্দিরা।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১/১৯১২)

* উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ট মুসলিম সাহিত্যিক রূপে খ্যাত 'বিষাদ সিন্ধুর অমর লেখক মীর মশাররফ হোসেন ১৮৪৭ সালের ১৩ই নভেম্বর জন্মগ্রহন করেন।

* মীর মশাররফ হোসেন বংশতালিকাঃ সৈয়দ সা'দুল্লাহ-মীর উমর দরাজ-মীর ইব্রাহীম হোসেন-মীর মোয়াজ্জম হোসেন-মীর মশাররফ হোসেন।

* গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, আত্মজীবনী, প্রবন্ধ ও ধর্ম বিষয়ক প্রায় ৩৭টি বই রচনা করেছেন। এরমধ্যে রত্নাবতী, গৌরী সেতু, বসন্তকুমারী, নাটক জমিদার দর্পণ, সঙ্গীত লহরী, উদাসীন পথিকের মনের কথা, মদীনার গৌরব, বিষাদসিন্ধু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

* তিনি কাঙাল হরিণাথ মজুমদারের সাপ্তাহিক গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকা ও কবি ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় কিছুদিন কাজ করেন।

* ১৮৮০ সালে তিনি নানা বাড়ী এলাকা লাহিনীপাড়া থেকে 'হিতকরী' নামের একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* মীর মশাররফ হোসেনের সন্তানদের নামঃ রওশন আরা, এক কন্যা (নাম জানা যায় নাই), ইব্রাহীম হোসেন, আমিনা, সালেহা, সালেমা, আশরাফ হোসেন, ওমর দারাজ, মাহবুব হোসেন, রাহেলা ও মোসতাক হোসেন।

* মীর মশাররফ হোসেন উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।

* তাঁর প্রথম জীবনীকার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁকে বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংগে তুলনা করেছেন।

* তিনি জমিদার দর্পন' নাটক লিখে তদানীন্তনকালে অন্যতম শ্রেষ্ট নাট্যকারের মর্যদা লাভ করেন।

* মীর মশাররফ হোসেন লিখিত গ্রন্থ: রত্নবতী (উপঃ ১৮৭৩), বসন্ত কুমারী (নাটক ১৮৭৩), জমিদার দর্পণ (নাটক ১৮৬৯), গড়াই ব্রীজ বা গৌড়ী সেতু (কবিতা গ্রন্থ ১৮৭৩), এর উপায় কি (প্রহসন ১৮৭৬), বিষাদ-সিন্ধু (ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৮৮৫-৯১), সঙ্গীত লহরী (১৮৮৭), গো-জীবন (প্রবন্ধ ১৮৮৯), বেহুলা গীতাভিনয় (গীতিনাট্য ১৮৮৯), উদাসীন পথিকের মনের কথা (জীবনী ১৮৯৯), গাজী মিয়ার বস্তানী। (রম্যরচনা ১৮৯৯), মৌলুদ শরীফ (গদ্যে-পদ্যে লিখিত ধর্মীয় গ্রন্থ ১৯০০), মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা (ছাত্র পাঠ্য ১ম ভাগ ১৯০৩ এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৮), বিবি খোদেজার বিবাহ (কাব্য ১৯০৫), হযরত ওমরের ধর্ম জীবন লাভ (কাব্য ১৯০৫), হযরত বেলালের জীবনী (প্রবন্ধ ১৯০৫), হযরত আমীর হামজার ধর্ম জীবন লাভ (কাব্য ১৯০৫), মদিনার গৌরব (কাব্য ১৯০৬), মোস্লেম বীরত্ব (কাব্য ১৯০৭), এসলামের জয় (প্রবন্ধ গ্রন্থ ১৯০৮), আমার জীবনী (আত্মজীবনী ১৯০৮-১০), বাজীমাত (কাব্য ১৯০৮), হযরত ইউসোফ (প্রবন্ধ গ্রন্থ ১৯০৮), খোতবা বা ঈদুল ফিতর (কাব্য ১৯০৮), বিবি কুলসুম (জীবনী ১৯১০) * উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ বাদে মীর মশাররফ হোসেন লিখিত অপর ১২ খানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলো হলঃ ভাই ভাই এইত চাই (প্রহসন ১৮৯৯), ফাঁস কাগজ (প্রহসন ১৮৯৯), এ কি! (প্রহসন। | ১৮৯৯), টালা অবিনয় (প্রহসন ১৮৯৯), পঞ্চনারী (কাব্য), প্রেম পারিজাত (কাব্য), বাঁধাখাতা (উপঃ। ১৮৯৯), নিয়তি কি অবনতি (উপঃ ১৮৯৯), রাজিয়া খাতুন (উপঃ ১৮৯৯), তহমিনা (উপঃ ১৮৯৯), গাজী মিয়ার গুলি (রম্যরচনা), বৃহত হীরক খনি (শিশু পাঠ)।

* ১৯১১ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর নিজ বাড়ী রাজবাড়ী জেলার পদমদী গ্রামে মীর মশাররফ হোসেন ইন্তিকাল করলে বিবি কুলসুমের কবরের পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

[টেকনিক: মীর মশাররফ হোসেন এর উপন্যাস: রত্নাবতী বিষাদসিন্ধুর পানে তাকিয়ে থাকা উদাসীন। পথিকের মনের কথা বুঝতে পেরে বাঁধা খাতাটি গাজি মিয়ার বস্তানীতে রাখলেন।]

কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫৯)

* কায়কোবাদ ১৮৫৭ (বর্তমানে বাংলাদেশ) ঢাকার জেলাতে নবাবগঞ্জ থানার অধীনে আগলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

* কায়কোবাদ ঢাকাতে পোগোজ স্কুল এবং সেইন্ট গ্রেগরী স্কুলে অধ্যয়ন করেন।

* ১৯৩২ সালে, তিনি কলকাতাতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলন-এর প্রধান অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

* কাব্যগ্রন্থ: বিরহ বিলাপ (১৮৭০)(এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ), কুসুম কানন (১৮৭৩), অশ্রুমালা (১৮৯৬), মহাশ্মশান (১৯04)(এটি তার রচিত মহাকাব্য), শিব মন্দির (১৯২১), অমিয় ধারা (১৯২৩), শ্মশানভষ্ম। (১৯২৪), মহররম শরীফ (১৯৩৩)(মহররম শরীফ' কবির মহাকাব্যোচিত বিপুল আয়তনের একটি কাহিনী কাব্য), শ্মশান ভসন (১৯৩৮) গোলাম মোস্তফা (১৮৫৭-১৯৬৪)

* তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে রক্তরাগ, হাসনাহেনা, বুলবুলিস্থান, বনি আদম, সাহারা।

* হযরত মোহাম্মদ (সা:) এর জীবনী 'বিশ্বনবী' তার শ্রেষ্ঠ রচনা।

আধুনিক যুগ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-বর্তমান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে, ১৮৬১-৭ আগস্ট, ১৯৪১)

* ১৯০১ সালে বোলপুরের শান্তি নিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামক বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন যা ১৯২১ সালে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

১৯১৩ সালের নবেম্বর মাসে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। একই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।

* ১৯১৫ সালে তদানীন্ত ভারত সরকার তাকে স্যার বা নাইট' উপাধি প্রদান করে। ১৯১৯ সালে তিনি নাইট উপাধি ত্যাগ করেন।

* ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯40 সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।

* রবীন্দ্রনাথ মোট (১২ + ১ টি অসমাপ্ত) টি উপন্যাস রচনা করেন উপন্যাস গুলো হলো– করুণা (অসমাপ্ত), বৌ ঠাকুরাণীর হাট (প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস), রাজর্ষি, শেষের কবিতা, ঘরে বাইরে, চার অধ্যায়, গোরা, চোখের বালি (বাংলা সাহিত্যে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস), নৌকাডুবি, যোগাযোগ, মালঞ্চ, দুইবোন, চতুরঙ্গ

* তার উল্লেখযোগ্য নাটক রুদ্রচন্ড, বাল্মীকি প্রতিভা (প্রথম প্রকাশিত নাটক), বসন্ত (নাটকটি তিনি নজরুলকে উৎসর্গ করেন), কালের যাত্রা, তাসের দেশ, শ্যামা, ডাকঘর, বিসর্জন, রাজ এবং রানী, রাজা, চিত্রাঙ্গদা, অচলায়তন, তাপসী, মুক্ত ধারা, অরুপরতন, নটির পূজা, রক্তকরবী, মালিনী।

* তার উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প হচ্ছে ভিখারিণী (প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প), সমাপ্তি, ক্ষুদিত পাষাণ, মনিহার, অতিথি।

* রবীন্দ্রনাথের মোট কাব্যগ্রন্থ ৫৬ টি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কবি–কাহিনী (প্রথম কাব্যগ্রন্থ), বনফুল, বলাকা, নবজাতক, শেষলেখা ।

* হিন্দু মেলার উপহার রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা।

* রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচেছ ভ্রমণকাহিনী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, জাভা যাত্রীর পত্র, জাপান যাত্রী, রাশিয়ার চিঠি, বাংলা ভাষার পরিচয়, শব্দতত্ত্ব, সভ্যতার সংকট, কালান্তর, স্বদেশ।

* রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী হলো আমার ছেলে বেলা, জীবনস্মৃতি।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

* তিনি বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক।

* তার উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে চার ইয়ারী কথা।

* তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে বীরবলের হালখাতা (বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতিতে লেখা প্রথম গ্রন্থ)। এটি সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

* তিনি বাংলা সাহিত্যে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী নামে পরিচিত। তিনি ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'জগত্তারিণী' পদক এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন।

* তিনি বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে বড়দিদি (এটি তার প্রথম উপন্যাস), শ্রীকান্ত (৪ খন্ডে রচিত এটি তার শ্রেষ্ঠ রচনা), পথের দাবী, গৃহদাহ, দেবদাস, শুভদা, চরিত্রহীন, দত্তা।

* তার রচিত নাটক হচ্ছে ষোড়শী, বিজয়া, রমা।

* তিনি নারীর মূল্য' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

* কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত ছোট গল্প 'মন্দির' তার প্রথম রচনা।

শরৎচন্দ্রের গল্পসমুহঃ বিলাসীর মেজদিদি বিন্দুর দুই ছেলে মহেশ ও পরেশ আর এক মেয়ে সতী মন্দিরের জমি নিয়ে মামলার ফলে তারা আজ কপর্দকশুন্য।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস মনে রাখার কৌশলঃ অরক্ষণীয় গৃহের ছবি দেখে কাশীনাথ শ্রীকান্তকে বললেন, "চরিত্রহীন দেবদাস পশুর সমান "। চ- চরিত্রহীন -দেব , পথের -র ,পণ্ডিতমশাই।-শু ,পরিণীতা।-প ,বিপ্রদাশ। -দাস ,দেনা পাওনা। ,দেবদাস দাবি, স-পল্লী সমাজা, মা-রামের সুমতি, ন-চন্দ্রনাথ।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)

* রায়নন্দিনী, তারাবাঈ তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

* তিনি অনল প্রবাহ নামক একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন যা ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে।

* তার রচিত মহাকাব্য হচ্ছে স্পেন বিজয়কাব্য।

* তুরস্ক ভ্রমণ তার রচিত প্রবন্ধ।

বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)

* তিনি ছিলেন মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম মহিলা সমিতি। ১২ তার রচিত উপন্যাস হচ্ছে অবরোধবাসিনী (লেখিকার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ; ১৯২৮), পদ্মরাগ, সুলতানার স্বপ্ন, ডিলিসিয়া হত্যা।

* তার রচিত প্রবন্ধ হচ্ছে মতিচুর (লেখিকার প্রথম গ্রন্থ)।

* বেগম রোকেয়ার স্বামীর নাম সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন।

* বেগম রোকেয়ার লেখা প্রকাশিত হতো মিসেস আর.এস.হোসেন নামে। *তাঁর অসাধারণ কীর্তি মুসলমান মেয়েদের জন্য "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল হাই স্কুল" প্রতিষ্ঠা।

* তাঁর রচিত ইংরেজি গ্রন্থের নাম Sultanas Dream

* বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রথম গ্রন্থের নাম মতিচুর (১ম খণ্ড ১৯০৪ সালে এবং ২য় খণ্ড ১৯২২ সালে প্রকাশিত)।

* বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)

* তিনি ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমিতে যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার করেন।

* তার গবেষণামূলক গ্রন্থ হচ্ছে বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলা সাহিত্যের কথা, ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।

*লেখকের অনুবাদগ্রন্থ হচ্ছে রুবাইয়াত ই ওমর খ্যায়াম।

এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১)

* ঐতিহাসিক উপন্যাস 'গ্রানাডার শেষ বীর' তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

* তার রচিত প্রবন্ধ হচ্ছে ভবিষ্যতের বাঙালী, জীবনের শিল্প।

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খা (১৮৯৪-১৯৭৮)

* আনোয়ার পাশা, কামাল পাশা, কাফেলা তার রচিত নাটক।

* 'ইস্তাম্বুলের যাত্রীর পত্র' তার ভ্রমণকাহিনী।

* তার গল্পগ্রন্থ হচ্ছে সোনার শিকল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

* উপন্যাসিক হিসেবেই তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার রচিত উপন্যাসগুলো হচ্ছে পথের পাচালী, আরণ্যক, অপরাজিত, অশনি সংকেত, অভিযাত্রিক।

* বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেনত ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ সালে, মাতুলালয়, মুরারিপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা।

* তিনি মূলত ছিলেনত ঔপন্যাসিক।

*শরৎচন্দ্র পরবর্তী বাংলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জনপ্রিয় কে ছিলেনত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম উপন্যাস হচ্ছেতপথের পাঁচালী (১৯২৯)।

* বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসগুলোর নামত পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিত (১৯৩১), দৃষ্টি প্রদীপ (১৯৩৫), আরণ্যক (১৯৩৮), আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০), দেব্যান (১৯৪৪), ইছামতী (১৯৪৯), অশনি সংকেত (১৯৫৯) ইত্যাদি।।

* পথের পাঁচালী উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন সত্যজিৎ রায়।

* পথের পাঁচালীর দ্বিতীয় খন্ড বলা হয় অপরাজিত (১৯৩১)।

* এই উপন্যাসের প্রধান কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখত অপু, দুর্গা, সর্বজয়া, হরিহর, অপর্ণা।

* ঋত্বিক ঘটক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করেন = অশনি সংকেত।

* বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ছোটগল্পগ্রন্থগুলোর নাম মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরীফুল (১৯৩২), যাত্রাবদল (১৯৩৪), কিন্নরদল (১৯৩৮)।

* বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)।

* বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পথের পাঁচালী উপন্যাসটি কোন কোন ভাষায় অনূদিত হয়েছে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায়।

* তিনি কোন উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেনত ইছামতী (১৯৪৯)।

*তাঁর কোন উপন্যাসে অরণ্যচারী মানুষের জীবন প্রাধান্য পেয়েছেত আরণ্যক (১৯৩৮)।

* বিভূতিভূষনের উপন্যাসে কী গুরুত্বের সঙ্গে এসেছে? = প্রকৃতি ও দরিদ্র মানুষের জীবন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেনত ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ সালে।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮–১৯৭৯)

* তার রচিত উপন্যাস হচ্ছে আবে হায়াত, জীবনক্ষুধা, সত্যমিথ্যা।

* তার রচিত রম্যরচনা (গল্প) হচ্ছে আয়না, ফুড কনফারেন্স, আসমানী পর্দা, গ্যালিভারের সফরনামা।

* তার রচিত প্রবন্ধ হচ্ছে আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (আত্মজীবনী), পাক বাংলার কালচার।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

* রূপসী বাংলার কবি, নির্জনতার কবি, তিমির হননের কবি, ধূসরতার কবি এবং তিরিশের দশকের তথাকথিত জনবিচ্ছিন্ন কবি প্রভৃতি নামে তিনি পরিচিত।

*তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে ঝরা পালক (তার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ), ধূসর পান্ডলিপি, সাত তারার তিমির, বেলা অবেলা কালবেলা, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী।

* মাল্যবান, সতীর্থ তার রচিত উপন্যাস।

* তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে কবিতার কথা, কেন লিখি।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

* জন্ম: ২৫শে মে ১৮৯৯ (১১ ই জৈষ্ঠ ১৩০৬ বাংলা)

* জন্মস্থান: পশ্চিম বাংলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে।

* নজরুল বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি নামে পরিচিত

* কাজী নজরুল বাংলাদেশের রণসঙ্গীতের রচয়িতা। রণসঙ্গীত হিসাবে মূল কবিতাটির ২১ চরণ গৃহীত।

* ভারত থেকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আনা হয় ২৪শে মে ১৯৭২

* বিদ্রোহী প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে বিজলী পত্রিকায়

* অগ্নিবীনা প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান ১৯৭৪

* কাজী নজরুলের প্রথম উপন্যাস: বাধন হারা, কবিতা: মুক্তি, কাব্য; অগ্নিবীণা, ছোট গল্প: হেনা,

* নাটক: ঝিলিমিলি, প্রবন্ধ গ্রন্থ: যুগবাণী(1921), প্রবন্ধ: তুর্কি মহিলার ঘোমটা খোলা

* প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম: ব্যথার দান (প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯২২)।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* প্রথম প্রকাশিত রচনার নাম: বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী (প্রকাশ: জ্যেষ্ঠ ১৩২৬; সওগাত)।

* প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম: বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী (প্রকাশ: জ্যেষ্ঠ ১৩২৬)।

* প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম: ব্যথার দান (প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯২২)।

* প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম: অগ্নি-বীণা (সেপ্টেম্বর, ১৯২২)।

* প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম: বাঁধনহারা (১৯২৭)।

* প্রথম বাজেয়াপ্ত গ্রন্থের নাম: বিষের বাঁশী (প্রকাশ: আগষ্ট ১৯২৪ বাজেয়াপ্ত: ২৪ অক্টোবর ১৯২৪)।

* মোট ৫টি গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়: বিশের বাঁশী, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু, যুগবাণী।

* নজরুল রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে অগ্নি–বীণা(১৯২২)(কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ), বিষের বাঁশি (১৯২৪), ভাঙার গান (১৯২৪), সাম্যবাদী (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), ফণি–মনসা (১৯২৭), জিঞ্জির। . (১৯২৮), সন্ধ্যা (১৯২৯), প্রলয় শিখা (১৯৩০), সঞ্চিতা, মরুভাস্কর, চিত্তনামা, ছায়ানট, দোলন চাপা, চক্রবাক, সিন্ধু হিন্দোল, ঝিঙে ফুল।

* উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে ব্যথার দান (প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ), রিক্তের বেদন, শিউলিমালা।

* তার রচিত উপন্যাস হচ্ছে বাধনহারা (প্রথম উপন্যাস), মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা।

* তার রচিত নাট্যগ্রন্থ হচ্ছে ঝিলিমিলি (প্রথম নাট্যগ্রন্থ), পুতুলের বিয়ে, আলেয়া, মধুমালা।

* লেখকের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ হচ্ছে যুগবাণী (প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ), রাজবন্দীর জবানবন্দী, দুর্দিনের যাত্রী।

* কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকাঃ লাঙ্গল, ধূমকেতু, নবযুগ।

* নজরুলের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা: দশ বছর বয়সে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯০৯) হন এরপর ১৯১৪ সালের ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে, ১৯১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ শিয়ারশোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

এই স্কুল থেকে ১৯১৭ সালে দশম শ্রেণী প্রি-টেস্ট পরীক্ষার সময় লেখাপড়া অসমাপ্ত রেখে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।

* বার বছর বয়সে তিনি লেটোর দলে যোগ দেন এবং 'পালা গান রচনা করেন।

* রবীন্দ্রনাথ তাঁর বসন্ত গীতিনাট্য নজরুলকে উৎসর্গ করেন।

* রক্তাম্বরধারিনী মা কবিতা রচনার জন্য কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীনা' কাব্য নিষিদ্ধ হয়

* অগ্নি-বীণার প্রথম কবিতা প্রলয়োল্লাস।

* জীবনভিত্তিক কাব্যগুলো হলো: 'চিত্তনামা'(১৯২৫)[দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ] ও মরু-ভাস্কর (১৯৫০)[হযরত মুহাম্মদ (সঃ)]।

* বিখ্যাত গল্পগ্রন্থগুলোর নাম: ব্যথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলিমালা (১৯৩১)।

* সংগীত বিষয়ক গ্রন্থাবলীর নামগুলি হলো: চোখের চাতক, নজরুল গীতিকা, সুর সাকী, বনগীতি প্রভৃতি।

* তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত সরকার কর্তৃক যথাক্রমে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৪৫) ও পদ্মভূষণ (১৯৬০) পদক দেয়া হয়?

* বিবিসির বাংলা বিভাগ কর্তৃক জরিপকৃত (২০০৪) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় নজরুলের স্থান: তৃতীয়।

* বাল্যকালঃ-তিনি দুখু মিয়া নামে পরিচিত ছিলেন।

* কাজী নজরুল ইসলামের লেখা নাটকগুলি হল: ঝিলমিলি, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে

* কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদ গ্রন্থের নাম: রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১৯৩০) ও রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (১৯৬০)।

* কাজী নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতাটি প্রথম লাঙ্গল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

*নজরুল ইসলামের কবিতা সর্বপ্রথম বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* তিনি মৃত্যুবরণ করেন : ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬; ১২ ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

জসিম উদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬)

* কবির রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে রাখালী (কবির প্রথম গ্রন্থ), নকশী কাথার মাঠ (কবির শ্রেষ্ঠ রচনা), সোজন বাদিয়ার ঘাট, বালুচর, মাটির কান্না, রূপবতী, মা যে জননী কান্দে, ধানক্ষেত, সূচয়িনী।

* লেখকের নাটকগুলো হচ্ছে বেদের মেয়ে, পল্লীবধূ, মধুমালা, পদ্মপার, গ্রামের মায়া।

* বোবা কাহিনী জসিম উদ্দীন রচিত উপন্যাস।

* চলে মুসাফির, যে দেশে মানুষ বড়, হলদে পরীর দেশ লেখকের ভ্রমণকাহিনী মূলক গ্রন্থ।

[টেকনিক: জসীমউদ্দিনের কাব্য: হলুদ বরণীর দেশে হাসু ডালিমকুমার, সখিনা ও সূচয়নী ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে একপয়সার বাঁশি বাজিয়ে ধানক্ষেতের বালুচরে মাটির তৈরি কবর জলে লেখা নকশীকাঁথার কাফন মুড়িয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে এসে রাখালির মা পল্লীজননী রঙ্গিলা নায়ের মাঝির জন্য কাঁদতে লাগল।]

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)

* তার রচিত উপন্যাস হচ্ছে অবিশ্বাস্য, শবনম। দেশে বিদেশে তার বিখ্যাত ভ্রমনকাহিনী।

* তার উল্লেখযোগ্য রম্যগল্প হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র, চাচা কাহিনী, ময়ূরকণ্ঠী, টুনিমেম ।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

* রবীন্দ্রনাথের পর বুদ্ধদেব বসুকে 'সব্যসাচী লেখক' বলা হয়।

* তার রচিত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী।

* তার উল্লেখযোগ্য কাব্যনাট্য হচ্ছে তপস্বী ও তরঙ্গিনী, কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ ।

* নির্জন স্বাক্ষর, জঙ্গম, তিথিডোর বুদ্ধদেব রচিত উপন্যাস।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

* মার্কসবাদী উপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার রচিত উপন্যাস হচ্ছে জননী, পদ্মা নদীর মাঝি, নুতুল নাচের ইতিকথা, দিবারাত্রির কাব্য।

* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন = ১৯ মে, ১৯০৮ সালে, ভারতের বিহারে।

* তিনি মূলত ছিলেনতকথাসাহিত্যিক।

* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত প্রথম গল্পের নাম এবং যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ত অতসী মামী. বিচিত্রা পত্রিকা (পৌষ সংখ্যা-১৩৩৫)

* যৌনাকাঙ্খর সঙ্গে উদর পূর্তির সমস্যা ভিত্তিক তাঁর রচনার নাম পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬)।

* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গল্পগুলোর নাম

উপন্যাস : জননী (১৯৩৫) দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), শহরতলী (১৯৪০), অহিংসা (১৯৪১), শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১), স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১), আরোগ্য (১৯৫৩) ইত্যাদি।

গল্পগ্রন্থ: অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩) ইত্যাদি।

* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নামত জননী (১৯৩৫)। - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নামত অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫)।

* শশী ও কুসুম কোন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীত পুতুলনাচের ইতিকথা।

* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে 'পদ্মানদীর মাঝি' চলচ্চিত্রটি কে পরিচালনা করেন গৌতম ঘোষ।

* 'পদ্মা নদীর মাঝি' গ্রন্থের রচয়িতা কে? কোন জাতীয় গ্রন্থ এবং কত সালে প্রকাশিত = মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাস ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত।

* 'প্রাগৈতিহাসিক' এবং ফেরিওয়ালা' গল্পগ্রন্থ দুটির রচয়িতাত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

* 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এবং 'শহর বাসের ইতিকথা' উপন্যাস দুটির রচয়িতাত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

* তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬; কলকাতা।

RASUL ISLAM HRIDOY

সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)

* তার রচিত কাব্য গ্রন্থ হচ্ছে সাঝের মায়া, মায়া কাজল, উদাত্ত পৃথিবী, অভিযাত্রিক।

* লেখিকার শিশুতোষ গ্রন্থ হচ্ছে ইতল বিতল, নওল কিশোরের দরবারে।

* কেয়ার কাটা (লেখিকার প্রথম গ্রন্থ) লেখিকার গল্পগ্রন্থ।

* লেখিকার আত্নজীবনী হচ্ছে একালে আমাদের কাল।

আহসান হাবীব (১৯১৭-০০০০)

* তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে রাত্রিশেষ, ছায়া হরিণ, সারা দুপুর, আশায় বসতি, মেঘ বলে চৈত্রে যাব।

* তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে অরণ্যে নীলিমা, রানী খালের সাকো।

শওকত ওসমান (১৯১৭)

* শওকত ওসমান জন্মগ্রহণ করে১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি, ভারতের হুগলি।

* শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান।

* তিনি মূলত পরিচিত কথাসাহিত্যিক।

<u>শওকত ওসমানের প্রকাশিত প্রধান গ্রন্থ</u>

প্রবন্ধঃ সংস্কৃতির চড়াই উত্রাই (১৯৮৫), মুসলিম মানসের রূপান্তর (১৯৮৬)।

উপন্যাসঃ ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), সমাগম (১৯৬৭), চৌরসন্ধি (১৯৬৮), রাজা উপাখ্যান (১৯৭০৯), জাহান্নাম হইতে বিদায় (১৯৭১), দুই সৈনিক (১৯৭৩), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), রাজসাক্ষী (১৯৮৫), জলাংগী (১৯৮৬), পুরাতন খঞ্জর (১৯৮৭)।

গল্পঃপিঁজরাপোল (১৩৫৮), পুনা আপা ও অন্যান্য গল্প (১৩৫৯), প্রস্তর ফলক (১৯৬৪), উভশৃঙ্গ (১৩৭৫), ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৯০) ইত্যাদি।

নাটকঃ আমলার মামলা (১৯৪৯), তস্কর ও লস্কর (১৯৫৩), বাগদাদের কবি (১৩৫৯), পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা (১৯৯০)।

RAISUL ISLAM HRIDOY

শিশুতোষঃ ওটেন সাহেবের বাংলো (১৯৪৪), তারা দুই জন (১৯৪৪), ক্ষুদে সোশালিস্ট (১৯৭৩)।

* শওকত ওসমানের ১৯৪৬ সালে দৈনিক আজাদের সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'বনি আদম'।

* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম পুস্তক জননী (১৯৬১)।

* তিনি পুরস্কার লাভ করেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), আদমজি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬), একুশে পদক (১৯৮৩), ফিলিপস পুরস্কার (১৯১১)।

* কোন গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁকে আদমজি পুরস্কার দেয়া হয় = ক্রীতদাসের হাসি।

* কোন গ্রন্থের জন্য তিনি ফিলিপস পুরস্কার লাভ করেন = ঈশ্বরে প্রতিদ্বন্দ্বী গল্পগ্রন্থের জন্য।

* শওকত ওসমানের কালোত্তীর্ণ উপন্যাস ক্রীতদাসের হাসি। প্রতীকশ্রয়ী উপন্যাস।

* শওকত ওসমানের প্রথম উপন্যাস বনি আদম (১৯৪৩)।

* জননী ও ক্রীতদাসের হাসির ইংরেজি অনুবাদ কোথা থেকে প্রকাশিত হয় ওমসান জামালকৃত জননী (ইংরেজিতেও একই নাম রাখা হয়েছে) অক্সফোর্ড (১৯৯৩) ও কবীর চৌধুরীকৃত এ শ্লেভ লাফস (১৯৭৬) দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়।

* 'টাইম মেশিন' শওকত ওসমানের কোন জাতীয় রচনা অনুবাদ গ্রন্থ।

* শওকত ওসমানের তিনটি গল্প গ্রন্থের নাম প্রস্তর ফলক', সাবেক কাহিনী এবং 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প'।

* শওকত ওসমানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাম করুন বনি আদম, জননী, ক্রীতদাসের হাসি ইত্যাদি।

* ক্রীতদাসের হাসি কোন জাতীয় রচনা প্রতীকধর্মী ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত।

* 'আমলার মামলা এবং 'করের মনি কোন জাতীয় রচনা নাটক।

* 'ওয়েটন সাহেবের বাংলা' কোন জাতীয় রচনা কিশোর গ্রন্থ,

* তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৯৯ সালে।

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)

আবু নয়ীম মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী (জন্ম:২৭শে নভেম্বর, ১৯২৫ - মৃত্যু:১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১) একজন বাংলাদেশী শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক, ভাষাবিজ্ঞানী এবং শহীদ বুদ্ধিজীবী

RAISUL ISLAM HRIDOY

* তৎকালীন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন।

* তাঁর পৈত্রিক নিবাস নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানাধীন গোপাইরবাগ গ্রামে। ১৯৫৪ সালের ১৫ই নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন।

* মুনীর চৌধুরী ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে বাংলা টাইপরাইটারের জন্য। উন্নতমানের কী-বোর্ড উদ্ভাবন করেন, যার নাম মুনীর অপটিমা।

* মুনীর চৌধুরী ১৯৫৩ সালে কারাবন্দী অবস্থায় কবর নাটকটি রচনা করেন।

* মীর মানস (১৯৬৫) প্রবন্ধ সংকলনের জন্য দাউদ পুরস্কার এবং পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে লেখা। সাংবাদিকতাসুলভ রচনা-সংকলন রণাঙ্গন (১৯৬৬)-এর জন্য সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধি লাভ করেন।

* ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর মুনীর চৌধুরীকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের সহযোগী আল-বদর বাহিনী তাঁর বাবার বাড়ি থেকে অপহরণ করে ও সম্ভবত ঐদিনই তাঁকে হত্যা করে।

উল্লেখযোগ্য রচনাবলিঃ-

নাটক: রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২) [পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনী এর মূল উপজীব্য। নাটকটির জন্য তিনি ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান।], চিঠি (১৯৬৬), কবর (১৯৬৬) {নাটকটির পটভূমি হলো ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন।}, দণ্ডকারণ্য (১৯৬৬), পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য (১৯৬৯)

অনুবাদ নাটক: কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৬৯); জর্জ বার্নার্ড শ-র You never can tell-এর বাংলা অনুবাদ, রূপার কৌটা (১৯৬৯); জন গলজওয়র্দি-র The Silver Box-এর বাংলা অনুবাদ, মুখরা রমণী বশীকরণ (১৯৭০); উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের Taming of the shrew-এর বাংলা অনুবাদ

প্রবন্ধ গ্রন্থ: ড্রাইডেন ও ডি.এল. রায় (১৯৬৩, পরে তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত), মীর মানস (১৯৬৫), রণাঙ্গন (১৯৬৬) (সৈয়দ শামসুল হক ও রফিকুল ইসলামের সাথে একত্রে), তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯), বাংলা গদ্যরীতি (১৯৭০)।

অন্যান্য: An Illustrated Brochure on Bengali Typewriter (1965)

* ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী থেকে আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় চার খণ্ডে মুনীর চৌধুরী রচনাবলী প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড (১৯৮২) মৌলিক নাট্যকর্ম, দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৮৪) অনুবাদমূলক নাট্যকর্ম, তৃতীয় খণ্ডে (১৯৮৪) সমালোচনামূলক গ্রন্থাবলি এবং চতুর্থ খণ্ডে (১৯৮৬) ছোটগল্প, প্রবন্ধ, পুস্তক সমালোচনা ও আত্মকথনমূলক রচনা প্রকাশিত হয়।

পুরস্কার: বাংলা একাডেমী পুরস্কার (নাটক), ১৯৬২; দাউদ পুরস্কার (মীর মানস গ্রন্থের জন্য) ১৯৬৫, সিতারা-ই-ইমতিয়াজ (১৯৬৬)

[টেকনিক: মুনীর চৌধুরীর নাটক: মুখরা রমণীর শয়ন কক্ষে রুপার কৌটায় রাখা দন্ডকারণ্যের রক্তাক্ত প্রান্তরে কবরে শায়িত এক যোদ্ধার চিঠির বিষয়ে ঘরের কেউ কিছু বলতে পারে না।]

শহীদুল্লাহ্ কায়সার (১৯২৭-

* শহীদুল্লাহ কায়সার জন্মগ্রহণ করেন ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭; ফেনীতে।

* তিনি মূলত পরিচিত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক।

* জহির রায়হানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সহোদর ভাই।

* কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন ১৯৫২।

* তিনি কোন পত্রিকায় যোগদানের মধ্যদিয়ে সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন সাপ্তাহিক ইত্তেফাক।

* তিনি কোন শিরোনামে উপসম্পাদকীয় রচনা করেন রাজনৈতিক পরিক্রমা, বিচিত্র কথা।

* তিনি কোন দুটি উপন্যাস লিখে খ্যাত সারেং বৌ (১৯৬২), সংশপ্তক (১৯৬২)।

* 'রাজবন্দীর রোজনামচা' নামক তাঁর স্মৃতিকথা কবে প্রকাশিত ১৯৬২ সালে।

* তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের নাম পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬)।

* তিনি পুরস্কার লাভ করেন আদমজি পুরস্কার (১৯৬২), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২)।

* 'পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ শহীদুল্লাহ কায়সারের কোন জাতীয় রচনা ভ্রমণ কাহিনী।

* 'রাজবন্দীর রোজনামচা' কে রচনা করেছেন এবং এটি কোন জাতীয় রচনা? = শহীদুল্লাহ কায়সার, কারা কাহিনী।

* 'সারেং বউ, এবং 'সংসপ্তক' কোন জাতীয় রচনা উপন্যাস।

* তিনি কত সালে কিভাবে মারা যান ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসর আলবদর বাহিনীর সদস্যগণ তাঁর ঢাকার কায়েতটুলির বাসভবন থেকে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরপর তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

শামসুর রাহমান (১৯২৯-

* শামসুর রাহমান জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর, বিক্রমপুরের পাড়াতলি গ্রামে।

* তিনি মূলত পরিচিত রোমান্টিক আধুনিক কবি।

* তার দুটি বিখ্যাত কবিতার নাম স্বাধীনতা তুমি, তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা।

* শামসুর রাহমানের উল্লেখযোগ্য

গ্রন্থ কবিতাঃ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর ৬৫টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০), রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭), বন্দী শিবির থেকে (১৯৭২), এক ধরনের অহংকার (১৯৭৫), শূন্যতায় তুমি শোকসভা (১৯৭৭), এক ধরনের শোকসভা (১৯৭৭), বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে (১৯৭৭), উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ (১৯৮২), যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে (১৯৮৪), অবিরল জলাভূমি (১৯৮৬), এক ফোঁটা কেমন অনল (১৯৮৬), বুক তাঁর বাংলাদেশের হৃদয় (১৯৮৮), হরিণের হাড় (১৯৯৩), উজাড় বাগানে (১৯৯৫), সৌন্দর্য আমার ঘরে (১৯৯৮), স্বপ্নে ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি (১৯৯৯), শুনি হৃদয়ের ধ্বনি (২০০০), ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি (২০০২), ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুকছে (২০০৩), কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিকে (২০০৪), গোরস্থানে কোকিলের করুণ আহবান (২০০৫), অন্ধকার থেকে আলোয় (২০০৬), না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন (২০০৬),

উপন্যাসঃ মোট ৪টি উপন্যাস লিখেছেন: অক্টোপাস (১৯৮৩), অদ্ভুত আঁধার এক (১৯৮৫), নিয়ত মন্তাজ (১৯৮৫), এলো সে অবেলায় (১৯৯৪।

প্রবন্ধঃ আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ (১৯৮৬), কবিতা এক ধরনের আশ্রয় (২০০২)।

আত্মস্মৃতিঃ স্মৃতির শহর (১৯৭৯), কালের ধুলোয় লেখা (২০০৪)।

* শামসুর রাহমানের একটি শিশু সাহিত্যের নাম ধান ভানলে কুঁড়ো দেব।

* ' কত সালে শামসুর রাহমান আদমজী পুরস্কার এবং জীবনানন্দ দাশ পুরস্কার লাভ করেন যথাক্রমে ১৯৬৩ সালে এবং ১৯৭৩ সালে।

* শামসুর রাহমানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নামঃ বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, বিধ্বস্ত নীলিমা, ফিরিয়ে দাও ঘাতক কাঁটা, মাতাল ঋত্বিক ইত্যাদি।

* 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি শামসুর রাহমানের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত = শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

* 'বন্দী শিবির থেকে কোন জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন = আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।

* শামসুর রাহমান কত সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং মিতশুবিসি (জাপান) পুরস্কার লাভ করে যথাক্রমে ১৯৬৯ এবং ১৯৮২ সালে।

* শামসুর রাহমানের আত্মজীবীমূলক গদ্য রচনা = স্মৃতির শহর।

* শামসুর রাহমানের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নামঃ বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে, মাতাল ঋত্বিক, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা।

* শামসুর রাহমানের অনুবাদ গ্রন্থ ফ্রস্টারের কবিতা।

* তিনি পুরস্কার লাভ করেনআদমজি পুরস্কার (১৯৬৩), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৯), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯১)।

* শামসুর রাহমান মৃত্যুবরণ করেন ২০০৬ সালের ১৭ইং আগস্ট সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ(১৯৩২-

* আলাউদ্দিন আল আজাদ জন্মগ্রহণ করেন-১৯৩২ সালের ৬ মে, নরসিংদী জেলার রামনগর গ্রামে।

* আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ও ধরন হচ্ছে- জেগে আছি (১৯৫০), গল্পগ্রন্থ।

* আলাউদ্দিন আল আজাদের উল্লেখযোগ্য গল্পসমূহের নাম-

কাব্যগ্রন্থ : মানচিত্র (১৯৫০), ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ (১৯৬২),

গল্পগ্রন্থ: জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১), মৃগনাভি (১৯৫৩), শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন (১৯৬২), কর্ণফুলি (১৯৬২), ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪), বিশৃঙ্খলা (১৯৯৭) ইত্যাদি।

* যে কবিতাটি লিখার জন্য তিনি জনপ্রিয়, তার নাম-স্মৃতিস্তম্ভ।

* 'স্মৃতিস্তম্ভ' কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত- মানচিত্র।

* আলাউদ্দিন আল আজাদের কোন উপন্যাসটি বসুন্ধরা' নামে চলচ্চিত্রায়িত হয়ে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে- তেইশ নম্বর তৈলচিত্র। ১৯৭৭ সালে পুরস্কার পায়।

* আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ছোটগল্প হচ্ছে- ছাতা।

* আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম প্রকাশিত কাব্য -মানচিত্র (১৯৬১)।

* আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম প্রকাশিত নাটক-মরক্কোর জাদুকর (১৯৫৮)।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' গ্রন্থটি কে রচনা করেছেন? কোন জাতীয় গ্রন্থ?- আলাউদ্দিন আল আজাদ, উপন্যাস।

* 'সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু' কোন জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন- প্রবন্ধ গ্রন্থ, আলাউদ্দিন আল আজাদ।

* মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত আলাউদ্দিন আল আজাদের গ্রন্থের নাম- ফেরারী ডায়েরী।

* শিল্পীর সাধনা এবং লেলিহান পান্ডুলিপি' আলাউদ্দিন আল আজাদের কোন জাতীয় রচনা- 'শিল্পীর সাধনা' এবং লেলিহান পান্ডুলিপি : কাব্যগ্রন্থ।

* আলাউদ্দিন আল আজাদের দুটি উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম – মায়াবী প্রহর এবং ইহুদীর মেয়ে।

* 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' এর রচয়িতা কে এবং এটি কোন জাতীয় গ্রন্থ- আলাউদ্দিন আল আজাদ, উপন্যাস।

* উপজাতীয়দের জীবন চরিত্র নিয়ে রচিত আলাউদ্দিন আল আজাদের গ্রন্থটির নামত এটি কোন জাতীয় গ্রন্থ- কর্ণফুলী, উপন্যাস।

* আলাউদ্দিন আল আজাদ যে পুরস্কার লাভ করেন- বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৪), ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৫), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৭৭)।

জহির রায়হান (১৯৩৫)

* জহির রায়হান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন- ১৯ আগষ্ট, ১৯৩৫ সালে, ফেনীতে।

* জহির রায়হান মূলত কী- কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক।

* তিনি কোন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন- ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে।

* তিনি কখন চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন- ১৯৫৬-র শেষের দিকে।

* জহির রায়হানের প্রথম পরিচালিত ছবি-কখনো আসেনি (১৯৬১)।

* জহির রায়হানের পরিচালিত অন্য ছবিগুলো-সোনার কাজল (১৯৬২), কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩), বাহানা (১৯৬৫), বেহুলা (১৯৬৬), আনোয়ারা (১৯৬৭), সঙ্গম (১৯৬৪), জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০) ইত্যাদি।

* তিনি বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার যে প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছেন তার নাম - Stop Genocide.

* তিনি তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তানে প্রথম কোন রঙিন ছবি সৃষ্টি করেন- সঙ্গম (টেকনিকালার)।

* জহির রায়হানের সৃষ্ট প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি- বাহানা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* জহির রায়হানের কোন ছবিটি শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে নিগার পুরস্কার লাভ করে- কাঁচের দেয়াল।

* জহির রায়হানের কোন গল্পটি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করা হয়- একুশের গল্প।

* জহির রায়হানের আসল নাম- মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ।

* জহির রায়হানের প্রথম গল্প-সূর্য গ্রহণ (১৯৫৫)।

* জহির রায়হানের রচিত উপন্যাসগুলোর নাম- হাজার বছর ধরে (১৩৭১), আরেক ফাল্গুন (১৩৭৫), বরফ গলা নদী (১৩৭৬), আর কত দিন (১৩৭৭), শেষ বিকেলের মেয়ে (১৩৬৭), আর কত দিন। (১৩৭৭), কয়েকটি মৃত্যু (১৩৮২) ও তৃষ্ণা (১৩৬২)।

* তাঁর রচিত সুপরিচিত গল্পগ্রন্থটির নাম- সূর্যগ্রহণ (১৩৬২)।

* তিনি আদমজি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন- হাজার বছর ধরে উপন্যাস রচনার জন্য (১৯৬৪)।

* তিনি বাংলা একাডেমী থেকে কী পুরস্কার লাভ করেন- উপন্যাসের জন্যে মরণোত্তর সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭২)।

* ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত জহির রায়হানের গ্রন্থটির নাম- আরেক ফাল্গুন।

* 'সূর্যগ্রহণ' গল্পটি কে রচনা করেন- জহির রায়হান।

* 'স্টপ জেনোসাইড' এবং জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্র দুটোর নির্মাতা হচ্ছে- জহির রায়হান।

* তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭২ এর ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে নিখোঁজ হন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

* বাংলাদেশের কথা সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পথিকৃৎ = সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

* সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কর্মজীবন শুরু হয় = কলকাতায় সাংবাদিক হিসেবে।

* সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসঃ লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)।

* সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্পগ্রন্থঃ নয়নচারা (১৯৫১), দুই তীর (১৯৬৫), গল্পসমগ্র (১৯৭২)।

* সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটকঃ বহিপীর (১৯৬০), সুরঙ্গ (১৯৬৪), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৬)।

* সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন = ১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর প্যারিসে।

* সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আদমজী পুরষ্কার পান = "দুই তীর ও অন্যান্য গল্প" রচনা করার জন্য (১৯৬৫ সালে)।

* তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ = "নয়নচারা" (১৯৫১)।

* তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস = লালসালু (১৯৪৮)।

* "লালসালু উপন্যাসটি অনূদিত হয় = ২ টি ভাষায় (ইংরেজি ও ফারসি)।

* "লালসালু উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদকৃত গ্রন্থের নাম = Tree Without Roots (১৯৬৭)।

* "লালসালু উপন্যাস রচনা করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন।

* সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান = ১৯৬১ সালে।

আবুজাফর শামসুদ্দীন

* আবুজাফর শামসুদ্দীন সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন = ৫০ বছর।

* "ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান" উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় = ১৯৬৩ সালে।

* তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান = ১৯৬৮ সালে।

* ' আবুজাফর শামসুদ্দীন মৃত্যুবরণ করেন = ২৪শে আগস্ট ১৯৮৮ সালে ঢাকায়।

হুমায়ুন আহমেদ

* তাঁর পৈত্রিক নিবাস = কুতুবপুর গ্রাম, কেন্দুয়া থানা, নেত্রকোনা।

* হুমায়ুন আহমেদ মূলত পরিচিত = ঔপন্যাসিক হিসেবে।

* হুমায়ুন আহমেদের -১ম প্রকাশিত উপন্যাস — নন্দিত নরকে।

* তাঁর অপূর্ব সাহিত্যকর্ম = "শঙ্খনীল কারাগার"।

* তাঁর সৃষ্ট আশ্চর্য চরিত্র — "মিসির আলী"।

* মিসির আলীর আখ্যান নিয়ে লেখা গ্রন্থ — "মিসির আলী অমনিবাস"।

* তাঁর পরিচালিত "আগুনের পরশমণি" ছবিটি ৮ টি শাখায় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে।

* তিনি "একুশে পদক" পান = ১৯৯৪ সালে।

* হুমায়ুন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন * হুমায়ুন আহমেদ আমেরিকার নর্থ ডাকোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিমার কেমিস্ট্রি বিষয়ের উপর পি.এইচ.ডি.ডিগ্রী লাভ করেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

* হুমায়ুন আহমেদ মৃত্যুবরণ করেন = ১৯শে জুলাই ২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বেলভিউ হাসপাতালে

আধুনিক যুগ: প্রশ্ন-উত্তর

1) বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য ধারার অন্যতম মহাকবি? = মাইকেল মধুসুদন দত্ত।

2) বাংলা সাহিত্যে গীতিকাব্য ধারার প্রথম কবি? = বিহারীলাল চক্রবর্তী।

3) উনিশ শতকের নাট্য সাহিত্য ধারার অন্যতম রূপকার? = মাইকেল মধুসুদন দত্ত।

4) বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস কোনটি? = আলালের ঘরের দুলাল।

5) 'আলালের ঘরের দুলাল' এর রচয়িতা কে? = প্যারীচাদ মিত্র।

6) বাংলা উপন্যাস সাহিত্য ধারার জনক? = বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

7) রোমান্টিক প্রনয় উপাখ্যান ধারার অন্যতম কবি = শাহ মুহাম্মদ সগীর।

8) রোমান্টিক প্রণয় উপখ্যান ধারার অন্যতম গ্রন্থ? — ইউসুফ- জুলেখা।

9) মঙ্গলকাব্যর ধারার অন্যতম কবি? = মুকুন্দরাম।

10) বাংলা সাহিত্য ছোটগল্পের প্রকৃত জনক? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

11) বাংলা সাহিত্য কথ্যরীতির প্রবর্তক কে? = প্রমথ চৌধুরী।

12) ছোটগল্পের আরম্ভে ও উপসংহারে কোন গুনটি প্রধান? = নাটকীয়তা ।

13) বাংলা ভাষায় প্রথম সামাজিক নাটক কোনটি ? = কুলীনকুল সর্বস্ব।

14) বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক ও নাট্যকার কে? = ভদ্রার্জুন- তারাচরণ সিকদার।

15) বাংলা সাহিত্যর প্রথম সার্থক নাট্যকার কে? = মাইকেল মধুসুদন দত্ত।

16) বাংলা সাহিত্যর প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক কোনটি ? = কৃষ্ণকুমারী।

17) বাংলা সাহিত্যের প্রথম মূদ্রিত গ্রন্থ কোনটি? = 'কথোপকথন'।

18) কথোপকথন' এর রচয়িতা কে? = উইলিয়াম কেরি।

19) ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি? = নীল দর্পন।

20) গাজীকালু ও চম্পাবতী' কোন ধরনের সাহিত্য? = পুঁথি সাহিত্য।

RAISUL ISLAM HRIDOY

21) বাংলাদেশের লোক সাহিত্যের বিখ্যাত গবেষক কে? = আশরাফ সিদ্দিকী।

22) কোরআন শরীফ প্রথম বাংলায় অনুবাদ কে করেন? = ভাই গিরিশচন্দ্র সেন।

23) বাংলা সনেটের জনক কে? = মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

24) সনেটের জনক কে? = ইটালীর পেত্রাক।

25) রূপকথা কে সংগ্রহ করেছিলেন? = দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

26) আব্দুল কাদেরের প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? = দিলরুবা

27) আলো ও ছায়া কাব্যগ্রন্থের রচিয়তা কে? কামিনী রায়

28) আবোল তাবোল কার রচনা? সুকুমার রায়।

29) আহসান হাবিবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? = রাত্রি শেষ

30) আহসান হাবিবের বিখ্যাত উপন্যাস কোনটি? = অরণ্য নীলিমা

31) হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় রচিত মহাকাব্যর নাম কি? = বৃত্রসংহার

32) লালন ফকির নাটকের নাট্যকার কে? = কল্যান মিত্র

33) সিরাজদ্দৌলা নাটকের নাট্যকার কে? = গিরিশ চন্দ্র

34) অশ্রুমালা কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? = কায়কোবাদ।

35) অভিজ্ঞান শকুনন্তলম এর রচয়িতা কে? = ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

36) প্রভাবতী সম্ভাষণ এর রচয়িতা কে? = ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

37) বেতাল পঞ্চবিংশগতি রচনা করেন কে? = ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

38) শকুন্তলা গ্রন্থের রচয়িতা কে? = ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

39) অপরাজিতা গ্রন্থটির লেখক কে? = বিভুতিভূষন

40) আত্মঘাতি বাঙ্গালী এর রচয়িতা কে? = নীরদ চন্দ্র চৌধুরী।

41) অনল প্রবাহ ও রায় নন্দিনী কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? = ইসমাইল হোসেন সিরাজী

42) ইসমাইল হোসেন সিরাজী যে কাব্যগ্রন্থের জন্য কারাবরণ করেন তার নাম কি? = অনল প্রবাহ

43) সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জন্মস্থান কোথায়? = সিরাজগঞ্জ

44) আবদুল্লহ উপন্যাসটি কে রচনা করেন? = কাজী ইমদাদুল হক

45) নবী কাহিনী গ্রন্থের রচয়িতা কে? = কাজী ইমদাদুল হক

RAISUL ISLAM HRIDOY

46) আবার আসিব ফিরে কবিতাটির রচয়িতা কে? জীবনানন্দ দাশ

47) বনলতা সেন কবিতাটি লিখেছেন কে? জীবনানন্দ দাশ।

48) আমার পূর্ব বাংলা কবিতাটির রচয়িতা কে? = সৈয়দ আলী আহসান

49) আনন্দ মঠ ও দেবী চৌধুরানী গ্রন্থ দুটির রচয়িতা কে? = বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

50) কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থের রচিয়তা কে? = বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

51) কমলাকান্তের দপ্তর কোন ধরনের রচনা? = তীয়ক ব্যঙ্গাত্মক।

52) কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের রচিয়তা কে? = বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

53) বঙ্কিম চন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের নাম কি? = দুর্গেশ নন্দিনী (১৮৬৫)

54) বঙ্কিম চন্দ্র মৃত্যু কবে বরণ করেন? = ১৮৯৪ সালে।

55) আমি বিজয় দেখিছি গ্রন্থের রচয়িতা কে? = এম, আর, আখতার মুকুল

56) আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থের রচয়িতা কে? = প্যারীচাঁদ মিত্র

57) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর গ্রন্থের রচয়িতা কে? = আবুল মনসুর আহমেদ

58) আমি সৈনিক রচনাটি নজরুলের কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? = দুর্দিনের যাত্রী

59) আগুন নিয়ে খেলা গ্রন্থটির রচয়িতা? = অন্নদাশঙ্কর রায়

60) আমলার মামলা গ্রন্থটির রচয়িতা = শওকত ওসমান

61) জননী উপন্যাসের রচয়িতা কে? = শওকত ওসমান

62) ক্রীতদাসের হাসি উপন্যাসের রচিয়তা কে? = শওকত ওসমান।

63) সংস্কৃতির চড়াই উত্রাই গ্রন্থটির রচয়িতা কে? = শওকত ওসমান।

64) আলাওলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি? = পদ্মাবতী

65) নোলক কবিতা আল মাহমুদের কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? = লোক লোকান্তর

66) আকাঙ্খিত অসুন্দর কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? = ফজল শাহাবুদ্দীন।

67) আমি কিংবদন্তীর কথা বলাছি কাব্যগ্রন্থের রচিয়তা কে? = আবু জাফর উবায়দুল্লহ

68) ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র এর রচিয়তা কে? = ইব্রাহিম খাঁ।

69) ঈশ্বর পাটনী চরিত্রের স্রষ্টা কে? = ভারতচন্দ্র রায়গুনকর (অন্নদামঙ্গল)

70) ইউসূফ-জুলেখা কাব্যের রচিয়তা কে? = শাহ মুহাম্মদ সগীর।

71) উমর ফারুক কবিতা কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? = জিঞ্জির
72) ব্যাথার দান গ্রন্থটির রচয়িতা কে? = কাজী নজরুল ইসলাম
73) বাঁধনহারা উপন্যাসটির রচয়িতা কে? = কাজী নজরুল ইসলাম
74) বিষের বাঁশি গ্রন্থের রচয়িতা কে? = কাজী নজরুল ইসলাম
75) সন্ধ্যা কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? = কাজী নজরুল ইসলাম
76) মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসটির রচয়িতা কে? = কাজী নজরুল ইসলাম
77) রিক্তের বেদন গল্পগ্রন্থের রচয়িতা কে ? = কাজী নজরুল ইসলাম
78) সঞ্চিতা কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? কাজী নজরুল ইসলাম
79) সঞ্চয়ন গ্রন্থটির রচয়িতা কে? = কাজী মোতাহার হোসেন
80) সঞ্চয়িতা কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
81) সভ্যতার সঙ্কট গ্রন্থের রচয়িতা কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
82) রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেন কে ? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
83) রাশিয়ার চিঠি রবীন্দ্রনাথের কোন শ্রেনীর রচনা ? = ভ্রমন কাহিনী
84) রবীন্দ্রনাথের জুতা আবিস্কার কোন শ্রেনীর কবিতা ? = বিদ্রুপাত্মক
85) খেয়া রবীন্দ্রনাথের কোন ধরনের রচনা? = কাব্য রচনা
86) কড়ি ও কোমল গ্রন্থের রচিয়তা কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
87) চোখের বালী উপন্যাসটি লিখেছেন কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
88) নৈবেদ্য গ্রন্থটির রচয়িতা কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
89) নৌকাডুবি উপন্যাসের রচয়িতা কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
90) রক্তকবরী গ্রন্থের রচয়িতা কে ? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
91) রাজর্ষি উপন্যাসটির রচয়িতা কে ? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
92) রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় কত সালে ? = ১৮৮৩ সালে
93) রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম সার্থক ছোটগল্প কোনটি ? = দেনা পাওনা।
94) চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রনাথের কোন শ্রেণীর রচনা = নৃত্যনাট্য।
95) উদাসিন পথিকের মনের কথা উপন্যাসের রচয়িতা কে? = মীর মাশারফ হোসেন

RAISUL ISLAM HRIDOY

96) জমিদার দর্পন নাটক রচনা করেছেন কে? = মীর মাশারফ হোসেন

97) বসন্তকুমারী নাটকটি কে রচনা করেন? = মীর মশাররফ হোসেন

98) উত্তম-পুরুষ উপন্যাসের রচয়িতা কে? = রশীদ করিম

99) এ গ্রামার অব দি বেংলী ল্যাঙ্গুয়েজ এর রচিয়তা কে? = ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড

100) একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসণটি কার রচনা? = মাইকেল মধুসুদন দত্ত

101) মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃতিত্ব সবচেয়ে কি রচনার জন্য? = চর্তুদশপদী কবিতা

102) বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনটি রচনা করেন কে? = মাইকেল মধুসূদন দত্ত

103) শর্মিষ্ঠা নাটকের রচয়িতা কে? = মাইকেল মধুসূদন দত্ত

104) সনেটের পথিকৃত কে? = পেত্রার্ক

105) সনেট সংকলন কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? = সুফি মোতাহের হোসেন।

106) সনেট শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? = ইটালিয়ান।

107) সধবার একাদশী প্রহসের রচয়িতা কে? - দীনবন্ধু মিত্র।

108) বিয়ে পাগল বুড়ো প্রহসনের রচয়িতা কে? = দীনবন্ধু মিত্র

109) নীল দর্পন নাটকের রচয়িতা কে? = দীনবন্ধু মিত্র

110) এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে গ্রন্থটির রচিয়তা কে? = আব্দুল্লাহ আল মুতী সরফুদ্দিন

111) ওরা কদম আলী নাটকের রচিয়তা কে? = মামুনুর রশিদ।

112) ওজারতির দুই বছর গ্রন্থটির রচিয়তার নাম কি? = আতাউর রহমান খান

113) প্রধানমন্ত্রীত্বের নয় মাস গ্রন্থটির রচিয়তার নাম কি? = আতাউর রহমান খান

114) স্বৈরাচারের দশ বছর গ্রন্থটির রচিয়তার নাম কি? = আতাউর রহমান খান

115) কড়ি দিয়ে কিনলাম উপন্যাসটি রচনা করেন কে? = বিমল মিত্র

116) কুলীনকুল সর্বস্ব নাটকের রচিয়তা কে? = রামনারায়ন তর্করত্ন।

117) কবর নাটকটির রচিয়তা কে? = মুনীর চৌধুরী।

118) কবর নাটকের পটভুমি কি ? = ৫২-এর ভাষা আন্দোলন।

119) কবর নাটকটি প্রথম কোথায় মঞ্চায়িত হয়? = ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে

120) কবর কাবিতাটির রচয়িতা কে? = জসীমউদ্দিন

121) কবর কবিতাটি যে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? = রাখালী

122) সোজন বাদিয়ার ঘাট কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছেন কে? জসীম উদ্দিন

123) বেদের মেয়ে নাটকটির রচয়িতা কে? জসীম উদ্দিন।

124) কৃষ্ণপক্ষ গ্রন্থটির রচিয়তা কে? = আব্দুল গাফফার চৌধুরী

125) কাদোঁ নদী কাঁদো উপন্যাসের রচিয়তা কে? = সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ

126) খেলা রাম খেলে যারে কার রচনা? = সৈয়দ শামসুল হক

127) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকের রচয়িতা কে? = সৈয়দ শামসুল হক।

128) গোলাম মোস্তফার বিখ্যাত গ্রন্থ কোনটি? = বিশ্বনবী

129) চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন কোথায়? = নবদ্বীপে।

130) চাচা কাহিনী গ্রন্থের রচিয়তা কে? = সৈয়দ মুজতবা আলী

জনক, বাংলা সাহিত্যে প্রথম,কবি প্রথম গ্রন্থ

বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার জনক

ধরণ	বাংলা সাহিত্য	ইংরেজি সাহিত্য
উপন্যাস	বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়	হেনরি ফিল্ডিং
সনেট	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	পেত্রাক
আধুনিক নাটক	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	------------
আধুনিক কবিতা	জীবনান্দ দাশ	জিওফ্রে চসার
আধুনিক সাহিত্য	-------------	জর্জ বার্নাড'শ
গদ্য সাহিত্য	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	ফ্রান্সিস বেকন
ছোট গল্প	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	----------
চলিত রীতিতে গদ্যের জনক	প্রমথ চৌধুরী	----------
গদ্য ছন্দ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	--------
মুক্ত ছন্দ	কাজী নজরুল ইসলাম	---------

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাট্যকারঃ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচিয়তাঃ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান নাট্যকারঃ	মীর মশাররফ হোসেন
বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীত কবিঃ	বিহারীলাল চক্রবর্তী
বাংলা সাহিত্যের প্রথম যতি চিহ্ন ব্যবহারকারীঃ	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বাংলা সাহিত্যের প্রথম চলিত রীতি ব্যবহারকারীঃ	প্রমথ চৌধুরী
প্রথম বাংলা অক্ষর খোদাইকারীঃ	পঞ্চানন কর্মকার
সম্পূর্ণ বাংলা অক্ষরের নকশা প্রস্তুতকারীঃ	চার্লস উইলকিনস
প্রথম মুসলিম বাংলা গদ্য লেখকঃ	শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী
প্রথম মুসলিম বাংলা গদ্য লেখিকাঃ	বিবি তাহেরন নেছা
বাংলা দৈনিকের প্রথম মহিলা সাংবাদিকঃ	লায়লা সামাদ
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবিঃ	শাহ মুহম্মদ সগীর
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম মহিলা কবিঃ	মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা
ছাপার অক্ষরে প্রথম বাংলা বইঃ	কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ
রচয়িতাঃ	ম্যানুয়েল দ্যা অ্যাসুম্পাসাও
বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থঃ	কথোপকথন
রচয়িতাঃ	উইলিয়াম কেরী।

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রকাশকালঃ	১৮০১ সাল।
বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাসঃ রচয়িতাঃ	আলালের ঘরের দুলাল প্যারীচাঁদ মিত্র
প্রকাশকালঃ	১৮৫৭ সাল।
বাংলা ভাষার রচিত প্রথম প্রণোয়পখ্যানঃ	ইউসুফ জোলেখা
রচয়িতাঃ	শাহ মুহম্মদ সগীর
প্রকাশকালঃ	১৪-১৫ শতকের মধ্যে।
বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্টিক উপন্যাসঃ	কপালকু-লা
রচয়িতাঃ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশকালঃ	১৮৬৬ সাল
বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যকরণঃ	পর্তুগীজ বাংলা ব্যকরণ
রচয়িতাঃ	ম্যানুয়েল দ্যা অ্যাসুম্পাসাও
প্রকাশকালঃ	১৭৩৪ সাল
বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থঃ	বেদান্ত
রচয়িতাঃ	রাজা রামমোহন রায়।
প্রকাশকালঃ	১৮১৫ সাল
বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সামাজিক নাটকঃ	কুলীনকুল সর্বস্ব
রচয়িতাঃ	রাম নারায়ন তর্করত্ন
প্রকাশকালঃ	১৮৫৪ সাল
বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রহসন নাটকঃ	একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ
রচয়িতাঃ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রকাশকালঃ	১৮৫৯ সাল
বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটকঃ	ভদ্রার্জুন
রচয়িতাঃ	তারাপদ সিকদার

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রকাশকালঃ	১৮৫২ সাল
বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ট্রাজেডি নাটকঃ	কৃষ্ণকুমারী
রচয়িতাঃ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রকাশকালঃ	১৮৬১ সাল
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক ট্রাজেডিঃ	কীর্তি বিলাস
রচয়িতাঃ	যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত
প্রকাশকালঃ	১৮৫২ সাল
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্যঃ	পদ্মিনী উপাখ্যান।
রচয়িতাঃ	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রকাশকালঃ	১৮৫৮ সাল
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্যঃ	মেঘনাদবধ
রচয়িতাঃ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রকাশকালঃ	১৮৬১ সাল
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিকঃ	স্বর্ণকুমারী দেবী
উপন্যাসঃ	মেবার রাজ
প্রকাশকালঃ	১৮৭৭ সাল
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িকীঃ	দিকদর্শন
প্রকাশকঃ	শ্রীরামপুর মিশনারী জন ক্লার্ক মার্শম্যান
প্রকাশকালঃ	১৮১৮ সাল
মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকাঃ	সমাচার সাভারজেন্দ্র
সম্পাদকঃ	শেখ আলীমুল্লাহ
প্রকাশকালঃ	১৮৩০ সাল

RAISUL ISLAM HRIDOY

ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থঃ	নীল দর্পন
রচয়িতাঃ	দীনবন্ধু মিত্র
প্রকাশকালঃ	১৮৬০ সাল
ঢাকার প্রথম বাংলা ছাপাখানাঃ	বাংলা প্রেস (আজিমপুর)
প্রতিষ্ঠাতাঃ	সুন্দর মিত্র
প্রতিষ্ঠাকালঃ	১৮৬০ সাল
প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হয়ঃ	কাশিম বাজার
সম্মেলনকালঃ	১৯০৬ সাল
বাংলা কুরআন শরীফের প্রথম অনুবাদকঃ	ভাই গিরিশচন্দ্র সেন
অনুবাদকালঃ	১৮৮১-১৮৮৬ সাল

কবি সাহিত্যিকদের প্রথম গ্রন্থ

প্রকাশ কাল	গ্রন্থের ধরণ	গ্রন্থের নাম	সাহিত্যিকের নাম
১৯২৭ সাল	উপন্যাস	বাধন হারা	কাজী নজরুল ইসলাম
১৩২৬ বঙ্গাব্দ	কবিতা	মুক্তি	
১৯২২ সাল	কাব্য	অগ্নিবীণা	
১৯৩০ সাল	নাটক	ঝিলিমিলি	
১৯২৬ সাল	গল্প	হেনা	
××××××	প্রকাশিত গল্প	বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী	
১৮৭৭ সাল	উপন্যাস	বউ ঠাকুরাণী হাট	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২৮১ বঙ্গাব্দ	কবিতা	হিন্দু মেলার উপহার	
১২৮২ বঙ্গাব্দ	কাব্য	বনফুল	
১৮৭৪ সাল	ছোট গল্প	ভিখারিনী	

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৮৮১ সাল	নাটক	রুদ্রচন্ড	
১৮৫৮ সাল	উপন্যাস	আলালেওর ঘরের দুলাল	প্যারীচাঁদ মিত্র
১৮৪৭ সাল	অনুবাদ গ্রন্থ	বেতাল পঞ্চবিংশতি	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১৮১৫ সাল	পবন্ধ গ্রন্থ	বেদান্ত গ্রন্থ	রাজা রামমোহন রায়
১৯৫৯ সাল	ছোট গল্প	কৃষ্ণ পক্ষ	আবদুল গাফফার চৌধুরী
১৯৬০ সাল	উপন্যাস	চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান	
১৯৫৩ সাল	শিশু সাহিত্য	ডানপিটে শওকত	
১৯৫৫ সাল	উপন্যাস	সূর্য দীঘল বাড়ি	আবু ইসহাক
১৯৩৪ সাল	উপন্যাস	চৌচির	আবুল ফজল
১৯৩৪ সাল	গল্প	মাটির পৃথিবী	
১৯৩৪ সাল	নাটক	আলোক লতা	
১৯৩৫ সাল	ছোট গল্প	আয়না	আবুল মনসুর আহমেদ
১৯৬১ সাল	কাব্য	মানচিত্র	আলাউদ্দিন আল আজাদ
১৯৬০ সাল	উপন্যাস	তেইশ নম্বর তৈলচিত্র	
১৯৫৮ সাল	নাটক	মনক্কোর যাদুঘর	
১৯৫০ সাল	গল্প	জেগে আছি	
১৯৫৮ সাল	প্রবন্ধ	শিল্পীর সাধনা	
১৯৪৬ সাল	কাব্য	রাত্রি শেষ	আহসান হাবীব
১৯২০ সাল	উপন্যাস	রূপের নেশা	গোলাম মোস্তফা
১৯২৭ সাল	কাব্য	রাখালী	জসীম উদ্দীন
১৯৫৫ সাল	গল্প	সূর্য গ্রহন	জহির রায়হান

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৯৫৮ সাল	উপন্যাস	বিশ শতকের মেয়ে	নীলিমা ইব্রাহীম
১৯৪৮ সাল	নাটক	নেমেসিস	নূরুল মোমেন
১৯৪৪ সাল	কাব্য	সাত সাগরের মাঝি	ফররুখ আহমেদ
১৩৬৮ বঙ্গাব্দ	নাটক	রক্তাক্ত প্রান্তর	মুনীর চৌধুরী
১৯৩১ সাল	ভাষাগ্রন্থ	ভাষা ও সাহিত্য	ডঃমুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
১৯০৫ সাল	গল্প	মন্দির	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৯২৯ সাল	উপন্যাস	পাথের পাঁচালী	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯২৮ সাল	কাব্য	ঝরা পালক	জীবনান্দ দাস
১৯৩৬ সাল	উপন্যাস	পদ্মা নদীর মাঝি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৩৭ সাল	গল্প	কেয়ার কাটা	বেগম সুফিয়া কামাল
১৯১৪ সাল	উপন্যাস	আনোয়ারা	মোহাম্মদ রজিবর রহমান
১৯০০ সাল	কাব্য	অনল প্রবাহ	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
১৮৪৯ সাল	ইংরেজি রচনা	ক্যাপটিভ লেডি	মাইকেল মধুসূধন দত্ত
১৮৫৯ সাল	নাটক	শর্মিষ্ঠা	
১৮৬০ সাল	কাব্য	তিলোত্তমা সম্ভব	
১৮৬১ সাল	মহাকাব্য	মেঘনাদ বদ	
১৮৬২ সাল	ইংরেজি উপন্যাস	রাজমোহন'স ওয়াইফ	বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৮৬৫ সাল	বাংলা উপন্যাস	দুর্গেশনন্দিনী	
××××××	নাটক	তারাবাঈ	দ্বিজেন্দ্র লাল রায়

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৮৭৩ সাল	নাটক	বসন্তকুমারী	মীর মশাররফ হোসেন
১৮৬৯ সাল	উপন্যাস	রত্নাবতী	
১৮৬০ সাল	নাটক	নীলদর্পন	দীনবন্ধু মিত্র
১৮৫৪ সাল	নাটক	কুলীনকুল সর্বস্ব	রামনারায়ন তর্করত্ন
১৯৪৫ সাল	গল্প	নয়নচারা	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
১৯৪৮ সাল	উপন্যাস	লালসালু	
১৯৬৩ সাল	কাব্য	বিমুখ প্রন্তর	হাসান হাফিজুর রহমান
১৯৫৯ সাল	কাব্য	প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে	শামসুর রাহমান
১৯৬২ সাল	উপন্যাস	সারেং বউ	শহীদুল্লাহ কায়সার
১৯৩০ সাল	কাব্য	ময়নামতির চর	বন্দে আলী মিয়া
১৯04 সাল	প্রবন্ধ	মতিচুর	বেগম রোকেয়া

চরিত্র ও স্রষ্টা, আলোচিত পঙক্তি ও স্রষ্টা

চরিত্র ও স্রষ্টা

1) বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট প্রথম চরিত্র কোনটি? = নিরঞ্জন (শূন্য পুরণ)।

2) রমা ও রমেশ' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পল্লী সমাজ)

3) 'ষোড়শী ও নির্মল চরিত্রের স্রষ্টা কে? = শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দেনা-পাওনা)

4) 'সতীশ ও সাবেত্রী' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (চরিত্রহীন)।

5) 'মহিম, সুরেশ ও অচলা' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গৃহদাহ)

6) 'ললিতা ও শেখর' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পরিনীতা)।

7) রাজলক্ষ্মী' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (শ্রীকান্ত)

RAISUL ISLAM HRIDOY

8) হেমাঙ্গিনী' ও 'কাদম্বিনী' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মেজদিদি)

9) পার্বতী ও চন্দ্রমুখী' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দেবদাস)।

10) নন্দিনী' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রক্তকরবী)।

11) 'রাইচরণ' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন)

12) মৃন্ময়ী ও অপূর্ব' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সমাপ্তি)

13) সুরবালা' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (একরাত্রী)

14) 'দুখিরাম ও চন্দরা' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (শাস্তি)

15) অমিত ও লাবন্য চরিত্রের স্রষ্টা কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (শেষের কবিতা)

16) ললিতা' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গোরা)।

17) 'অমল' চরিত্রের স্রষ্টা নাট্যকার কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ডাকঘর)

18) রতন ও দাদাবাবু' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পোষ্ট মাস্টার)

19) বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট প্রথম চরিত্র কোনটি? = নিরঞ্জন (শূন্য পুরাণ)।

20) ঠকচাচা' নামক চরিত্রের স্রষ্টা কে? = প্যারীচাঁদ মিত্র (আলালের ঘরের দুলাল)

21) 'রোহিনী' চরিত্রটি কোন উপন্যাসের? = কৃষ্ণকান্তের উইল ।

22) চাঁদ সওদাগর বাংলা কোন কাব্য ধারার চরিত্র? = মনসামঙ্গল

23) কুবের' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (পদ্মানদীর মাঝি)

24) 'দীপঙ্কর (দীপু), সতী, লক্ষ্মী' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = বিমল মিত্র (কড়ি দিয়ে কিনলাম)

25) 'দীপাবলী' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = সমরেশ মজুমদার (দীপাবলী)

26) নবকুমার কপালকুন্ডলা' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কপালকুণ্ডলা)

27) নবীন মাধব' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = দীনবন্ধু মিত্র (নীল দর্পণ)।

28) 'ঘটিরাম ডেপুটি ও নিমচাঁদ' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = দীনবন্ধু মিত্র (সধবার একাদশী)

29) নন্দলাল' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = অমৃতলাল বসু (বিবাহ-বিভ্রাট)।

30) 'দেবানী' চরিত্রের স্রষ্টা কে? = অমৃতলাল বসু (বিদায়-অভিশাপ)

RAISUL ISLAM HRIDOY

আলোচিত পঙক্তি ও স্রষ্টা

1) অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়- এ প্রবাদটির রচয়িতা কে? = মুকুন্দরাম।

2) হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি, পর ধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমন এই কবিতাংশটুকু কোন কবি কে? = মধুসূদন দত্ত।

3) আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে উক্তি কোন গ্রন্থের? = অন্নদামঙ্গল কাব্যের।

4) যে জন দিবসে মনের হরষে জালায় মোমের বাতি এ পংতির রচয়িতা কে? = কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

5) পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।"- কার লেখা? = মদনমোহন তর্কালঙ্কারের।

6) সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি। -কোন কবির উক্তি? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

7) স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে- কার রচয়িতার অংশ? = রঙ্গলাল মুখপাধ্যায়।

8) চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে? কার রচনা? - কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

9) তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না কোলাহল করি সারা দিনমান কারোধ্যান ভাঙিব না। নজরুলের কোন কবিতার অংশ? = বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি।

10) কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক- পংক্তির রচয়িতা? = ফজলুল করিম।

11) যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা, যুদ্ধ মানেই আমার প্রতি তোমার অবহেলা- কার কবিতার অংশ? = নির্মলেন্দু গুন।

12) আমার দেশের পথের ধুলা খাটি সোনার চাইতে খাঁটি কার রচনা? সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

13) আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রানের পতাকা।-পংক্তি কার? = শামসুর রাহমান।

14) বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোরে প্রার্থনা বিপদে আমি না যেন করি ভয় উপরোক্ত অংশটি রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার? = দুরন্ত আশা।

15) রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা, তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা- পংক্তিটি কার রচিত? = কাজী নজরুল ইসলাম।

16) বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ দেখিতে চাই না আর কোন কবির রচনা? = জীবনানন্দ দাশের।

17) বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ - পংক্তির রচয়িতা কে? = যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

18) ক্ষুধার রাজ্য পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি- পংক্তি কোন কবির? = সুকান্ত ভট্টাচার্য।

19) মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন- উক্তি কার? = ভারতচন্দ্রের।

20) প্রীতি ও প্রেমের পূন্য বাধনে যবে মিলি পরস্পরে, স্বর্গে আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে। = স্বর্গ ও নরক শেখ ফজলুল করিম।

21) জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে।- কবিতাংশটির কবি কে? = জন্মেছি এই দেশে। সুফিয়া কামাল।

22) কত গ্রাম কত পথ যায় সরে সরে, শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে। পংক্তি দুটির কবি কে? = রানার সুকান্ত ভট্টাচার্য।

23) আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে। - কবিতাংশটি? = স্বাধীনতার সুখ, রজনীকান্ত সেন।

24) সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়- কবিতাংশটি? = আত্মত্রান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

25) মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরনীয়।- উক্তির কবিতা ও কার রচনা? = জীবন- সঙ্গীত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

26) সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।- কবিতাংশটি? = সুখ কামিনী রায়।

27) আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে।- কোন কবির রচনা? = আবার আসিব ফিরে জীবনানন্দ দাশ।

28) হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছে পৃথিবীর পথে সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীদের অন্ধকারে মালয় সাগরে- এই উক্তিটি কার? = বনলতা সেন জীবনানন্দ দাশ।

29) সব পাখি ঘরে আসে সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন; থাকে শুধু অন্ধকার"- এই উক্তিটি কার? = বনলতা সেন জীবনানন্দ দাশ।

30) আমি যদি হতাম বনহংস বনহংসী হতে যদি তুমি কোন কবির রচনা? = আমি যদি হতাম জীবনানন্দের দাস।

আলোচিত সাহিত্য ও স্রষ্টা, উপাধি/ছদ্মনাম

আলোচিত সাহিত্য ও স্রষ্টা

1) হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় রচিত মহাকাব্যর নাম কি? = বৃত্রসংহার।

2) লালন ফকির নাটকের নাট্যকার কে? = কল্যান মিত্র।

3) সিরাজদ্দৌলা নাটকের নাট্যকার কে? = গিরিশ চন্দ্র।

4) অশ্রুমালা কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? – কায়কোবাদ।

5) অভিজ্ঞান শকুন্তলম এর রচয়িতা কে? = ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।

6) অপরাজিতা গ্রন্থটির লেখক কে? = বিভুতিভূষন।

7) আত্মঘাতি বাঙ্গালী এর রচয়িতা কে? = নীরদ চন্দ্র চৌধুরী।

8) অনল প্রবাহ ও রায় নন্দিনী কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? = ইসমাইল হোসেন সিরাজী।

9) আবদুল্লাহ উপন্যাসটি কে রচনা করেন? = কাজী ইমদাদুল হক।

10) আবার আসিব ফিরে কবিতাটির রচয়িতা কে? – জীবনানন্দ দাশ।

11) আমার পূর্ব বাংলা কবিতাটির রচয়িতা কে? = সৈয়দ আলী আহসান।

12) আনন্দ মঠ ও দেবী চৌধুরানী গ্রন্থ দুটির রচয়িতা কে? = বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

13) আমি বিজয় দেখিছি গ্রন্থের রচয়িতা কে? = এম, আর, আখতার মুকুল।

14) আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থের রচয়িতা কে? = প্যারীচাঁদ মিত্র।

15) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর গ্রন্থের রচয়িতা কে? = আবুল মনসুর আহমেদ।

16) আমি সৈনিক রচনাটি নজরুলের কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? = দুর্দিনের যাত্রী।

17) আগুন নিয়ে খেলা গ্রন্থটির রচয়িতা? = অন্নদাশঙ্কর রায়।

18) আমলার মামলা গ্রন্থটির রচয়িতা? = শওকত ওসমান।

19) আলাওলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি? = পদ্মাবতী।

20) আব্দুল কাদেরের প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? = দিলরুবা।

21) আলো ও ছায়া কাব্যগ্রন্থের রচিয়তা কে? = কামিনী রায়।

22) আবোল তাবোল কার রচনা? = সুকুমার রায়।

23) আহসান হাবিবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? = রাত্রি শেষ।

24) আহসান হাবিবের বিখ্যাত উপন্যাস কোনটি? = অরণ্য নীলিমা।

25) নোলক কবিতা আল মাহমুদের কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? = লোক লোকান্তর।

26) আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? = ফজল শাহাবুদ্দীন।

27) আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি কাব্যগ্রন্থের রচিয়তা কে? = আবু জাফর উবায়দুল্লাহ।

28) ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র এর রচিয়তা কে? = ইব্রাহিম খাঁ।

29) ঈশ্বর পাটনী চরিত্রের স্রষ্টা কে? = ভারতচন্দ্র রায়গুনকর (অন্নদামঙ্গল)।

30) ইউসুফ-জুলেখা কাব্যের রচিয়তা কে? = শাহ মুহাম্মদ সগীর।

সাহিত্যিকদের উপাধি/ছদ্মনাম

কবি/সাহিত্যিক	উপাধি	ছদ্মনাম
অনন্ত বড়ু	---	বড়ু চন্ডিদাস
অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত	---	নীহারিকা দেবী
আব্দুল কাদির	ছান্দসিক কবি	---
আলাওল	মহাকবি	---
আব্দুল করিম	সাহিত্য বিশারদ	---
ঈশ্বর গুপ্ত	যুগসন্ধিক্ষণের কবি	---
ঈশ্বরচন্দ্র	বিদ্যাসাগর	---
কাজেম আল কোরায়েশী	কায়কোবাদ	---
কাজী নজরুল ইসলাম	বিদ্রোহী কবি	
কালি প্রসন্ন সিংহ	---	হুতোম পেঁচা
গোবিন্দ দাস	স্বভাব কবি	---

RAISUL ISLAM HRIDOY

গোলাম মোস্তফা	কাব্য সুধাকর	---
চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	---	জরাসন্ধ
জসীম উদ্দীন	পল্লী কবি	---
জীবিনানন্দ দাস	রূপসী বাংলার কবি, তিমির হননের কবি, ধুসর পান্ডুলিপির কবি	---
ডঃ মনিরুজ্জামান	---	হায়াৎ মাহমুদ
ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	ভাষা বিজ্ঞানী	---
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	---	সুনন্দ
নজিবর রহমান	সাহিত্য রত্ন	---
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	---	বানভট্ট
নুরন্নেসা খাতুন	সাহিত্য স্বরস্তী, বিদ্যাবিনীদিনী	---
প্যারীচাঁদ মিত্র	---	টেকচাঁদ ঠাকুর
ফররুখ আহমদ	মুসলিম রেনেসাঁর কবি	---
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	---	বনফুল
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্য সম্রাট	---
বাহরাম খান	দৌলত উজীর	---
বিমল ঘোষ	---	মৌমাছি
বিহারীলাল চক্রবর্তী	ভোরের পাখি	---
বিদ্যাপতি	পদাবলীর কবি	---
বিষ্ণু দে	মার্কসবাদী কবি	---
প্রমথ চৌধুরী	---	বীরবল

RAISUL ISLAM HRIDOY

ভারতচন্দ্র	রায় গুণাকর	---
মধুসূদন দত্ত	মাইকেল	---
মালাধর বসু	গুণরাজ খান	---
মুকুন্দরাম	কবিকঙ্কন	---
মুকুন্দ দাস	চারণ কবি	---
মীর মশাররফ হোসেন	---	গাজী মিয়া
মধুসূদন মজুমদার	---	দৃষ্টিহীন
মোহিত লাল মজুমদার	---	সত্য সুন্দর দাস
মোজাম্মেল হক	শান্তিপুরের কবি	---
যতীন্দ্রনাথ বাগচী	দুঃখবাদের কবি	---
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি, নাইট	ভানুসিংহ
রাজশেখর বসু	---	পরশুরাম
রামনারায়ণ	তর্করত্ন	---
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অপরাজেয় কথাশিল্পী	---
শেখ ফজলুল করিম	সাহিত্য বিশারদ, রত্নকর	---
শেখ আজিজুর রহমান	---	শওকত ওসমান
শ্রীকর নন্দী	কবিন্দ পরমেশ্বর	---
সমর সেন	নাগরিক কবি	---
সমরেশ বসু	---	কালকূট
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ছন্দের যাদুকর	---
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	---	নীল লোহিত
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	ক্লাসিক কবি	---

RAISUL ISLAM HRIDOY

সুকান্ত ভট্টাচার্য	কিশোর কবি	---
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	পদাতিকের কবি	---
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্বপ্নাতুর কবি	---
হেমচন্দ্র	বাঙ্গলার মিল্টন	---

বাংলা ছোটগল্প, বাংলা উপন্যাস, প্রহসন

বিখ্যাত বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার

1) গল্পকার = গল্পগ্রন্থের নাম ও প্রকাশকাল

2) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর = গল্পগুচ্ছ, গল্পস্বল্প, তিনসঙ্গী।

3) প্রভাতকুমার = ষোড়শী (১৯০৬), গল্পবীথি, (১৯১৬), গল্পাঞ্জলী (১৯১৩), নূতন বউ (১৯২৯)

4) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ = দুই তীর (১৯৬৫), নয়নচারা (১৯৫১)।

5) জহির রায়হান = সূর্য গ্রহন (১৯৫৫)।

6) সৈয়দ শামসুল হক = আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭), শীতের সকাল (১৯৫৯)।

7) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় = বিন্দুর ছেলে(১৯১৪), ছবি (১৯২০), মেজদিদি (১৯১৫), কাশীনাথ স্বামী ইত্যাদি।

8) শওকত ওসমান = জুনু আপা ও অন্যান্য (১৯৫১), প্রস্তর ফলক (১৯৬৪)।

9) অন্নদাশঙ্কর রায় = প্রকৃতি পরিহাস (১৯৩৪), মনপবন (১৯৪৬), যৌবন জ্বালা (১৯৫০), কামিনী কাঞ্চন (১৯৫৪)

10) অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত = টুটা-ফাটা, আকাশ বসন্ত, হাড়ি মুচি ডোম, কাঠ খড় কেরোসিন, চাষাভুষা, ইতি, অধিবাস, একরাত্রি, ডবলডেকার ।

11) আবুল মনসুর আহমেদ - আয়না (১৯৩৫), ফুড কনফারেন্স (১৯৪০), আসমানী পর্দা (১৯৬৪), গ্যালিভারের সফরনামা।

12) আবুল ফজল = মাটির পৃথিবী, মৃত্যুর আত্মহত্যা।

13) আকবর হোসেন = আলোছায়া (১৯৬৪)।

RAISUL ISLAM HRIDOY

14) আবু রুশদ = শাড়ী-বাড়ী- গাড়ী, স্বনির্বাচিত গল্প, প্রথম যৌবন, মহেন্দ্র, মিষ্টান্ন ভান্ডার।

15) আবদুল হক = রোকেয়ার নিজের বাড়ী(১৯৬৭)।

16) আবদুস শাকুর = এপিটাফ, ক্ষীয়মান,ধস।

17) সরদার জয়েনউদ্দীন = নয়ন ঢুলী (১৯৫২), খরস্রোতা (১৯৫৫), অষ্টমপ্রহর (১৯৭৩)।

18) আবু ইসহাক = মহপতঙ্গ (১৯৫৩), হারেম (১৯৬২)।

19) শামসুদ্দীন আবুল কালাম = ঢেউ (১৯৫৩), পথ জানা নেই (১৯৫৩), শাহের বানু (১৯৫৭)।

20) আলাউদ্দিন আল আজাদ = অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৮), জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১)।

21) আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ = সম্রাজ্ঞীর নাম।

22) আহমেদ রফিক অনেক রঙের আকাশ।

23) আবদুল গাফফার চৌধুরী - কৃষ্ণপক্ষ, সম্রাটের ছবি, সুন্দর হে সুন্দর।

24) আবদুল মান্নান সৈয়দ = সত্যের মত বদমাস, চল যাই পরোক্ষ, মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা।

25) আখতারুজ্জমান ইলিয়াস = অন্যঘরের অন্যস্বর (১৯৭৬), খোয়ারী (১৯৮২), দুধে ভাতে উৎপাত।

26) ইব্রাহিম খাঁ = লক্ষ্মী পেচা, মানুষ।

27) আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন চিরকুট, ওম শান্তি, শালবনের রাজা, নল খাগড়ার সাপ, নেপথ্য নাটক, নিষিদ্ধ শহর, নির্বাচিত গল্প ।

28) আল মাহমুদ = পানকৌড়ির রক্ত

29) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যয় = মজার গল্প, ভুত ও মানুষ, কঙ্কাবতী, মুক্তামালা, ফোকলা দিগম্বর, ডমরু চরিত।

30) কাজী নজরুল ইসলাম = ব্যথার দান, (১৯২২), রিক্তের বেদন(১৯২৫), শিউলী মালা (১৯৩১)

31) ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যয় = রিয়ালিষ্ট (১৯৩০), অন্তঃশীলা (১৯৩৫)।

32) প্রমথ চৌধুরী = চার ইয়ারী কথা(১৯১৬), গল্প সংগ্রহ(১৯৪১), আহুতি(১৯১৯), নীল লোহিত (১৯৪১)।

33) প্রেমেন্দ্র মিত্র পঞ্চশর (১৯২৯), বেনামী বন্দর (১৯৩০), পুতুল ও প্রতিমা (১৯৩২), ধূলি ধূসর (১৯৪৩), মৃত্তিকা (১৯৩২), অফুরন্ত (১৯৩৫), মহানগর (১৯৪৩), জলপায়রা (১৯৫৭), নানা রঙে বোনা (১৯৬০)।

34) খালেদা এবিদ চৌধুরী পোড়া মাটির গন্ধ

35) জসীম উদ্দিন ২ বাঙালির হাসি গল্প ।

36) তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যয় = রসকলি, জলসাগর, কালাপাহাড়, ডাইনি বাশি, ঘাসের ফুল।

37) বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যয় = মৌরিফুল (১৯৩২), সুলোচনা, মেঘমাল্লার(১৯৩১), যাত্রাদল (১৯৩৪), কিন্নরদল (১৯৩৮), বেনেদীয় ফুলবাড়ী।

38) বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় = বাহুল্য (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), রাণুর কথামালা (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ), রাণুর প্রথম ভাগ (১৩৩৪), রাণুর দ্বিতীয় ভাগ (১৩৪৫), রাণুর তৃতীয় ভাগ (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)

39) বুদ্ধদেব বসু = অভিনয় (১৯৩০), রেখাচিত্র (১৯৩১), নতুন নেশা, খাতার শেষ পাতা, হৃদয়ের । জাগরণ (১৩৬৮ বাঃ), অদৃশ্য শত্র, ভাসো আমার ভেলা (১৯৬৩) মিসেস গুপ্ত, একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা।

40) সুফিয়া কামাল = কেয়ার কাঁটা

41) হাসান হাফিজুর রহমান = আরও দুটি মৃত্যু।

42) মানিক বন্দোপাধ্যয় = সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ফেরীওয়ালা (১৯৫৩) ভেজাল (১৯৪৪), সরীসৃপ। (১৯৩৯), হলুদ পোড়া (১৯৪৫), বৌ (১৯৪৩), ছোট বকুল পুরের যাত্রী (১৯৪৯), পাশ ফেল।

43) রাহাত খান = দিলুর গল্প, হাজার বছর আগে, সংবাদ, আপেল, ভালমন্দের টাকা, অন্তহীন যাত্রা, অনিশ্চিত লোকালয়।

44) শাহাদত আলী = প্রস্তর ফলক, জন্ম যদি তব বঙ্গে, জুনু আপা ও অন্যান্য ।

নাটক,ঐতিহাসিক নাটক,সামাজিক নাটক

বিখ্যাত বাংলা নাটক

লেখক	নাটকের নাম ও প্রকাশকাল
নাটকের উৎপত্তি কোথায়?	গ্রীসে

RAISUL ISLAM HRIDOY

মমতাজ উদ্দীন আহমেদ	স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা, বিবাহ, চয়ন তোমার ভালবাসা, নাট্যত্রয়ী এই সেই কণ্ঠস্বর, প্রেম বিবাহ সুটকেস, রঙ্গ পঞ্চদশ, ক্ষতবিক্ষত, রাজা অনুস্বারের পালা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	তাসের দেশ(১৩৪০ বাং), রক্তকবরী (১৯২৪), মুকুট (১৩১৫), মুক্তধারা (১৯২২), বসন্ত (১৩২১), চিরকুমার সভা (১৩০৮), মায়ার খেলা (১২৯৫), বিসর্জন (১২৯৭), রথযাত্রা (১৩০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬), শারদ্যোৎসব (১৩১৫), চন্ডিলিকা (১৯৩৮), চিত্রাঙ্গদা (১২৯৯)
বাংলা নাটক মঞ্চায়ন, রচনায় ও অনুবাদে কোন বিদেশীর নাম প্রথমে আসে?	হেরাসিম লেবেডফ।
হরচন্দ্র ঘোষ	ভানুমতি চিত্তবিলাস (১৮৫২)
যোগেন্দ্রচন্দ্র	কীর্তিবিলাস (১৮৫২)
তারাচরণ সিকদার।	ভদ্রার্জুন (১৮৫২)
'দি ডিসগাইজ' নাটকের বাংলা আনুবাদক কে?	হেরাসিম লেবেডফ
নাটক কি?	দৃশ্যকাব্য
ট্রাজেডি, কমেডি ও ফার্সের মূল পার্থক্য কোথায়?	জীবনানুভূতির গভীরতায়
নাটক ও প্রহসনের মূল পার্থক্য কোথায়?	ব্যঙ্গ বিদ্রুপ
রামনারায়ন তর্ক রত্ন	কুলীনকুল সর্বস্ব (১৮৫৪), বেনীসংহার (১৮৫৬), রত:বলী, রুক্মিনীহরণ (১৮৭১), স্বপ্নধন (১৮৭৩), ধর্মবিজয় (১৮৭৫), কংসবধ (১৮৭৫), নবনাটক (১৮৮৬)।
নবীন চন্দ্র সেন	শুভ নির্মলা

RAISUL ISLAM HRIDOY

আনিস চৌধুরী	মানচিত্র (১৩৭০), এ্যালবাম (১৯৬৫)
আকবর উদ্দিন	সিন্ধু বিজয় (১৯৩০), নাদির শাহ (১৯৩২), মুজাহিদ, আজান (১৯৪৩), সুলতান মাহমুদ (১৯৫৪)।
আশকার ইবনে শাইখ	বিরোধ, অনেক তারার হাতছানি, প্রচ্ছদপট, বিদ্রোহী পদ্ম, পদক্ষেপ, দুরন্ত ঢেউ, অগ্নিগিরি, প্রতীক্ষা, অনুবর্তন, এপার ওপার, বিলবাওরের ঢেউ, রক্তপথ, তিতুমীর, লালন ফকির
মাইকেল মধুসুদন দত্ত	শর্মিষ্ঠা (১৯৫৯), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১), মায়াকানন
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	সীতার বনবাস(১৮৮২), প্রফুল্ল (১৮৮৯), সিরাজদ্দৌলা (১৯০৬)।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	তারাবাঈ (১৯০৩), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সাজাহান (১৯০৯), নুরজাহান (১৯০৮), দুর্গাদাস, (১৯০৬), মেবার পতন (১৩১৫), সিংহল বিজয় (১৯১৬)
আনম বজলুর রশীদ	ঝড়ের পাখি (১৯৫৯), যা হতে পারে, (১৯৬২), উত্তর ফানি (১৯৬৪), সংযুক্ত (১৯৬৫), শিল্প ও শিল্পী সুর ও ছন্দ (১৯৬৭) রূপান্তর (১৯৭০), উত্তরন (১৯৬৯)
আলী মনসুর	পোড়াবাড়ী. দুর্ণিবার।
আবদুল্লাহ আল মামুন	সুবচন নির্বাসনে, এখন দুঃসময়, এবার ধরা দাও, শপথ, সেনাপতি, ক্রস রোডে ক্রসফায়ার, অরক্ষিত মতিঝিল, চারিদিকে যুদ্ধ, শাহজাদীর কালো নেকাব, আয়নায় বন্ধুর মুখ, কোকিলারা, তোমারই, এখনও ক্রীতদাস।
ইব্রাহিম খাঁ	আনোয়ার পাশা (১৩৩৭), কামাল পাশা (১৩৩৪), কাফেলা (১৩৫৭), ঋন পরিশোধস (১৯৫৫), ওমর ফারুখ।
কাজী নজরুল ইসলাম	আলেয়া (১৯৩১), পুতুলের বিয়ে, ঝিলিমিলি (১৯৩০), মধুমালা

RAISUL ISLAM HRIDOY

	(১৯৫১)
কৃষ্ণচন্দ্র হালদার	কৈবল্যতত্ত্ব, রাবনবধ
জসীমউদ্দিন	বেদের মেয়ে (১৯৫১), পল্লীবধু (১৯৫৬), মধুমালা (১৯৫১)
দীনবন্ধু মিত্র	নীল দর্পন (১৮৬০), লীলাবতী(১৮৬৭), নবীন তপস্বীনি (১৮৬৩), কমলে কামিনী (১৮৭৩), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬), জামাই বারিক (১৮৭২)।
নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়	আগন্তুক (১৯৬২), রামমোহন (১৯৫২), ভাড়াটে চাই (১৯৬২)।
নীলিমা ইব্রাহিম	রোদ্রজ্জল বিকেলে, শাহী এলাকার পথে পথে, রমনা পার্কে।
নুরুল মোমেন	হিংটিং ছট (১৯৭০), আইনের অন্তরালে, (১৯৬৭), যদি এমন হতো (১৯৬০), শতকরা আশি (১৯৬৭), নয়া খান্দান (১৯৬২), যেমন ইচ্ছা তেমন (১৯৭০), রূপান্তর (১৯৪৭), আলোছায়া (১৯৬২), নেমেসিস (১৯৪৮)।।
মুনীর চৌধুরী	কবর (১৯৬৬), চিঠি (১৯৬৬), দন্ড কারন্য (১৯৬৬), পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য।
মামুনুর রশীদ	স্বপ্নে শহর, সুপ্রভাত ঢাকা, গিনিপিগ, ইবলিশ, সময় অসময়, সমতট, ইতি আমার বোন, ওরা কদম আলী, ওরা আছে বলেই, এখানে নোঙ্গর।
শাহাদাৎ হোসেন	সরফরাজ খাঁ (১২৩৬), আনারকলি (১৯৪৫)।
শওকত ওসমান	আমলার মামলা (১৯৫২), তস্কর ও লস্কর (১৯৪৪), কাকরমনি (১৯৫২), ডাক্তার আবদুল্লাহর কারখানা (১৯৭৩), বাগদাদের কবি।
হেমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়	নলিনী বসন্ত।
সিকান্দার আবু জাফর	মহাকবি আলাওল (১৯৬৫), সিরাজ-উ-দ্দৌল্লা (১৯৬৫), শকুন্ত উপখ্যান(১৯৫৮)।
হুমায়ুন আহমেদ	এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি, অয়োময়।
সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ	বহিপীর (১৯৬০), তরঙ্গ ভঙ্গ (১৯৬৫), উজানে মৃত্যু।
সাঈদ আহমদ	মাইলপোষ্ট, তৃষ্ণায়, কালবেলা।
অমৃতলাল বসু	তিতলবর্ণ (১৮৮১), তরুবালা (১৮৯১), আদর্শ বন্ধু (১৩০৭ বাং),

	নবযৌবন, বজ্রলীলা, বিমাতা বা বিজয় বসন্ত (১৩০০ বাং)।
ক্ষীরোদপ্রসাধ বিদ্যাবিনোদ	সাবিত্রী (১৯০২), কুমারী (১৮৯৯), আলীবাবা (১৮৯৭), জুলিয়াস, প্রমোদরঞ্জন, প্রেমাঞ্জলী বভ্রবাহন, কিন্নরী, প্রতাপাদিত্য, রঘুবীর।
সেলিম আলদীন	ভাঙ্গনের শব্দ শুনা যায়, আয়না, মোন্তাসির ফ্যান্টাসী, কীর্তনখোলা, হাত হদাই, চাঁকা।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক

নাট্যকার	নাটকের নাম
আসকার ইবনে শাইখ	অগ্নিগিরি
আকবর উদ্দীন	নাদির শাহ (১৯৩২)
ইব্রাহিম খাঁ	কামাল পাশা (১৯২৭)
ইবরাহিম খলিল	স্পেন বিজয়ী মুসা
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	সাজাহান (১৯০৯)
গিরীশ চন্দ্র ঘোষ	সিরাজউদৌল্লা (১৯০৬)
মধুসুধন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী (১৯৬১)
মহেন্দ্র গুপ্ত	টিপু সুলতান
শচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত	সিরাজউদৌল্লা
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৫৯)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)
সিকান্দার আবু জাফর	সিরাজউদৌল্লা(১৯৬৫)
শাহাদাৎ হোসেন	সরফরাজ খাঁ
ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	বাংলার মসনদ

বিখ্যাত সামাজিক নাটক

নাট্যকার	নাটকের নাম

RAISUL ISLAM HRIDOY

আনিস চৌধুরী	মানচিত্র (১৯৬৩)
অমৃত লাল বসু	ব্যাপিকা বিদায়
আসকার ইবনে শাইখ	প্রচ্ছদপট
গিরীশ চন্দ্র ঘোষ	প্রফুল্ল (১৮৮৯)
জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	অলীক বাবু
তুলসী লাহিড়ী	ছেড়া তার, দুঃখীর ইমান
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চিরকুমার সভা (১৩০৮বাং)
সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ	বহিপীর (১৯৬০)
দীনবন্ধু মিত্র	নীল দর্পন (১৮৬০)
বিজন ভট্টাচার্য	নবান্ন
মীর মশাররফ হোসেন	জমিদার দর্পন (১৮৭৩)
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	পুনর্জন্ম
নূরুল মোমেন	নয়াখান্দান
মুনীর চৌধুরী	চিঠি (১৯৬৬), দন্ডকরণ্য(১৯৬৬)
রাম নারায়ন তর্করত্ন	কুলিনকুল সর্বস্ব (১৮৫৪)

গীতিকবি ও গীতিকাব্য

গীতিকবি	গীতিকাব্যের নাম/প্রকাশ/রচনাকাল
স্বর্ণকুমারী	গাথা (১৮৮০), কবিতা ও গান (১৮৯৫)
বিহারীলাল চক্রবর্তী	প্রেম প্রবাহিনী (১৮৭০), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০), সারদা মঙ্গল (১৮৭৯)
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	মহিলাকাব্য (১৮৮০), সবিতা সুদর্শন (১৮৭০), বর্ষবর্তন (১৮৭২)
অক্ষয়কুমার বড়াল	প্রদীপ (১৮৮৪), এষা (১৯১৯)
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	স্বপ্নপ্রয়ন (১৮৭৩)
কামিনী রায়	আলো ও ছায়া (১৮৮৯), মাল্য ও নিমার্ল (১৯১৩), অশোক সঙ্গীত(১৯১৪), দীপ ও ধুপ (১৯২৯)।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	আর্যগাথা (১৮৮২), আষাঢ়ে (১৮৯৯),

RAISUL ISLAM HRIDOY

	ত্রিবেনী (১৯১২)
গোবিন্দ চন্দ্র দাস	প্রসূন (১২৯৪), প্রেম ও ফুল (১২৯৪), কুমকুম (১২৯৮), ফুল রেণু (১৩০৩)
মোজাম্মেল হোসেন	কুসুমাঞ্জলী (১৮৮২), প্রেমহার (১৮৯৮)
সৈয়দ এমদাদ আলী	ডালি (১৯১২), হাজেরা (১৯১২)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভানুসিংহের পদাবলী
রজনীকান্ত সেন	বাণী (১৯০২), কল্যাণী (১৯০৫), অমৃত (১৯১০), আনন্দময়ী (১৯১০)
কায়কোবাদ	অশ্রুমালা (১৮৯৫)

গীতিকাব্য, মহাকবি ও মহাকাব্য, রোমান্টিক

মহাকবি ও মহাকাব্য

মহাকবি	মহাকাব্যের নাম প্রকাশ/রচনাকাল
মাইকেল মধুসুদন দত্ত	মেঘনাথ বধ কাব্য (১৮৬১)
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যয়	বৃত্রসংহার (১৮৭৫)
নবীনচন্দ্র সেন	রেবতক(১৮৭৫), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), প্রভাস (১৮৯৬)
কায়কোবাদ	মহাশ্মশান(১৯০৪)
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্পেন বিজয় কাব্য(১৯১৪)

রোমান্টিক প্রণয়োপাখান

1) মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিগণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্যযোগ্য অবদান কি? = রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।

2) মধ্যযুগে ফারসি ভাষা থেকে অনুদিত প্রণয়োপাখ্যানগুলো কি কি? = ইউসুফ-জুলেখা, লাইলী-মজনু, গুলে বকাওয়ালী, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল

3) মধ্যযুগে হিন্দী ভাষা থেকে অনুদিত প্রণয়োপাখ্যানগুলো কি কি? = পদ্মাবতী, সতী ময়না লোরচন্দ্রনী, মধুমালতী, মৃগাবতী ইত্যাদি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

4) গুলে বকাওয়ালী কে রচনা করেন? = নওয়াজিশ আলী খান।

5) গুলে বকাওয়ালী অন্য কোন কবি রচনা করেন? = মুহাম্মদ মুকিম।

6) সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল কাব্যের কাহিনী কি? = আরবিয় উপন্যাস বা আলেফ লায়লা।

7) সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল কে রচনা করেন? = আলাওল।

8) সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল অন্য কোন কোন কবি রচনা করেন? = দেনা গাজী চৌধুরী, ইব্রাহিম ও মালে মোহম্মদ।

9) সপ্তপয়কর কে রচনা করেন? = আলাওল।

10) সপ্তপয়কর কোন কবির রচনার ভাবানুবাদ? = পারস্যর কবি নিজামী গঞ্জভীর সপ্তপয়কর কাব্যের।

11) লাইলী মজনু কে রচনা করেন? = বহরাম খান।

12) ইউসুফ-জুলেখা কে রচনা করেন? = শাহ মুহম্মদ সগীর।

13) ইউসুফ-জুলেখা অন্য কোন কোন কবি রচনা করেন? = আব্দুল হাকিম, গরীবুল্লাহ, গোলাম সাফাতউল্লাহ, সাদেক আলী ও ফকির মুহাম্মদ।

বাংলা সাহিত্যের ভাষাতত্ত্ব

1) গৌড়ীয় ব্যাকরণ এর রচয়িতা কে? = রামমোহন রায়।

2) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় পথিকৃতের ভুমিকা কে পালন করেন? = রামমোহন রায়।

3) বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত গ্রন্থ কে রচনা করেন? - ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

4) বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ কোনটি? = গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

5) বাংলা বর্ণমালা নিয়ে প্রথম বিস্তারিত আলোচনা কে করেন? = ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

6) শব্দ তত্ত্বের রচয়িতা কে? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

7) বাংলা ভাষার উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদের প্রধান প্রবক্তা কে? - ড. সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

8) ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব গ্রন্থের রচয়িতা কে? = মুহম্মদ আবদুল হাই।

9) ভাষার ইতিবৃত্ত গ্রন্থটি কে রচনা করেন? - ড. সুকুমার সেন।

10) কোন মনীষী একজন ভাষা বিজ্ঞানী ছিলেন? - ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

RAISUL ISLAM HRIDOY

11) সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থের নাম কি? = Original Development Bengali Language (ODBL)

12) বহুভাষাবিদ পন্ডিত ছিলেন? - ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

13) ড. এনামুল হক প্রধানত ছিলেন একজন? = ভাষাতত্ত্ববিদ।

14) রামমোহন রায় এর ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ কি? - গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

15) শব্দতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার পরিচয় কোন ভাষা বিজ্ঞনীর সৃষ্টি প্রবাহ? = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

16) ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত গ্রন্থের নাম? = বাঙলা ব্যাকরণ।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

১) রাইফেল রোটি আওরাত = আনোয়ার পাশা

২) নিষিদ্ধ লোবান = সৈয়দ সামসুল হক

৩) জাহান্নাম হইতে বিদায়/নেকড়ে অরণ্য = শওকত ওসমান

৪) দুই সৈনিক/জলাংঙ্গী = শওকত ওসমান

৫) যাত্রা = শওকত আলী

৬) আগুনের পরমণি = হুমায়ূন আহমেদ

৭) শ্যামল ছায়া = হুমায়ূন আহম্মেদ

৪) উপমহাদেশ = আল মাহমুদ

৯) দেয়াল = আবু জাফর সামসুউদ্দিন

১০) খাচায় = রশীদ হায়দার

১১) বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ = সরদার জয়েন উদ্দিন

১২) হাঙ্গর নদীর গ্রেনেড/যুদ্ধ = সেলিনা হোসেন

১৩) কালো ঘোড়া = ইমদাদুল হক মিলন।

১৪) ফেরারী সুর্য = রাবেয়া খাতুন।

১৫) এ গোল্ডেন এজ = তাহমিনা আনাম।

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৬) একটি কালো মেয়ের কথা = তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ

১) A search for identity = মেজর আব্দুল জলিল

২) The liberation of Bangladesh = মেজর জেনারেল সুকওয়ান্ত সিং

৩) একাত্তরের ঢাকা = সেলিনা হোসেন।

৪) আমি বীরাঙ্গনা বলছি = নীলিমা ইব্রাহিম

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতি কথা

১) আমি বিজয় দেখেছি = এম আর আখতার মুকুল

২) একাত্তরের দিনগুলি = জাহানারা ইমাম

৩) একাত্তরের ডায়েরি = সুফিয়া কামাল

৪) একাত্তরের বিজয় গাঁথা = মেজর রফিকুল ইসলাম

৫) একাত্তরের সিশান = রাবেয়া খাতুন।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক

১) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় = সৈয়দ সামসুল হক

২) তরঙ্গভঙ্গ = সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

৩) বকুলপুরের স্বাধীনতা = মতাজউদ্দিন আহমেদ

৪) বর্ণচোর = মতাজউদ্দিন আহমেদ

৫) কী চাহ শঙ্খচীল = মতাজউদ্দিন আহমেদ

৬) নরকে লাল গোলাপ = আলাউদ্দিন আল আজাদ

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্য চলচিত্র

১. Stop Genocide- জহির রায়হান

২. Liberation Fighters- আলমগীর কবির

RAISUL ISLAM HRIDOY

৩. A state in Bom- জহির রায়হান

৪. Innocent Millions- বাবুল চৌধুরি

৫. মুক্তির গান (বাংলা)- তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ

ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক গ্রন্থ:

১) কবর নাটক = মুনীর চৌধুরী

উপন্যাস

১) আরেক ফাল্গুন = জহির রায়হান

২) আর্তনাদ = শওকত ওসমান।

৩) নিরন্তন ঘন্টাধ্বনি = সেলিনা হোসেন।

৪) সম্পাদিত গ্রন্থ - একুশে ফেব্রুয়ারী = হাসনি হাফিজুর রহমান

৫) জীবন থেকে নেওয়া /Let there be light চলচ্চিত্র = জহির রায়হান

৬) কাঁদকে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি কবিতা = মাহবুব-উল আলম চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটকের জন্য সূত্র

"প্রায় প্রতিদিনই রাজা দেশের অচল ডাকঘরে- রক্ত বিসর্জন দিয়ে যাত্রাবাড়ীর রানীকে চিঠি লিখতো"

১. প্রায়- প্রায়শ্চিত্ত'

২. রাজা- 'রাজা ও রানী'

৩. দেশের- 'তাসের দেশ'

৪. অচল- 'অচলায়তন

RAISUL ISLAM HRIDOY

৫. ডাকঘরে- 'ডাকঘর'

৬. রক্ত- 'রক্ত করবী'

৭. বিসর্জন- 'বিসর্জন'

৮. যাত্রাবাড়ীর- 'কালের যাত্রা

ছোট গল্প সহজে মনে রাখার উপায়

পোস্টমাস্টার কাবুলিওয়ালা দেনা পাওনার কমফলে হেমন্তির দিদির পত্র রক্ষা করতে পারল না

1.পোস্টমাস্টার

2.কাবুলিওয়ালা

3.দেনা পাওনা

4.কর্মফল

5.হেমন্তি

6.দিদি

7.পত্র রক্ষা

প্রেমের গল্প সহজে মনে রাখার উপায়

দূর আশায় দৃষ্টিদান করে ল্যাবরেটরীর অধ্যাপক তার নষ্টনীড় জীবনের শেষের রাত্রির শেষ কথার সমাপ্তি টেনে স্ত্রীর কাছে পত্র লেখেন

1.*দূর আশা*

2.*দৃষ্টিদান*

3.*ল্যাবরেটরী*

RAISUL ISLAM HRIDOY

4.অধ্যাপক

5.নষ্টনীড

6.শেষ রাত্রি

7.সমাপ্তি

8.স্ত্রীর পত্র

9.একরাত্রি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর রচনাসমূহ মনে রাখার টেকনিক

উপন্যাস

গোরা আর মালঞ্চ যোগাযোগ করে লাইব্রেরি থেকে করুণা করে চোখের বালি বইটি এনেছিল। কিন্তু ঘরে বাইরে বসে পড়েও চার অধ্যায় শেষ করতে পারেনি। কারন এ দুই বোন শেষের কবিতার মতো না। তাই রাজর্ষি বৌ ঠাকুরানী চতুরঙ্গ করে নৌকা ডুবিয়ে দিল।

গোরা - রাজনৈতিক মালঞ্চ করুণা - অসমাপ্ত যোগাযোগ চোখের বালি ঘরে বাইরে - ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি মূল উপজীব্য। চার অধ্যায় দুই বোন শেষের কবিতার রাজর্ষি বৌ ঠাকুরানীর হাট - ১ম প্রকাশিত চতুরঙ্গ নৌকাডুবি

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রবন্ধ

কালান্তরের পঞ্চভূত এখন মানুষের ধর্ম। তাই সভ্যতার সংকটে পড়েছে স্বদেশ।
কালান্তরের পঞ্চভূত মানুষের ধর্ম সভ্যতার সংকট স্বদেশ

কাব্য

জন্মদিনের চেতালি প্রভাতে কড়ি ও কোমল উৎসর্গ করে খেয়া পার হয়ে মানসী, চিত্রা ও পুরবী হিন্দুমেলায় গিয়ে বলাকা সিনেমা হলে "মায়ার খেলা" ও "বনফুল" ছবি দেখল। বিচিত্র কল্পনায় ক্ষনিকের জন্য শ্যামলী, মহুয়া ও পলাতকা, সোনা-ভান নবজাতকের আরোগ্য লাভের জন্য শেষ সংগীত গেয়ে পুনশ্চ তার রোগশয্যায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালালো। জন্মদিনে চেতালি প্রভাত সংগীত - নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কড়ি ও কোমল উৎসর্গ খেয়া - জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ মানসী চিত্রা -১৪০০সাল পুরবী - ভিক্টোরিয়ার ওকাম্পোকে উৎসর্গ হিন্দুমেলার উপহার বলাকা - সবুজের অভিযান, সাজাহান, ছবি মায়ার খেলা বনফুল - ১ম লেখা (১৫বছর)। ১ম প্রকাশিত "কবি-কাহিনী"। বিচিত্রিতা কল্পনা ক্ষনিকা শ্যামলী মহুয়া পলাতকা সোনার তরী ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী - ব্রজবুলি ভাষায় রচিত নবজাতক আরোগ্য শেষলেখা গীতাঞ্জলী গীতবিতান গীতালী পুনশ্চ রোগশয্যা সন্ধ্যা সংগীত

শেষের কাব্য

নবজাতক সানাই বাজিয়ে রোগশয্যায় পড়লো। আরোগ্য লাভ করে জন্মদিনে শেষলেখা লিখল।

নবজাতক সানাই রোগশয্যা আরোগ্য জন্মদিনে শেষলেখা

নাটক

রক্তকরবীকে বিসর্জন দিয়ে মুক্তধারার রাজা অচলায়তনে চিরকুমার সভা ডাকলেন। প্রায়শ্চিত্তের ডাকঘরে জমলো বসন্ত কিন্তু তাসের দেশের চিত্রাঙ্গদা বৈকুণ্ঠের খাতার মতো চন্ডালিকা।

রক্তকবরী বিসর্জন মুক্তধারা রাজা রাজা ও রানী অচলায়তন চিরকুমার সভা - প্রহসন প্রায়শ্চিত্ত ডাকঘর বসন্ত তাসের দেশে চিত্রাঙ্গদা বৈকুণ্ঠের খাতা - প্রহসন চন্ডালিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর উপন্যাস মনে রাখার গল্প

রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়ে রচিত শেষের কবিতা উপন্যাসে দুই বোন রাজর্ষি ও মালঞ্চ ঘরের বাইরে বৌঠাকুরাণীর হাটে চোখের বালি(শত্রু) গোরার সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে নৌকাডুবিতে চতুরঙ্গ (মারা)গেল ।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

চার অধ্যায়, শেষের কবিতা,দুই বোন, রাজর্ষি, মালঞ্চ, ঘরে বাইরে, বৌঠাকুরাণীর হাট, চোখের বালি, গোরা, যোগাযোগ, নৌকাডুবি ও চতুরঙ্গ ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রবন্ধ মনে রাখার গল্প

কালান্তরে ভারতবর্ষের রাজাপ্রজা আত্মশক্তি পরিচয়ে জানল পঞ্চভূতের ফলে স্বদেশে সভ্যতার সঙ্কট হয়েছে। তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে শব্দতত্ত্ব ও ছন্দ মিলিয়ে সাহিত্যের পথে বাংলা ভাষা পরিচয়ে প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যের স্বরূপ ধর্ম ও মানুষের ধর্ম নিয়ে চারিত্রপূজা নামক প্রবন্ধ সাহিত্য লিপিকা করলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রবন্ধসমূহ

কালান্তর, ভারতবর্ষ, রাজাপ্রজা, আত্মশক্তি, পরিচয়, পঞ্চভূত, স্বদেশ, সভ্যতার সঙ্কট,শান্তিনিকেতন, শব্দতত্ত্ব, ছন্দ, বাংলা ভাষা পরিচয়, সাহিত্যের পথে, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্যের স্বরূপ, ধর্ম, মানুষের ধর্ম, চারিত্র্যপূজা, সাহিত্য, লিপিকা ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর নাটক মনে রাখার গল্প

পৃথীরাজ পরাজয়ী তাশের দেশের মুকুট বিহীন রাজা রুদ্রচন্দ্র বসন্ত ঋতুবঙ্গে রবী ঠাকুরের অরুপ রতন নাটক দেখতে গিয়ে মায়ার খেলায় শ্যামা মালিনীর বাল্মীকি প্রতিভাকে ডাকঘরের পাশে অচলায়তনপূর্বক রক্তকরবী (রক্তাক্ত) করেন। পরে চন্ডালিকা দেবী কালের যাত্রায় রাজা ও রানীকে বৈকুণ্ঠের খাতায় বিদায় অভিশাপ দিলে। প্রকৃতির প্রতিশোধ শোধবোধ করতে ফাল্গুনী রাতে মুক্তধারার শারদোৎসবে নটীর পূজায় বাঁশরী বাজিয়ে ও শ্রাবণ গাথা গেয়ে চিত্রাঙ্গদা নদীর পাড়ে প্রায়শ্চিত্ত হিবেবে কালমৃগয়া বিসর্জন দিয়ে পরিত্রান লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর নাটক

পৃথীরাজ পরাজয়, তাশের দেশে, মুকুট, রাজা, রুদ্রচন্দ্র, বসন্ত, ঋতুবঙ্গে, অরুপ রতন, মায়ার খেলা, শ্যামা, মালিনী, বাল্মীকি প্রতিভা, ডাকঘর, অচলায়তন, রক্তকরবী, চন্ডালিকা, কালের যাত্রা, রাজা ও রানী, বৈকুণ্ঠের খাতা, বিদায় অভিশাপ, প্রকৃতির প্রতিশোধ, শোধবোধ, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, শারদোৎসব, নটীর পূজায়, বাঁশরী, শ্রাবণ গাথা, চিত্রাঙ্গদা, প্রায়শ্চিত্ত, কালমৃগয়া, বিসর্জন, পরিত্রান ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ছোটগল্প সহজে মনে রাখুন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘাটের কথা, রাজপথের কথা , জীবিত ও মৃত, মেঘ ও রদ্র, এরুপ কয়েকটি গল্পগুচ্ছ (গল্প সংকলন গ্রন্থ) থেকে ঠাকুরদাদার দুরাশার কর্মফল নিয়ে যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ নামক একটি আষাঢ়ে গল্প রচনা করেন। ল্যাবরেটরির অধ্যাপক পোস্টমাস্টারের নিকট হতে প্রাপ্ত স্ত্রীর পত্রের শেষকথা মত রবিবারের ছুটিতে

নষ্টনীড় বসে পাত্র ও পাত্রীর দৃষ্টিদানের পর একরাত্রি নিশীথের ব্যবধানে মানভঞ্জন ও শুভকে মুকুট পরিয়ে মাল্যদান সমাপ্তি করলেন।

সমস্যাপূরণ মহামায়া হেমন্তী দিদি পুত্রযজ্ঞ খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে পণরক্ষার্থে মনিহারা ক্ষুধিত পাষাণ ভিখারিণীকে গুপ্তধন দান প্রতিদান করেন। পরে সে

(গল্প সংকলন গ্রন্থ) শাস্তি প্রাপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ছোটগল্প

ঘাটের কথা, রাজপথের কথা , জীবিত ও মৃত, মেঘ ও রদ্র, গল্পগুচ্ছ (গল্প সংকলন গ্রন্থ) , ঠাকুরদাদা, দুরাশা, কর্মফল, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, একটি আষাঢ়ে গল্প, ল্যাবরেটরি, অধ্যাপক, পোস্টমাস্টার, স্ত্রীর পত্র, শেষকথা, রবিবার, ছুটি, নষ্টনীড়, পাত্র ও পাত্রী, দৃষ্টিদান, একরাত্রি, নিশীথে, ব্যবধান, মানভঞ্জন, শুভা, মুকুট, মাল্যদান, সমাপ্তি, সমস্যাপূরণ, মহামায়া, হেমন্তী, দিদি, পুত্রযজ্ঞ, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, পণরক্ষা, মনিহারা, ক্ষুধিত পাষাণ, ভিখারিণী, গুপ্তধন, দান প্রতিদান, সে (গল্প সংকলন গ্রন্থ) ,শাস্তি, তিন সঙ্গী(গল্প সংকলন গ্রন্থ), অতিথি, মধ্যবর্তিনী, আপদ, দর্পহরণ, কাবুলিওয়ালা, দেনাপাওনা, দালি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কাব্যগ্রন্থ মনে রাখার গল্প

রোগশয্যায় শায়িত নৈবদ্য পত্রপুট নবজাতক মানসীর আরোগ্য লাভের জন্য ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর লেখক রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ থেকে সানাই এর সুরেসুরে লিপিকা ক্ষণিকা ও শ্যামলীকে নিয়ে ভগ্নহৃদয়ে আকাশ প্রদীপ জ্বেলে গীতিমাল্যর তালেতালে পুনশ্চ প্রভাতসঙ্গীত ও সন্ধ্যাসঙ্গীত গাইলেন। পরে কড়ি ও কোমল এবং ছবি ও গান কল্পনা করে রবীন্দ্রনাথ শেষ সপ্তক কাব্যগ্রন্থ শেষ লেখা লেখলেন। পূরবী, প্রান্তিক, বলাকা, বনফুল,মহুয়া, গীতালি ও চৈতালী সেঁজুতির জন্মদিনে চিত্রা নদীতে খেয়া ঘাটের পাশে সোনার তরীতে বসে হিন্দু মেলার উপহার (প্রথম কাব্যগ্রন্থ) দিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কাব্যগ্রন্থ

রোগশয্যা, নৈবদ্য, পত্রপুট, নবজাতক ,মানসী, আরোগ্য লাভ, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, গীতাঞ্জলি, সানাই, লিপিকা, ক্ষণিকা, শ্যামলী, ভগ্নহৃদয়, আকাশ প্রদীপ, গীতিমাল্য, পুনশ্চ, প্রভাতসঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত, কড়ি ও কোমল, ছবি ও গান, কল্পনা, শেষ সপ্তক, শেষ লেখা, পূরবী, প্রান্তিক, বলাকা, বনফুল,মহুয়া, গীতালি,চৈতালী, সেঁজুতি, চিত্রা, খেয়া, সোনার তরী, হিন্দু মেলার উপহার।

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ মনে রাখার গল্প

মরু ভাস্কর সর্বহারা সাম্যবাদী নজরুল পূবের হাওয়ায় দোলনচাঁপা ও ঝিঙেফুলের গন্ধে সন্ধা বেলা সিন্ধু হিন্দোল পাড়ে প্রলয় শিখা জ্বেলে সাত ভাই চম্পা কে নিয়ে অগ্নিবীনা বিষের বাঁশীর সুরে গীতি শতদল ও গানের মালা হতে চিত্তনামায় বনগীতি ও ভাঙার গান গাইলেন। নতুন চাঁদ রাতে ছায়ানট এর চক্রবাক অনুষ্ঠানে জুলফিকর এর গুলবাগিচায় বুলবুল এর চোখের চাতক চন্দ্রবিন্দু সুরসাকী ও ফনিমনসা কে জিঞ্জীর এর পাশে বসিয়ে রুবাইয়াৎ-ইওমর খৈয়াম রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ কাব্যে আমপারা পড়ে শোনালেন। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ মরু ভাস্কর, সর্বহারা, সাম্যবাদী, পূবের হাওয়া, দোলনচাঁপা, ঝিঙেফুল,সন্ধা,সিন্ধু হিন্দোল,প্রলয় শিখা,সাত ভাই চম্পা,অগ্নিবীনা, বিষের বাঁশীর, গীতি শতদল, গানের মালা, চিত্তনামা, বনগীতি, ভাঙার গান, নতুন চাঁদ,ছায়ানট, চক্রবাক, জুলফিকর, গুলবাগিচা, বুলবুল, চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু সুরসাকী, ফনিমনসা,জিঞ্জীর, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ ও কাব্যে আমপারা

RAISUL ISLAM HRIDOY

নাটকের জন্য সূত্র

"মালা বদল করে মিলি আপুর বিয়ে হল"

১. মালা- মধুমালা'

২. মিলি- 'ঝিলিমিলি'

৩. আ- 'আলেয়া'

৪. পুর বিয়ে- 'পুতুলের বিয়ে

কাব্যঃ

সাম্যবাদী* ও সর্বহারাসঞ্চিতা * সন্ধ্যায়* চক্রবাক নতুন চাঁদদেখে *ছায়ানটে* অগ্নিবীণা* ও *বিষের বাশী শুনে* শেষ সওগাতে মনের* জিঞ্জির ভেঙ্গে *সিন্ধু-হিন্দোল হয়ে* মরুভাস্করেহারিয়ে যায়।

নাটকঃ

আলেয়া* ও স্মধুবালা* ঝিলিমিলি শাড়ি পড়ে *নিঝর* ও সাত ভাই চম্পাকে নিয়ে পুতুলের বিয়েতে যায়।

পত্রিকাঃ

ধুলাগন (ধু-ধুমকেতু, লা-লাঙ্গল, গ-গণবাণী, ন-নবযুগ)

উপন্যাসঃ

কুহেলিকা মৃত্যুক্ষুধায় বাধনহারা।

গল্পঃ

শিউলিমালা *রিক্তের বেদনে ব্যথার দান করতে চায়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

কাজী নজরুল ইসলামের এর রচনাসমূহ মনে রাখার টেকনিক

উপন্যাস

কুহেলিকা মৃত্যুক্ষুধায় বাঁধনহারা হলো।

গল্পগ্রন্থ

শিউলিমালার ব্যথার দান রিক্তের বেদনে ঝরে গেল।

কাব্য

সন্ধ্যায় সিন্ধু নদীর তীরে পুবের হাওয়ায় প্রলয়শিখা নিভে যাওয়ায় অগ্নিবীনা ও বিষের বাঁশি বাজিয়ে। সাম্যবাদী সর্বহারা চক্রবাক জিঞ্জির ভেঙ্গে ভাঙ্গার গান গেয়ে দোলনচাঁপার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। পথে ফণিমনসা ফনা তুলে নতুন চাঁদের মতো চন্দ্রবিন্দু আঁকছে।

অগ্নিবীনা - প্রয়োল্লাস, বিদ্রোহী

নাটক

আলেয়া আর ঝিলিমিলি, মধুমালাকে নিয়ে পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে।

প্রবন্ধ

দুর্দিনের যাত্রীরা রুদ্রমঙ্গলবারে যুগবানী পত্রিকায় রাজবন্দীর জবানবন্দী প্রকাশ করল।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাজেয়াপ্ত ৫টি গ্রন্থ

বিষের বাঁশি, ভাঙ্গার গান, প্রলয়শিখা (কাব্য) চন্দ্রবিন্দু (গান) যুগবানী (প্রবন্ধ) - জ্বালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতাগুলো মনে রাখার টেকনিকঃ

"পাঞ্জেরী আঠারো বছর বয়সে সোনার জীবন কবর দিল"

*পাঞ্জেরী- পাঞ্জেরী *আঠারো বছর বয়সে-আঠারো বছর বয়স, *সোনার - সোনার তরী, *জীবন- জীবন বন্দনা *কবর- কবর।

(আমার পূর্ব বাংলা - গদ্য ছন্দে রচিত। বাকী সব অক্ষরবৃত্ত)

শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উপন্যাস

বড়দিদি মেজদিদি বৈরাগী হয়ে গৃহদাহ ত্যাগ করে বিন্দুর ছেলে দেবদাস ও বিপ্রদাসের সাথে পল্লী সমাজে যান এবং শ্রীকান্তকে দেনাপাওনা পথের দাবী সম্পর্কে চরিত্রহীন দত্তা শেষ প্রশ্ন করেন।

অরক্ষনীয় গৃহের ছবি দেখে কাশীনাথ শ্রীকান্তকে বললেন "চরিত্রহীন দেবদাস পশুর সমান"

চ – চরিত্রহীন।

দেব- দেবদাস, দেনাপাওনা

দাস — বিপ্রদাশ

প-পরিনীতা

শু- পন্ডিত মশাই

র- পথের দাবী

স- পল্লী সমাজ

মা- রামের সুমতি

ন —চন্দ্রনাথ

গল্প

বিলাসীর মেজদিদি বিন্দুর দুই ছেলে মহেশ ও পরেশ আর এক মেয়ে সতী, মন্দিরের জমি নিয়ে মামলার ফলে তারা আজ কর্পদকশূন্য

গল্পঃ ছবি, বিলাসী, পরেশ, সতী, মহেশ, মন্দির, মামলার ফল, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – এর রচনাবলি মনে রাখার কৌশল

উপন্যাস

বড়দিদি ও মেঝদিদি অরক্ষণীয়াকে নিয়ে পথের দাবিতে বিরাজ বৌয়ের কাছে গেল। সেখানে দেবদাস, বিপ্রদাস ও শ্রীকান্ত ছিল। তারা সবাই এই পরিণীতা বামুনের মেয়ের চরিত্রহীন স্বামীকে পল্লী সমাজের সামনে শেষ প্রশ্ন করতে চাইল। শেষের পরিচয়ে বেকুণ্ঠের উইল অনুযায়ী গৃহদাহ করলো।

বড়দিদি - ১ম উপন্যাস

শ্রীকান্ত - ৪ খন্ডে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ রচনা

পথের দাবি - সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত

RAISUL ISLAM HRIDOY

গল্প

বিন্দুর ছেলে মহেশ রামের সুমতি হলো না। সে বিলাসীকে নিয়ে মন্দিরে গেলই।

মন্দির - ১ম গল্প

প্রবন্ধ

তরুনেরা বিদ্রোহ করলো স্বদেশ ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে নারীর মূল্য বোঝাতে।

নাটক

ষোড়শী

দীনবন্ধু মিত্র

নাটক ও প্রহসনঃ

নবীন জামাই কমল সধবার একাদশীতে লীলাবতীকে নিয়ে নীলদর্পণ নাটক দেখলে একবুড়ো তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে যায়।

প্রহসনঃ বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী

নাটকঃ

জামাই বারিক

লীলাবতী

নবীন তপস্বিনী

কমলে কামিনী

নীল দর্পণ।

RAISUL ISLAM HRIDOY

নীল দর্পণ — ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১ম গ্রন্থ । মাইকেল মধুসূদন দত্ত নীলদর্পন নাটকটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন ১৮৬১ সালে। নাটকটি দেখতে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতা ছুড়ে মেরেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ঐতিহাসিক ও পৌরণিক নাটক ছত্রপতি শিবাজীর মী–সি–লে রাবন পান্ডবকে বধ করে অ -জানা বনবাসে সীতাকে হরণ করলেন

ছত্রপতি শিবাজী

মী — মীরজাফর

সি -সিরাজদ্দৌলা

লে- লক্ষণবধ

-রাবনবধ

-পান্ডব গৌরব

-অভিমন্যু বধ ও সীতা হরণ — পৌরণিক

-জনা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নাটকঃ ক -সি সাবনর প্রায় এক ঘরে জন্ম নিলে প্রতাপ চন্দ্র দাসের আনন্দের পতন ঘটে

RAISUL ISLAM HRIDOY

1.ক — কল্কি অবতার

2.সি -সিংহল বিজয়

3.সাবনুর- বঙ্গনারী

4.সা- সাজাহান

5.নূর-নূরজাহান

6.প্রায় — প্রায়চিত্ত

7.জন্ম — পূনর্জন্ম

8.প্রতাপ -প্রতাপ সিংহ

9.চন্দ্র চন্দ্রগুপ্ত

10.দাস -দূর্গাদাস

11.আনন্দ - আনন্দ বিদায়

ইসমাইল হোসেন সিরাজীর

উপন্যাস,কাব্য ও মহাকাব্য

উপন্যাসঃ

রানুর ফিতা

রা — রায় নন্দিনী

নুর-নুর উদ্দিন

ফি- ফিরোজা বেগম

তা — তারাবাঈ

কাব্য ও মহাকাব্য

RAISUL ISLAM HRIDOY

নব-উদ্দীপনা উচ্ছাসে অনল প্রবাহে তুরস্কে ভ্রমন করে স্পেন বিজয় করল

কাব্যঃ

নবউদ্দীপনা উচ্ছ্বাস

অনল প্রবাহ

ভ্রমণ কাহিনীঃ

তুরস্ক ভ্রমন

মহাকাব্যঃ

স্পেন বিজয়

ফররুখ আহমদ

কাব্যঃ

সাত সাগরের মাঝি সিরাজুম মুনীরা মুহূর্তের মধ্যেই নৌফেল ও হাতেম তাই এর জন্য পাখির বাসা বানাল

1.সাত সাগরের মাঝি।

2.সিরাজুম মুনীরা

3.মুহূর্তের কবিতা

4.হাতেম তাই

5.নৌফেল ও হাতেম

6.পাখির বাসা

দরিয়া, শেষ রাত্রি, লাশ — সাত সাগরের মাঝি কাব্যের অন্তর্গত

RAISUL ISLAM HRIDOY

নবীন চন্দ্র সেন

পলাশীর যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের দুই সৈনিক রৈবতক আর প্রভাস যুদ্ধ না করে অবকাশ রঞ্জিনী পালন করছিল

পলাশীর যুদ্ধ — গাঁথাকাব্য

কুরুক্ষেত্র, রৈবতক, প্রভাস — ত্রয়ী মহাকাব্য

অবকাশ রঞ্জিনী - কাব্য

মুনীর চৌধুরীর

মুখরা রমনীর শয়নকক্ষে রুপার কৌটায় রাখা দন্ডকারন্যের রক্তাক্ত প্রান্তরে কবরে শায়িত এক যোদ্ধার চিঠির বিষয়ে ঘরের কেউ কিছু বলতে পারেনা।

অনুবাদ নাটকঃ

1.মুখরা রমনী বশীকরন।

2.রুপার কৌটা

3.কেউ কিছু বলতে পারেনা

নাটকঃ

1.রক্তাক্ত প্রান্তর

2.চিঠি

3.দন্ডকারন্য

4.কবর

RAISUL ISLAM HRIDOY

জসীম উদ্দীন

নাটকঃ

পদ্মা পাড়ের বেদের মেয়ে মধুমালার সাথে অন্য গ্রামের মেয়ে এক পল্লীবধূর বন্ধুত্ব সবার মুখে মুখে

1.পদ্মাপাড়

2.বেদের মেয়ে

3.মধুমালা

4.গ্রামের মেয়ে

5.পল্লীবধূ

উপন্যাস:

বোবা কাহিনী

কাব্যঃ

হলুদ বরনীর দেশে হাসু , ডালিম কুমার, সখিনা ও সুচয়নী ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে এক পয়সার বাশি বাজিয়ে ধানক্ষেতের বালুচরে মাটির তৈরী কবর জলে লেখা নকশী কাথার কাফন মুড়িয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে এসে রাখালীর মা পল্লী জননী রঙ্গিলা নায়ের মাঝির জন্য কাঁদতে লাগল

হলুদ বরনী,

জলে লেখন,

হাসু,

নকশী কাথার মাঠ,

ডালিম কুমার,

RAISUL ISLAM HRIDOY

কাফনের মিছিল,

সখিনা,

সোজন বাদিয়ার ঘাঁট,

সুচয়নী,

রাখালী,

ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে,

রঙ্গিলা নায়ের মাঝি,

এক পয়সার বাশি,

মা যে জননী কাদে,

ধানক্ষেত,

বালুচর,

মাটির কান্না

জীবনানন্দ দাশ

সতীর্থ তার জলপাইহাটী নিবাসী বান্ধবী কবিতার কথায় তার ছোট বোন কল্যানীকে মাল্যদান করল

উপন্যাসঃ

1.সতীর্থ

2. জলপাই হাটি

3.কল্যানী

4.মাল্যদান

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রবন্ধঃ কবিতার কথা

কাব্যঃ

এই মহাপৃথিবীর মাঝে বেলা অবেলা কালবেলায় সাতটি তারার তিমিরে রুপসী বাংলার মেয়ে বনলতা সেন কুড়িয়ে পাওয়া ঝরা পালকটি ধূসর পান্ডুলিপির ভেতর যত্ন করে রাখল

1.রুপসী বাংলা

2.বনলতা সেন

3.ধূসর পান্ডুলিপি

4.ঝরাপালক

5.বেলা অবেলা কালবেলা

6.সাতটি তারার তিমির

7.মহা পৃথিবী

মীর মশাররফ হোসেন

প্রহসনঃ

ভাইয়ে ভাইয়ে ফাঁস কাগজে একি করল ? এর উপায় কি?

1.ভাই ভাই এই তো চাই

2.একি

3.এর উপায় কি

RAISUL ISLAM HRIDOY

4.ফাঁস কাগজ

নাটকঃ

বেটা বসন্ত জমিদার

1.বে — বেহুলা গীতাভিনয়

2.টা- টালা অভিনয়

3.বসন্ত — বসন্ত কুমারী

4.জমিদার — জমিদার দর্পন

উপন্যাস:

রত্নাবতী বিষাদসিন্ধুর পানে তাকিয়ে থাকা উদাসীন পথিকের মনের কথা বুঝতে পেরে বাঁধা খাতাটি গাজী মিয়ার বস্তানীতে রাখলেন।

1.রত্নাবতী - বাংলা সাহিত্যের মুসলমান রচিত ১ম উপন্যাস

2.বিষাদসিন্ধু

3.গাজীমিয়ার বস্তানী

4.বাঁধা খাতা

5.উদাসীন পথিকের মনের কথা

অথবা * ছন্দঃ [রাজিয়া খাতুন রত্নাবতীর বিষাদ সিন্ধু লিখিত বাধাখাতা গাজীমিয়ার বস্তানিতে উপস্থাপন করলেন, আসলে এটা কি উদাসীন পথিকের মনের কথা! নাকি নিয়তির কি অবনতি।]

ব্যাখ্যাঃ

* রাজিয়া খাতুন

* রত্নাবতীর
* বিষাদ সিন্ধু
* বাধাখাতা
* গাজীমিয়ার বস্তানি
* উদাসীন পথিকের মনের কথা
* নিয়তির কি অবনতি

কায়কোবাদ

কাব্য

অমিয়ের সাথে কুসুমের আর দহরম মহরম নেই বিরহ চলছে। তাই সে মহাশ্মশানের শিব মন্দিরে অশ্রুমালা বিসর্জন দিল

1.অমিয়ধারা

2.কুসুমকানন

3.মহরম শরীফ

4.বিরহ বিলাপ

5.শিব মন্দির

6.অশ্রুমালা

মহাকাব্য —মহাশ্মশান

বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কতৃক রচিত ১ম মহাকাব্য। মহাশ্মশান ১৯০৩ সালে রচিত হয়। এটি পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে রচিত

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিহারীলাল চক্রবর্তী

বিহারীলাল চক্রবর্তী–ভোরের পাখি

বিহারীলাল চক্রবর্তী–গীতিকবিতার জনক

বিহারীলাল চক্রবর্তী–রবিঠাকুরের কাব্য গুরু

পত্রিকাঃ

অবোধ বন্ধু বিহারীলাল সাহিত্য সংক্রান্তিতে পূর্নিমার হাত ধরে বসে আছে

1. অবোধ বন্ধু

2.সাহিত্য সংক্রান্তি

3.পূর্নিমা

কাব্যঃ

বংগ সুন্দরী সারদার সংগীতের প্রতি নিসর্গ প্রেম তার স্বপ্ন ও মনে সাধের আসন গেড়ে বসেছে।

বংগ সুন্দরী

সারদা মঙ্গল

সংগীত শতক

নিসর্গ সন্দর্শন

প্রেম প্রবাহিনী

স্বপ্ন দর্শন

সাধের আসন

RAISUL ISLAM HRIDOY

আল মাহমুদ

কাব্যঃ

কালের কলসে হারিয়ে যাওয়া লোক-লোকান্তরে প্রচলিত কাহিনী —বখতিয়ারের ঘোড়ায় সোনালী কাবিন চাপিয়ে আল-মাহমুদ এক চক্ষু হরিণ শিকার করেছিলেন

লোক লোকান্তরে

কালের কলস

সোনালী কাবিন

বখতিয়ের ঘোড়া

একচক্ষু হরিণ

উপন্যাস

আগুনের মেয়ে সুন্দর পুরুষকে দেখে তার ডাহুকী রূপ ধারন করেছিল

1.ডাহুকী

2.আগুনের মেয়ে

3.পুরুষ মেয়ে

গল্পঃ পানকৌড়ির রক্ত

RAISUL ISLAM HRIDOY

সুকান্ত ভট্টাচার্য

* ছন্দঃ(গীতাগুচ্ছ এর ছাড়পত্র এবং হরতাল এর পূর্বাভাস পেয়ে অভিযান কারীদের চোখে ঘুমনেই।)

ব্যাখ্যাঃ

* গীতিগুচ্ছ
* ছাড়পত্র
* হরতাল
* পূর্বাভাস
* অভিযান
* ঘুমনেই

বেগম রোকেয়া

বেগম রোকেয়ার পদ্মরাগ উপন্যাসে অবরোধবাসিনী *ডেলিসিয়া হত্যা হওয়ায় স্মৃতিচুর ও সুলতানার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় ।(সবগুলো প্রবন্ধ) (পদ্মরাগ- উপন্যাস)

সুফিয়া কামাল

আমাদের কালে উদাত্ত পৃথিবীর অভিযাত্রিক ও মায়া কাজল সাঝের মায়ার বেলায় কেয়ার কাটা ও *যাদুদের সমাধি পার হয়ে *ইতল বিতল ও নওল কিশোরের দরবারে মন ও জীবন দিয়ে *একাত্তরের ডায়েরী পড়ে। (সবগুলো কাব্য) (কেয়ার কাটা-গল্প) (একাত্তরের ডায়েরী-স্মৃতিকথা)।

RAISUL ISLAM HRIDOY

আবদুল্লাহ আল মুতী

* ছন্দঃ (অবাক পৃথবীর রহস্যের শেষ নেই, বিজ্ঞান ও মানুষের জানা অজানার দেশে সাগরের রহস্যেপুরী আবিষ্কারের নেশায় মত্ত এ যুগের বিজ্ঞান। তাইতো বলি এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে।)

ব্যাখ্যাঃ

* অবাক পৃথিবী
* রহস্যের শেষ নেই
* বিজ্ঞান ও মানুষে
* জানা অজানার দেশে
* সাগরের রহস্যেপুরী
* আবিষ্কারের নেশায় মত্ত
* এ যুগের বিজ্ঞান।
* এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে

জহির রায়হান

উপন্যাস

বরফ গলা নদীর পাশে শেষ বিকেলের মেয়ের তৃষ্ণায় হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করছি, আর কতদিন লাগবে আরেক ফাল্গুন আসতে, নাকি কয়েকটি মৃত্যু চায়।

চলচ্চিত্র

জীবন থেকে নেয়া স্টপ জেনোসাইড কাঁচের দেয়ালের মতই ভেঙ্গে যায়। Let there be Light

শামসুর রাহমান

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে উঠলো দুঃসময়ের মুখোমুখি বন্দী শিবির থেকে, বললো, আমি অনাহারী, বিধ্বস্ত নীলিমা, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা। রৌদ্র করোটিতে তখন প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, এক ফোঁটা কেমন অনল ঝরলো বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়।

শিশু সাহিত্য

এলাটিং বেলাটিং একটা স্মৃতির শহর, সেখানে গোলাপ ফোঁটে খুকির হাতে, আজও ধান ভানলে কুঁড়ো দেব।

আত্মস্মৃতি

কালের ধুলোয় লেখা

কবি সাহিত্যিকদের উৎসর্গ

1) বসন্ত - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - উৎসর্গ করেন - কাজী নজরুলকে;

2) তাসের দেশ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - উৎসর্গ করেন - নেতাজি সুভাষ চন্দ্রকে;

3) কালের যাত্রা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - উৎসর্গ করেন - শরৎচন্দ্রকে;

4) চার অধ্যায় - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - উৎসর্গ করেন - কারাবন্দীদেরকে;

5) সঞ্চিতা - কাজী নজরুল ইসলাম - উৎসর্গ করেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে;

6) ছায়ানট - কাজী নজরুল ইসলাম - উৎসর্গ করেন - মুজাফফর আহম্মদকে;

7) অগ্নিবীণা - কাজী নজরুল ইসলাম - উৎসর্গ করেন - বারীন ঘোষকে;

RAISUL ISLAM HRIDOY

8) চিত্তনামা - কাজী নজরুল ইসলাম - উৎসর্গ করেন - বাসন্তী দেবী;

9) সর্বহারা - কাজী নজরুল ইসলাম - উৎসর্গ করেন - বিরজা সুন্দরীকে;

10) সন্ধ্যা - কাজী নজরুল - উৎসর্গ করেন - মাদারীপুরের শান্তি সেনা ও বীর সেনাদের;

11) বসন্তকুমারী - মীর মশাররফ হোসেন - উৎসর্গ করেন - নবাব আব্দুল লতিফকে

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কবি ও লেখকদের জন্মস্থান মনে রাখার কৌশল

১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর - বীরসিংহ গ্রাম, মেদিনীপুর জেলা

২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - কাঠাল পাড়া গ্রাম, ২৪ পরগনা

৩. প্রমথ চৌধুরী - যশোর [পৈতৃক নিবাস - হরিপুর, পাবনা]

৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — দেবানন্দপুর গ্রাম, হুগলি

৫. বেগম রোকেয়া - পায়রা বন্দ গ্রাম, মিঠাপুকুর থানা, রংপুর

৬. আবু জাফর শামসুদ্দীন — কালিগঞ্জ , ঢাকা

৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ - চট্টগ্রাম [মৃত্যু - ১৯৭১ প্যারিস]

৮. জহির রায়হান = মজুপুর, ফেনী

৯. হুমায়ুন আহমেদ - কুতুবপুর, ময়মনসিংহ

১০. সৈয়দ মুজতবা আলী — সিলেট

১১. মধুসূদন দত্ত - সাগড়দাড়ি গ্রাম, যশোর

১২. অমিয় চক্রবর্তী - শ্রীরামপুর, হুগলি

১৩. জসীমউদ্দীন = তাম্বুলখানা গ্রাম, ফরিদপুর

১৪. সুফিয়া কামাল — বরিশাল [পৈতৃক নিবাস - কুমিল্লা]

১৫. ফররুখ আহমদ - মান্দারতলা গ্রাম, মাঝআইল, মাগুরা

১৬. সৈয়দ আলী আহসান = আলোক দিয়া, মাগুরা

১৭. সুকান্ত ভট্টাচার্য — কলকাতা [পৈতৃক নিবাস - কোটালীপাড়া গ্রাম, গোপালগঞ্জ]

১৮. শামসুর রাহমান - ঢাকা [পৈতৃক নিবাস - পাড়াতলী গ্রাম, নরসিংদী]

১৯. ইসমাইল হোসেন সিরাজী — সিরাজগঞ্জ

২০.ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ - পেয়ারা গ্রাম, ২৪ পরগনা

২১. দীনবন্ধু মিত্র চৌবেড়িয়া গ্রাম, নদীয়া

২২. কায়কোবাদ - আগলা পূর্বপাড়া গ্রাম, নবাবগঞ্জ

২৩ মীর মশাররফ হোসেন - লাহিনীপাড়া গ্রাম, কুষ্টিয়া

২৪. জীবনানন্দ দাশ = ধানসিড়ি নদী তীরের গ্রাম, বরিশাল

প্রায় একই নামের বাংলা সাহিত্যকর্মসমূহ

একাত্তরের দিনগুলিঃ জাহানারা ইমাম

একাত্তরের ডায়েরিঃ সুফিয়া কামাল

একাত্তেরর কথামালাঃ বেগম নূরজাহান

একাত্তরের নিশানঃ রাবেয়া খাতুন

একাত্তরের বর্ণমালাঃ এম আর আখতার মুকুল

একাত্তরের বিজয়গাঁথাঃ মেজর রফিকুল ইসলাম

একাত্তরের রণাঙ্গনঃ শামসুল হুদা চৌধুরী

একাত্তরের যীশুঃ শাহরিয়ার কবির

মানচিত্র (কবিতা): আলাউদ্দিন আল আজাদ

মানচিত্র (নাটক): আনিস চৌধুরী।

দেনাপাওনা (ছোটগল্প) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেনাপাওনা (উপন্যাস) : শরৎচন্দ্র

RAISUL ISLAM HRIDOY

মৃত্যুক্ষুধা (উপন্যাস): কাজী নজরুল ইসলাম

জীবনক্ষুধা (উপন্যাস): আবুল মনসুর আহমেদ

জননী (উপন্যাস): মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জননী (উপন্যাস): শওকত ওসমান

অভিযাত্রিক (কাব্য): সুফিয়া কামাল

অভিযাত্রিক (উপন্যাস): বিভূতিভূষণ

সাম্যবাদী (কবিতা): কাজী নজরুল ইসলাম

সাম্যবাদী (পত্রিকা) :খান মোঃ মঈনুদ্দিন

সাম্য (প্রবন্ধ)- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নীলদর্পণ (নাটক)- দীনবন্ধু মিত্র

নীললোহিত (গল্প)- প্রমথ চৌধুরী

রক্তরাগ (কাব্য)- গোলাম মোস্তফা

রক্তকরবী (নাটক)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রক্তাক্ত প্রান্তর (নাটক)- মুনীর চৌধুরী

রিক্তের বেদন (গল্প)- কাজী নজরুল ইসলাম

শেষ লেখা (কাব্য) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শেষ প্রশ্ন (উপন্যাস)- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শেষের পরিচয় (উপন্যাস)- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শেষ বিকেলের মেয়ে (উপন্যাস)- জহির রায়হান

শেষ পাণ্ডুলিপি (উপন্যাস) - বুদ্ধদেব বসু

শেষের কবিতা (উপন্যাস) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শেষ সপ্তক - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পদ্মা মেঘনা যমুনা (উপন্যাস)- আবু জাফর শামসুদ্দীন

পদ্মা নদীর মাঝি (উপন্যাস)- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পদ্মাবতী (কাব্য)- আলাওল

পদ্মাবতী (নাটক)- মাইকেল মধুসূদন দত্ত

পদ্মাবতী (সমালোচনামূলক গ্রন্থ)- সৈয়দ আলী আহসান

পদ্মগোখরা (গল্প)- কাজী নজরুল ইসলাম

পদ্মরাগ (উপন্যাস)- বেগম রোকেয়া

গল্পগুচ্ছ, গল্পসল্প (গল্প)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্পবীথি, গল্পাঞ্জলি (গল্প)- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গীতাঞ্জলি (কাব্য)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতবিতান (সঙ্গীত গ্রন্থ)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতালি (সঙ্গীত গ্রন্থ)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতিগুচ্ছ (কাব্য)- সুকান্ত ভট্টাচার্য

সঞ্চয়িতা (কাব্য সংকলন) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সঞ্চিতা (কাব্য) সংকলন - কাজী নজরুল ইসলাম

সঞ্চয়ন (কাব্য) - কাজী নজরুল ইসলাম

সঞ্চায়ন (গবেষণামূলক গ্রন্থ) - কাজী মোতাহের হোসেন

কবর (কবিতা) - জসীমউদদীন

কবর (নাটক)- মুনীর চৌধুরী

পথের দাবী (উপন্যাস) -শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পথের পাঁচালি (উপন্যাস)-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণকুমারী (নাটক)- মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কৃষ্ণচরিত (প্রবন্ধ)- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণমঙ্গল (কাব্য)- শঙ্কর চক্রবর্তী।

জঙ্গনামা (কাব্য)- দৌলত উজির বাহরাম খান

RAISUL ISLAM HRIDOY

জঙ্গনামা (কাব্য)- মুহম্মদ গরীবুল্লাহ

খোয়াবনামা (উপন্যাস)- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

সিকান্দারনামা (কাব্য)- আলাওল

নূরনামা/নসিহত্যামা(কাব্য)- শাহপরান/ আব্দুল হাকিম

আকবরনামা – আবুল ফজল

অভিযাত্রিক (কাব্য)- বেগম সুফিয়া কামাল

অভিযাত্রিক (উপন্যাস)- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্নদামঙ্গল(কাব্য)- ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

সারদামঙ্গল(কাব্য)- বিহারীলাল চক্রবর্তী

মনসামঙ্গল(কাব্য)- কানাহরি দত্ত

কালিকামঙ্গল(কাব্য)- রাম প্রসাদ সেন

দেয়াল(উপন্যাস)- হুমায়ূন আহমেদ

দেয়াল (উপন্যাস)- আবুজাফর শামসুদ্দীন

এই বইটি তৈরি করতে কতটুকু শ্রম ও সময় লেগেছে তা হয়তো বলে বুঝানো সম্ভব না। যদি বইটি কারো উপকারে আসে তাহলে আমার শ্রম স্বার্থক।

নোট প্রস্তুতকারীঃ-

Raisul Islam Hridoy

আমার লিখা অন্যান্য নোট পেতে ইমেইল করতে পারেন।

raysulislamredoy@gmail.com

WhatsApp Group:-01300430768

RAISUL ISLAM HRIDOY